



କ  
୨୬୭









শ্রীশ্রীঈশ্বর ॥

জয়তি ॥

অজ্ঞান তিমির নাশক



প্রমোত্তর দ্বারা গ্রন্থ ॥

কচড়াপাড়া নিবাসি

শ্রীবৈদ্যনাথ আচার্য্য কর্তৃক



১৭৬০ শকাব্দে

রচিত হইয়া

কলিকাতা



জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে

মুদ্রিত হইল।

মূল্য ২ টাকা

## সাঙ্কেতিক বাক্য ॥

---

প্র।

প্রশ্ন।

উ।

উত্তর।

## ভঙ্গিকাঃ

১৭৬০ শকাব্দে নদীয়া জেলার কাঞ্চনপল্লি গ্রামে

লোক একত্র হইয়া বিবেচনা করিলেন, যে বালকের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন, একথা সর্ববাদী সন্মত, এবং চিরকাল প্রথা আছে, এবং এগ্রামেও পাঠশালা আছে, কিন্তু তাহাতে উত্তমরূপে বালকের বিদ্যাভ্যাস হয় না, এজন্যে এক নিয়ম স্থাপিত করা যায়, যাহাতে সুন্দর হয়, এবস্থিধায় সাধারণ বিনোদিনী নামে এক সভা স্থাপিত হইয়া, সাধারণ ব্যয় দ্বারা গ্রামের মধ্যে স্থানে এক বিদ্যালয় নির্মাণ, এবং শিক্ষক নিযুক্ত, মাসিক এবং সাংবৎসরিক পরীক্ষা ইত্যাদি নানা সুনিয়ম হইয়াছে, এবং ছাত্র প্রায় ১২৫ অধিক হইয়াছে, তাহারদিগের উৎসাহ এবং জ্ঞান বর্দ্ধনার্থ, পরিষ্কারীর্ণ দিগকে পারিতোষিক স্বরূপ পুস্তক প্রদান মধ্যে করা কর্তব্য, কিন্তু বালক শিক্ষার্থে, নীতিকথা, ভূগোল, খগোল বৃত্তান্ত, দিগদর্শন, প্রভৃতি নানা প্রকার পুস্তক প্রত্যেক বালককে ৪ কিঃ খান করিয়া প্রদান করিতে, অধিক ব্যয়ের আবশ্যিক হয়, এ জন্যে বিবেচনা স্থির হইল, যে বালকের প্রয়োজনীয় ভাবঃ বিষয় সংগৃহীত এক পুস্তক আপাতক হয়, তাহার ক্রয়দংশ বিক্রয় হইয়া মুদ্রাক্ষিতের ব্যয় সম্পন্ন এবং লাভাংশ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রদত্ত হয়, এইরূপ সর্বদা হইলে, ক্রমশঃ কালেতে পুস্তকের উন্নত্য, এবং বিদ্যার

বর্জন হইতে পারিবেক, যে হেতুক বিদ্যা বর্জনার্থ পুস্তকাদির  
 আশ্রয়, দেখুন ইংলণ্ডীয়দের ক্রমশঃ নানা দেশ হইতে  
 ভাষা সংগ্রহানন্তর নানা বিদ্যা রচনা এবং অধ্যয়ন দ্বারা কালেতে  
 কি পর্যন্ত বিজ্ঞতা এবং প্রবলতা উপস্থিত হইয়াছে। এই ভারত  
 বর্ষস্থ ব্যক্তি সকলে পূর্বকালে সনাতন ভাষার প্রসাদাৎ সর্বা-  
 গেষু পণ্ডিত এবং জ্ঞানী যদি স্যাং ছিলেন, তথাপি ইদানীন্তন  
 রাজ্যভুক্ত ধনহীন প্রযুক্ত তদ্বিদার আদর অল্প হওয়াতে  
 ক্রমশঃ দৌর্বল্য প্রাপ্ত দৃষ্ট হইতেছেন, অধুনা সংস্কৃত বিদ্যা  
 ভ্যাসে বহু কষ্ট, এবং বিদ্যা জন্মিলেও লাভ অল্প জন্য এইক্ষে-  
 ত্রে অধিকারী বিদ্যা ইংরাজী, লোকের তাহাতেই অনুরাগ, তদ্বিদ্যা-  
 তেও বিদ্যা জন্মিলে লোক মত হইতে পারে। কিন্তু যীর্ষ বিদ্যা  
 সংস্কৃত তাহাতে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত, অনাদর কামেই হয়, তৎ  
 প্রমাণ শুনা যাইতেছে, সর্বদা যুবরা কহেন, সংস্কৃত শাস্ত্রে  
 কিছুই নাই কেবল গোলযোগ মাত্র, এবং ইহাই কহিয়া ক্ষান্ত  
 থাকেন এমন নহে, বরং দেখা যাইতেছে, অনেক যুবা অবজ্ঞা  
 পুরঃসর সনাতন ধর্ম পর্যন্তও ত্যাগ করিতেছেন। অধিক ব্যক্তি  
 সংস্কৃত কিম্বা ইংরাজী অথবা পারস্য ইত্যাদি কোন ভাষাই  
 অধ্যয়ন করেন নাই, উত্তম বুদ্ধি এবং বিষয় জ্ঞান আছে, তদ্বারা  
 ধনোপার্জন করিয়া মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন, দেখুন অনেক প্রবীণ বিষয়ী  
 লোককে জিজ্ঞাসা করিবাতে শুনিতে পাইবন, তাহারা কহেন  
 বিদ্যাৎনার্য কন্য মেঘের পশ্চাৎ ভাগে লুকাইত। প্রযুক্ত হইন্দু  
 কোপে বজ্র নিষ্ক্ষেপ করেন, তাহাতেই বজ্রঘাত সম্ভাবনা।

লয় পক্ষতই সুমেরু, কোনকোন স্থানে দেব বিগ্রহ বড় জাগ্রত,  
 ভূত পিণাচ আকার বিশিষ্ট, শুভ্রবস্ত্র পরিধানে বৃক্ষে উপবিষ্ট  
 ইত্যাদি অনেক শাস্ত্র বিরুদ্ধ সামান্য লোক প্রচলিত কথা  
 আছে, এসমস্ত প্রাচীন বিষয় মহাশয়ের দিগের মধ্যে কাহার  
 কাহার মনগত থাকার কারণ বোধ হয়, কেবল শাস্ত্রানুশীলন  
 না হওয়াতে, সুতরাং ঐশ্বর্যকালের জনশ্রুতি কালক্রমে সংস্কার  
 বিশেষের ন্যায় হইয়াছে। এতদ্রূপ কথার দ্বারা দেশীয় লোক  
 সকল সর্বদা ভিন্ন দেশীয় দিগের সমীপে হাস্যস্পদের ভাজন  
 হইয়া থাকেন, এবং সংস্কৃত বিদ্যার নিন্দা উক্ত সমীপে উৎপা-  
 দন করেন, কোনকোন চতুর ব্যক্তি নাস্তিকতা কিম্বা শ্লেচ্ছ শাস্ত্র  
 উৎকৃষ্ট অথবা সংস্কৃত শাস্ত্র মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া  
 থাকেন। এসমস্ত দোষ নিরাকরণের উপায় এই বোধ হয়, যদি  
 পণ্ডিত মহাশয়রা সাধু ভাষায় সর্বদা যথার্থ শাস্ত্রের অর্থ অনু-  
 বাদ করেন, আর বাল্যকালে লোকের পাঠশালাতে উত্তম ব্যক্তি  
 কর্তৃক অধ্যাপিত হয় তবে বয়ঃপ্রাপ্তে এতদ্রূপ কুসংস্কার প্রায়  
 ঘটে না। এবং গোড়ীয় ভাষার অভ্যাস পক্ষে আরো এক প্রবল  
 কারণ, সম্প্রতি উপস্থিত রাজার অভিনব আইনে পারস্য ভাষার  
 বিনিময়ে, সংস্কৃতানুযায়িনী গোড়ীয় সাধুভাষা রাজকাষ্যে প্রচ-  
 লিতাজ্ঞা হইয়াছে, সে মতেও তাবতের প্রয়োজন। মিসনরির  
 মধ্যে ক্ষুদ্র পুস্তক বাজালা পাঠশালাতে এবং ইতস্ততঃ বিতরণ  
 করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু সে তাবৎ গ্রন্থের রচনা এমন ভজি

হইতে আসিয়া খ্রীষ্টিয়ান ধর্মাবলম্বন করে, অর্থাৎ সে সমস্ত  
পুস্তকের মর্ম প্রায় এই যে, হিন্দুজাতি অতি কদর্য্য, এবং নীচ,  
হিন্দুশাস্ত্র সমস্ত মিথ্যা, এবং অমূলক, হিন্দুরা চিরকাল বন্যপশুর  
ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিল, ইতিমধ্যে ইংলণ্ডীয়েরা আসিয়া সভ্য  
করিতেছেন । অশ্বদেশীয় মহাশয়রা পূর্বকালে তাহা রচনা  
প্রায় পদ্যেতেই করিতেন, তাহা পাঠে বালকের উপকারাত্মক,  
ইসলামীমত পণ্ডিত মহাশয়রা গদ্যেতে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়  
ষটিত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ক্রমেই আরো  
হইবেক, তন্মধ্যে এককিঞ্চন পণ্ডিত মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা এবং  
ইংরাজী হইতে অনুবাদিত কোনও গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া  
বালকের পাঠোপযুক্ত কতিপয় ঘট্যর্থ শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য,  
প্রশ্নোত্তর দ্বারা ক্ষুদ্র এক গ্রন্থের মায় রচনা করিয়া, উপরি উক্ত  
নিজ গ্রামের সাধারণ পাঠশালাতে অধ্যয়নার্থ প্রদান করিব  
মানস করিলাম, গ্রন্থের শুদ্ধাশুদ্ধ এবং কোন স্থানে অশাস্ত্র  
কিয়া ভ্রমবশতঃ অযথার্থ প্রযুক্ত উপহাসাদি না করিয়া, বরং  
পণ্ডিত মহাশয়রা এই রীত্যনুসার বাহুল্য রূপে উৎকৃষ্ট শব্দ  
বিন্যাস করতঃ, গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে থাকুন,  
তাহাতে লোকোপকার হইবেক, আমি বিদ্যাহীন এবং ধর্মহীন,  
যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাহা করিলাম মিত্তি ॥

প্রশ্নোত্তর ॥

জয়তি ॥

অজ্ঞান তিমির নাশক গ্রন্থ ॥

॥ পরিচয় ॥



প্র। তোমার নাম কি।

উ।

প্র। তোমার পিতার নাম কি।

উ।

প্র। তোমার পিতামহের নাম কি।

উ।

প্র। তোমার প্রপিতামহের নাম কি।

উ।

প্র। তোমার মাতামহের নাম কি।

উ।

প্র। তোমার প্রমাতামহের নাম কি।

উ।

প্র। তোমার বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম কি।

উ।

প্র। তুমি কোন জাতি।

উ।



## ॥ পরচয় ॥

প্র। তোমরা কোন শ্রেণী।

উ।

প্র। তোমার দিগের গোত্র কি।

উ।

প্র। তোমার কল্প প্রবর এবং কি কি।

উ।

প্র। তোমরা কোন বেদী।

উ।

প্র। তোমার কোন শাখী।

উ।

প্র। তোমার শাখী পাঠকর।

উ। বঙ্গদেশে বেদপাঠের প্রথানাই কেহ জানেন না এজন্য শিক্ষা  
ফরিতে পারি নাই ॥

প্র। এবড় অশচর্য্য ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য বেদ জানা তাবৎ  
দূর পরাহত স্বীয় শাখী জাননা।

উ। ইহাত ব্রাহ্মণ্য হানি হয় না বেদমাতা গয়ত্রী এবং তদর্থ  
সবগত আছি তাহারপর শাস্ত্রজ্ঞান সকলের সব থাকে না ॥

প্র। তোমার দিগের আদিস্থান কোথা।

উ। কান্যকুব্জ ॥

প্র। এদেশে আসিবার কারণ কি।

উ। আদিসুর রাজা কর্তৃক যজ্ঞার্থে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনিত হয়

## ॥ পারিচয় ॥

সেই পঞ্চ জনকে উক্ত রাজা পঞ্চগাম দিয়া এদেশে বাস করাইয়া  
ছিলেন ॥

প্র। কান্যকুজে তোমার পূর্ব পুরুষের কি উপাধি ছিল ।

উ।

প্র। এইক্ষণে উপাধি কি ।

উ।

প্র। উপাধি পরিবর্তের কারণ কি ।

উ। রাজা বল্লালসেন নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলকে কৌলীন্য  
মর্যাদা প্রদান করেন সেই মর্যাদা চিরস্মরণার্থ উপাধি বিশেষ হই  
য়াছে ॥

প্র। নবগুণ কাহাকে বলে ।

উ। আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং । নিষ্ঠা বৃষ্টি  
স্তুপোদ্যানং নবধা কুল লক্ষণং ॥

প্র। তোমার কোন গাঞি ।

উ।

প্র। গাঞি পরিচয়ের কারণ কি ।

উ। রাজা আদিসুর দত্ত গুমের নামে গাঞি পরিচয় ॥

প্র। তোমার কোন ভাব ।

উ।

প্র। তোমার দিগের কোন মেল ।

উ।

প্র। তোমরা কার সন্তান ।

উ।

প্র। তোমার নিবাস কোথা।

উ।

প্র। কতকাল তোমার দিগের এখানে বসতি।

উ।

প্র। কি প্রকার এখানে বসতি হয়।

উ।

প্র। তোমার সহোদরা কয় এবং কোথা বিবাহ।

উ।

প্র। তোমার পিতার সহোদরা কয় এবং কোথা বিবাহ।

উ।

প্র। তোমরা কয়ের পর্যা।

ক উ।

প্র। দানগৃহ কোথা।

স উ।

প্র। ব্রাহ্মণের কর্ম কি।

অ উ। ব্রজন যাজ্ঞন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগৃহ এই হয়।

প্র। তবে কি জন্য শ্লেচ্ছাদি ভাষাভ্যাস করিয়া সেবা দ্বারা ধনো-  
পার্জন করিবে।

উ। পূর্বকালে রাজা সকল ক্ষত্রিয় ছিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণকে  
বহু দানাদি দ্বারা অর্চন করিয়া রাখিতেন এক্ষণে আমার দিগের  
উপায় নাই ॥

## ॥ জাতি ॥

৫

প্র। ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণকে এতক্রপ দান করিতেন ইহার কারণ কি।

উ। প্রথম সত্যযুগে ব্রাহ্মণই রাজা ছিলেন রাজ্য শাসনে বিবিধ উপদ্রব দেখিয়া সে ভার ক্ষত্রিয়কে দিয়া আপনার তপস্যায় রত হন তদ্বশে যে কেহ বিষয়েচ্ছুক হইতেন তিনি রাজশাসনের মধ্যে বিচার পতির ভারগ্ৰহণ করিতেন আর ব্রাহ্মণ বাক্য ব্রাহ্মণকে দান করিবেক ॥

প্র। হিন্দুর মধ্যে কত জাতি আছে ॥

উ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি ॥

প্র। ইহা ভিন্নতো অনেক জাতি দেখা যাইতেছে।

উ। উক্ত চারি জাতি ভিন্ন আর তাবৎ বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ এই চারি জাতি হইতে উদ্ভব ॥

প্র। কি প্রকার বর্ণসঙ্কর হইল।

উ। বেনরাজা নাস্তিক স্বেচ্ছাচারী প্রজা সকলকে তক্রপ আত্ম করেন তৎপূত্র ধার্মিক পণ্ডিত লইয়া বিচারাধীন প্রত্যেকের জন্ম বিবেচনানুসারে উচ্চ নীচ নানা জাতি স্থিরকরত বিশেষ ব্যবসায় বিভক্ত এবং নান প্রদান করেন ॥

প্র। ক্ষত্রিয় ধর্ম কি।

উ। রাজ্য শাসন এবং যুদ্ধ ॥

প্র। বৈশ্য ধর্ম কি।

উ। কৃষি এবং বাণিজ্য ॥

প্র। শূদ্র ধর্ম কি।

উ। সেবা ॥

প্র। যবন খ্রীষ্টীয়ান চিনা মগ এসমস্ত কি।

উ। ইহারা ভারতবর্ষস্থ নূহে পূর্বকালে এই ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য বর্ষমধ্যে লোক সমস্ত সনাতন ধর্মাবগামী তাঁহারাই সভ্য এবং রাজ্যাধিপ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠপদ বিশিষ্ট ছিলেন আর কতকগুলি কদাচারী তাঁহার। স্লেচ্ছশব্দে বিখ্যাত এবং বনমধ্যে স্থান সকল কর দিয়া গৃহণ করত তথায় বাস করিত কিন্তু কালক্রমে ভারতবর্ষ ভিন্ন ইদানী প্রায় তাবদেশস্থই হিন্দুধর্ম কঠিন যবনাক্রম হইয়া নানা দেশে নানা অবতার কল্পনা এবং পৃথক পৃথক স্থিরকরত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অথবা একজাতি অর্থাৎ স্লেচ্ছ মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া ভ্রমধ্যে এক্ষণে তিন যথা খ্রীষ্টীয়ান, যিহুদি, এবং যবন তাঁহার ক্রাইষ্ট হইতে ক্রিষ্টিয়ান মুসা হইতে যিহুদি মহম্মদ হইতে যবন।

প্র। অতিপূর্বকালে কতগুলি স্লেচ্ছ এবং কতগুলি সনাতন ধর্মাবগামী ছিল ইহার প্রমাণ কি।

উ। ইংলণ্ডীয় পুরাতন ইতিহাসে লিখে তদদেশ পূর্বকালে বন-নয় এবং মনুষ্য সমস্ত বিদ্যাহীন ছিল অস্পকাল হইল রোমানের। গিয়া সভ্য এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্মো নিয়োজন করে গ্রীসদেশীয় অতি প্রাচীন ইতিহাস গোলযোগ বলিয়া গোপন করেন তৎপরেও যাহা প্রচার তাহাতে নাকার দেবার্চনা দেশমধ্যে স্থানে স্থানে দেবমূর্তি অদ্যাপিও পাওয়া যায় তাঁহা সংস্কৃত মিশ্রিত চীনদেশের। প্রায় ঐভাব এবং চীনেশ্বরী প্রতিমা অদ্যাপি আছে। যবনেরাও পূর্বে অগ্নির উপাসক মকায় মকেশ্বর শিব আছেন এই সমস্ত কারণে

বোধ হয় পূর্ব হিন্দুর ন্যায় ছিল কালক্রমে একপ হইয়াছে কিন্তু কোন সময়ে কিরূপে ব্যভিচার হয় তাহার বৃত্তান্ত ভারতবর্ষ যদি স্যাৎ অন্যান্য ভাবদেশের প্রথমের মধ্যে প্রযুক্ত এস্থানের প্রাচীন ইতিহাসে আরও সমস্ত দেশের বারতা থাকা উচিত ছিল বটে তত্রাপি পুরাণাদিতে কেবল বর্ষ এবং দেশ বিভাগে স্থল এবং ধর্ম অনুভব হয় মাত্র বিশেষ পাওয়া যায় না তাহার কারণ যবনেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া এদেশের ধন ধর্ম এবং বিদ্যা এই তিন সম্পূর্ণরূপে নাশ করিবার চেষ্টায় স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তাদি যাছা পাইত তাহা সমুদ্রে হস্তী এবং উষ্ট্র পৃষ্ঠে করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিত ধর্ম এবং বিদ্যা লোপের আশয়ে গ্রামে অনেঘন করত পণ্ডিত সমূহের স্থান হইত বলপূর্বক গৃহীত পুস্তকাদি নাষ্টে পক্ষী তাকার করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিত তৎকালে কেহ কোন্ রূপে ছলে কলে লুকাইয়া কোন পুস্তক রাখিয়া ছিলেন তাহাই আছে মাত্র এবং এমন অনুমান হয় যে গুপ্ত সমস্ত বিনষ্ট হওয়ার পরে তৎকালের পণ্ডিতেরা স্বীয় অরণ দ্বারা অনেকানেক বিষয় শ্লোক রচনা করিয়া প্রকৃত গুপ্তের অবশিষ্টখণ্ডে সংযোগ করিয়া থাকিবেন তজ্জন্যই এইরূপে দুই পুস্তকে প্রায় একপাঠ পাওয়া যায় না এবং কোথাও অতিপ্রায়েরো প্রভেদ আছে ফলকথা সনাতনধর্মের কোন দোষ বা নিন্দা নাই সে অতি যথার্থ এবং সকলের আদি যব নাদি ভাবধর্ম আধুনিক এবং ইহকালে সুখভোগের নিমিত্তে রচনা হইয়াছিল ইহাও ঈশ্বরেচ্ছা বলা যায় যে হেতুক কলিযুগের শেষ ভাবে পাপিষ্ঠ হইবেক এবং প্রলয় সম্ভাবনা ইহা মহানুভবেরা

ভবিষ্যৎ পুরাণে লিখিয়াছেন ॥

প্র। সনাতন ধর্ম কাকে বল ।

উ। এই জগৎ সৃষ্টির প্রথম পুরুষ ব্রহ্মা তৎকর্তৃক সংস্কৃত শাস্ত্রে  
ব্রূচিত যে চারিবেদ তাহাতে যে ধর্ম কথিত আছে সেই ধর্ম যদ্যপি  
সম্যগনুষ্ঠানাক্রমে হউক তত্রাপি ইদানী কেবল ভারতবর্ষস্থ লোক  
বিশ্বাস করিতেছেন ইহাকে শ্বেচ্ছাদিরা হিন্দুধর্ম আধুনিক কদম্য  
বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন ইহার গুণাতিপ্রায় এই বোধ হয় যে  
পূর্বকালে গ্রীসিয়ান প্রভৃতিরা সনাতনধর্ম ক্লেশ সাধ্য প্রযুক্ত  
যজ্ঞনাক্রম হওতো শ্বেচ্ছাচারী হইলেও সভ্য এবং বিদ্বান প্রযুক্ত  
অসভ্য শ্বেচ্ছাদিকে তৎকালে জ্ঞানোপদেশদ্বারা সভ্য করিয়া যেমন  
এক কীর্ত্তি বিশেষ জগতে খ্যাত করিয়াছেন তদ্রূপ এইক্ষেণে সভ্য  
হিন্দুদিগকে অসভ্যতা ভাবে ও কেবল কদাচারাতাবাতাব জ্ঞানাইয়া  
সভ্যকরণ কীর্ত্তির আকাজক্ষায় এবং ভারতবর্ষস্থ হিন্দুধর্মাবগামী  
ব্যক্তি সকল ইদানী দুর্কল অথচ সর্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসী  
এবং সনাতন ধর্মাবগামী প্রযুক্ত অন্যান্য প্রবলজাতি প্রতি শ্বেচ্ছ  
ইতি শাস্ত্রাক্রমণ অভিমান আছে তাহা থর্ব করিয়া আপনারা  
কলে কৌশলে শ্রেষ্ঠত্ব এবং যশঃ অথবা নিয়ন্তা পিতৃতুল্য হওনের  
মানসে যে সকল ছল তাহাতে সুবোধ বালকের কদাপি মুঞ্চ  
হওয়া কর্তব্য নহে ॥

প্র। শ্বেচ্ছাদিরা সর্বদা হিন্দু দিগকে প্রস্তর মূর্ত্তিকা এবং কাষ্ঠ  
নির্ম্মিত বিগুহ পূজাকরে বলিয়া উপহাস করে ইহার কারণ কি ।

উ। কারণ পূর্ব সাহ্য কহিলাম তাহাই কিন্তু বিজ্ঞব্যক্তির প্রায়

একপ কহেন না কতগুলি যাঁহারা স্বদেশ দর্শনে অন্ধ তাঁহারা।  
পরাভিদ্ অনুসন্ধান আরম্ভ। বাগাড়ম্বর করিয়া থাকেন তাহাণে  
জ্ঞানি ব্যক্তির কর্তব্য। যে ধর্ম নিয়মক মতের মধ্যে কোন ব্যক্তিতে  
অত্যন্ত আস্থা দেখিলেও তাঁহাদের তাহাকে কোন দণ্ড বা উপহাস  
না করিয়া দয়া প্রকাশ করিলেও যেমন অন্ধকে দেখিয়া থে  
করিতে হয় তজপ লোকের মনের অন্ধকার দেখিয়াও খেদ করি  
মকল লোকেই সত্যমত অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছাকরেন বাটে কি  
কোন ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হইয় ছে ইহা কেবল পরমেশ্বরই জা  
আছেন পৃথিবীর মধ্যে সাধারণ আরাধনার অভিপ্রায় এক সে  
চিরন্তনীয় পদ প্রাপ্যথে নানা প্রকার আরাধনার মত কোনক্রমে  
পরিহাসযোগ্য নহে। প্রত্যক্ষবাদিরা স্ব মীর মত অত্যাশ্রম অ  
মান করেন কিছু বোধ হয় সৎসারে এমনত কোন যথাযথ বিবেচ  
নাই যে তিনি মনন মতকে অত্যাশ্রম করিয়া, অনন্তর করিতে পারে  
প্র। শেচ্ছাদি নবো কতগুলি স্বদেশ দর্শনে অন্ধ এবং পরাভি  
অনুসন্ধান করিয়া মিথ্যা বাগাড়ম্বর দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি দো  
রোপ করিয়া থাকেন ইহা কিভাবে সাব্যস্ত হয় ॥

উ। উভয় শাস্ত্রের অভিপ্রায় মেলন করিলে বুঝা যায় ॥

প্র। যখন এবং খৃষ্টিয়ান এই দুই ধর্মাবলম্বীরা একত্রে উ  
স্থিত এবং তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের নিন্দা সর্বদা করিয়া থাকে  
অতএব তাহারদিগের মত কি তাহাই একত্রে বাখা কখন।

উ। যখন এবং খৃষ্টিয়ান ইহারা উভয়েই স্বীকার করেন  
এদেহ নাশ হইলে জীব তৎকালে কোন স্থানে থাকিবেক শরৎ এবং



## ধর্ম ।

ন বিচার হইবেক তখন পাপ পুণ্যের ফল দানের সময় ঈশ্বর জীবকে এক শরীর দিয়া সেই শরীরবিশিষ্ট জীবকে সুখ অথবা  
 থকুপ কর্মফল দিবেন কিন্তু স্বেচ্ছাধিরানিন্দা করেন যে হিন্দুদের  
 জন্মতে জীবের জন্ম মৃত্যু কর্মবশতো বারম্বার স্থাবর জঙ্গম শরীর  
 পনা অত্যন্ত দুঃ কিন্তু আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যদি  
 সৃষ্টির প্রণালীর অন্য প্রকারে জীবকে শরীর দিয়া ঈশ্বর কর্মফল  
 গণ করাইতে পারেন এমনত তাহারা মানেন তবে সৃষ্টির পর-  
 ণা নির্বন্ধের অনুসারে দেহ দিয়া জীবকে ভোগাভোগ দেন  
 হাতে অসম্ভব জ্ঞান কি বলিয়া করেন । আর খৃষ্টিয়ানদিগের  
 স্ত্রে লিখে ঈশ্বর তাবৎ সৃষ্টি করিয়া শেষ আপনার অবয়বের  
 ময় মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ হিন্দুরা ঈশ্বরের রূপ কল্পনা  
 রে বলিয়া নিন্দা করেন কিন্তু হিন্দুদিগের বেদের সহিত ঐক্য  
 আছে এবং মহাজন বৃত্ত এমনত যে পুরাণ তন্ত্রাদি সর্বদ ঈশ্বরকে  
 তীন্দ্রিয় আকার রহিত কহেন অধিক এই যে মন্দবুদ্ধি লোক  
 তীন্দ্রিয় নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া  
 ব্যাক প্রকারে পরমার্থ সাধন বিনা জন্মক্ষেপ করিবেক কিস্বা  
 ক্ষম্যে প্রবর্ত্ত হইবেক অতএব ঈশ্বরকে মনুষ্যাদি আকারেও যে-  
 স্টা মনুষ্যাদির সর্বদা গৃহ হয় তদ্বিশিষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়া-  
 ছন বাহাতে তাহাদের ঈশ্বর উদ্দেশ হয় পরে যত্ন করিলে মন-  
 হয় হইয়া যথার্থ জ্ঞানপ্রাপ্ত হওতঃ মুক্ত হইতে পারিবেক । পরন্তু  
 হইবেলে যিস্থখৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর  
 হইতে হিন্দুদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ

পিতা হইতে পারেন যিশুখ্রীষ্টকে কখন? মনুষ্যের পুত্র কহে অথচ কহেন কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না। ঈশ্বরকে এ কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলিগোষ্ঠ ঈশ্বর ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চভাবে আরাধনা করিবেন কহিয়া থাকেন অথ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে যিশুখ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করেন। এবং তাহারা কহিয়া থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ যিশুখ্রীষ্ট পিতা হইতে সর্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন খ্রীষ্ট পিতার তুল্য হইবেন কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তুব্যতিরেকে তুল্যতা বিকাশ সম্ভবে প্র। স্বেচ্ছাদি শাস্ত্রে সৃষ্টি প্রকরণ যেকপ বর্ণিত আছে অর্থাৎ প মেশ্বর প্রথম আদম নামে এক পুরুষ ও ইভ নামে এক স্ত্রী সৃষ্টি করেন তাহারা ফল বিশেষ ভক্ষণ করেন এজন্য পাপের উদ্ভব এবং নোয়াকে সৎ পরামর্শ প্রেরণ দ্বারা রক্ষাকরা ইত্যাদি উপন্যাসের ন্যায় প্রবাদ ইহা কি যথার্থ যে হেতুক তৎ প্রকরণে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হয় যথা পরমেশ্বর নিম্নলিখিত স্বসৃষ্ট জনপদ প্রাতি প্রত্যাহার দ্বারা পাপে এবং পুণ্যে নিয়োগ করা ইত্যাদি দোষ প্রতিপাদ্য হয়।।

উ। সৃষ্টি প্রকরণ মনু প্রণীত বাক্য কুল্লকভট্ট টীকাকার বেদান্ত সূত্রের সহিত একত্র করিয়া যাহা লিখেন তাহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম এই যে অব্যাকৃত যে সেই প্রকৃতি তাঁহার সৃষ্টোন্মুখ ভাবের নাম মহত্ত্ব তদনন্তর আমি অনেক হই পরমেশ্বরের এই অভিমান কাল ঈক্ষণ কালে প্রকৃতির যে সম্বন্ধ সেই অহঙ্কার তত্ত্ব তাহা হইতে আকাশাদির সূক্ষ্মাংশ পঞ্চ তন্মাত্র জন্মে আর উক্ত হয় অর্থাৎ

অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্র যার অতি শক্তিমান হয় তাহাদের  
 জুগ্ম অনয়ন সকলকে স্ব স্ব বিকারে অর্থাৎ অহঙ্কারের বিকার  
 স্বপ্নিয় এবং তন্মাত্রের বিকার পঞ্চভূত ইহাতে যোজনা দ্বারা সকল  
 জড় জাতর উৎপত্তি অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, ইত্যাদি  
 এবং ইহার যে বর্ণা এবং জাতি বিশেষে নিযুক্ত হইয়াছিল সে  
 স্ব স্ব কর্মবশতঃ শাস্ত্রের পরিচালনা ছিল কোন ব্যক্তি বিশেষের রূপ  
 প্রদর্শনাধীন নহে। অতএব শাস্ত্রাদি শাস্ত্রের মনুষ্য জৈশ্বর স্বর্গে অবস্থিত  
 থাকিতেছেন পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীব সকলের মধ্যে কেহ তাঁহার পূর্ণ  
 ইচ্ছা জানাতাইত্যাদি এবং সর্বদা দূত প্রেরণ করিয়া স্বীয় আত্মীয়  
 দিগকে সৎ গারামশ প্রদান করিতেছেন অন্যকে তদ্রূপ করেন না  
 । এমন স্ত ভাব বায়ু প্রদোষ অন্য উদয় হইতে পারে এমনত অনুমান  
 হয় ॥

১। প্র । বিনয়রিত্য কহন এই জগতের বসিকর্তা জৈশ্বর তিনি এক  
 তাহার আরাধনা না করিয়া তাহার নানা দেবতার আরাধনা দর  
 ইহার কারণ কি ॥

২। উ । জৈশ্বর এক সর্বব্যাপী আকার রহিত জগতের কর্তা নার এ  
 কথা সর্ব শাস্ত্রে সম্মত এবং তাবৎ মানি এবং মহানুভবের দিগের  
 অনুভব সিদ্ধ আছে । এইরূপ বাক্য অনেকেই অভ্যাস করিয়া  
 ইচ্ছিতে এবং শ্রমদ্বারা পরমাণুকেও শিক্ত করাইতে পারেন কিন্তু তত্ত্ব  
 জ্ঞান আস্ত দুক্লান্ত পোষ পূণ্যাত্মার হৃদয়ে তাহা উদয় হয় ইহার  
 দৃষ্টান্ত যেমন যখন পাপে বদ্ধ হইতে গুল্প স্বচ্ছাদীন নিম্পৃহ হইয়া  
 ত্যক্ত হয় তখন দেহজ্ঞান বির্ভাব হইলে সে দেহীর দেহাভিমান

সহজেই গলিত হয় অপরন্তু জিজ্ঞাসু ইত্যাদি প্রথমাবস্থায় সকলে  
 তেও সমদমাদির উদয় সম্ভব শাস্ত্রে কথিত । ফলতঃ জ্ঞানাকুর  
 বৈরাগ্য বাতিরেকে কি কপে সম্ভবে ইহাতে আমাদিগকে পৌন্ড-  
 লিক অথবা কক্ষী বলিয়া হেও আর তাঁহারী বুদ্ধবাদী শ্রেষ্ঠ নিজে  
 জ্ঞান করিয়া যে দস্ত করিয়া কছেন সে কেবল উন্মত্ত প্রলাপ ।  
 ইহাতে এই অনুমান হয় যে তদদেশীয় ধর্মোপদেশক গুরুকর্তারা  
 পূর্বকালে বেদ বেদান্ত ব্যবসারী প্রমুখাৎ যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়া  
 ছিলেন যে নিরাকার বুদ্ধজ্ঞান শ্রেষ্ঠপথ আর অজ্ঞান ভাবনার্থ্য  
 প্রতিমাদি তদ্বারা গৃহ্য রচনা করিয়া উপদেশ ক্রমে কালেতে এই  
 পর্যন্ত বিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে প্রতিমাদি পূজা নিন্দা করিয়া ঈশ্বর  
 এক এই কথা কহিতে পারিলেই সে বড় জ্ঞানী হয় ( তজ্জপ বুদ্ধ  
 বাদী এবং প্রত্যক্ষবাদী সর্ব্ব দেশেই ধন মত্ততা হেতুক ইইয়া  
 থাকে ) বৈধকর্ম্মের ন্যায় কি জ্ঞানোৎপত্তির কারণ কি জ্ঞানজন্মিলে  
 তাহার লক্ষণ কি এবং ইহার চরম ফল ইবা কি ইহার কোন সম্ভান  
 নাই কেবল যথেষ্ট মদ্য মাংস ভোজন মৈথুনাদি কন্মোনিপুণ দস্তে  
 পরিপূর্ণ তোমরা আপনাকে দীন হীন জ্ঞানকরত হিংসাদি রহিত  
 ইইয়া ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় অতি দুরারাদ্য প্রযুক্ত যেমত অতিদুষ্ণাপ্য  
 বস্তুর প্রাপণার্থে লোক নানা চেষ্টা করে সেইরূপ তদূদ্দেশে ক্লেশ  
 সাধ্য ব্রূতাদি নানাকন্মরূপ আরাধনা কর এজন্য তোমরা নিবোধ  
 মিসিনারিদিগের একরূপ বাক্য কিরূপ যেমন এক ব্যক্তি বর্ণমালা  
 অভ্যাস করিয়া মহান হোপাধ্যায় পণ্ডিতকে মুখ বহে । তৎপ্রমাণ  
 তাঁহারদিগের বাইবেল যাহাকে সাক্ষাৎ বেদজ্ঞান করিয়া থাকেন

জাহা দৃষ্ট করিলে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইবেক যে যাহাতে অস্তি  
স্বাবরণ জ্ঞানের কথা অর্থাৎ স্বর্গ ভোগাদি চরম সিদ্ধান্ত, যাহা  
প্রভু যিশুখ্রীষ্টের মুখপদ্ম হইতে নিগত হইয়াছে তাহাই পরম  
সন এবং উক্ত প্রভুর অসাধারণ ক্ষমতা এই যে উৎকট রোগীকত  
জ্বলকে মন্ত্র দ্বারা আরোগ্য আর ভূতগুহু মেঘাদির কথা যেমন  
অসম্মদেশে শিশু বোধের বেঙ্গনা বেঙ্গমীর ইতিহাস । সে পুস্তকে  
জ্ঞানের কতগুলি হিতোপদেশ রচিত আছে তাহা কালক শিক্ষার্থে  
এবং কতগুলি কথা নিষোধকে মুঞ্চ করিতে উদ্ভব ইহা অবশ্যই  
স্বীকার করা যায় কিন্তু পাণ্ডিত ব্যক্তির তদ্বারা যে জ্ঞানোদয় হয়  
এমত কোন বিষয় দৃষ্ট হয় না ॥

প্রঃ প্রভু যিশুখ্রীষ্ট মুসা কিম্বা মহম্মদ প্রভৃতির যে সমস্ত উপ  
দেশ বাক্য কহিয়াছেন আর তাহার দিগের কন্ম অর্থাৎ উৎকট  
রোগ আরোগ্য করা এবং মৃতদেহে জীব সঞ্চার করা ইত্যাদিতে  
সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞান হয় না ॥

উঃ তাহার জ্ঞানি এবং সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় না হইবেন  
কিন্তু তরুণ আর অনেকানেক দৃষ্ট হইতেছে যথা হিন্দুস্থানে অম্প  
কাল গত হইল যখন জাতি এক তন্ত্রবায় সদ্যোজাত এক কুমার গৃহ  
প্রান্তরে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন পরে সেই শিশু  
করপ্রাপ্ত হইয়া রামানন্দ গোস্বামির শিষ্য অর্থাৎ বৈষ্ণব হয়  
এবং জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে স্বয়ং জ্ঞানিপদে স্থাপিত  
হইয়া অনেক শিষ্য এবং অম্পদিনের মধ্যে এক প্রবল দল বদ্ধ হয়  
অত্যাপি তাহাদিগকে কবীরপন্থি কহে তাহার দিগের পুস্তকে কবী

বের জন্ম ঈশ্বর স্ব'রা কহে এবং তাঁহার ক্ষমতাও সাধারণ নহে মৃতদেহে জীব সঞ্চারাদি প্রায় সকলি আছে কবীরের দোহাতে যে সংস্কৃত কথা রচিত আছে তাহাও কোরাণ এবং বাইবেলের ন্যায় দেব পূজকের নিন্দা এবং তাহার অনেক শিষ্য সমাভিব্যাহারে নানা স্থানে ভ্রমণ এবং মরণের পর আশ্চর্য্য ব্যাপার কবীরের দেহ হিন্দু শিষ্যের দাহ করিয়াছিল এবং যবন শিষ্যের সমাধি দিয়া ছিল অনুমান হয় কবীর পন্থির মধ্যে যদি কেহ প্রবল রাজা থাকিতো অথবা যবন রোমান কিম্বা গ্রীসিয়ান ন্যায় নানা দেশ জয় করিতে সক্ষম হইত তবে তাহাদের ধর্ম্ম এত দিনে পৃথিবীর অনেক অংশে ব্যাপ্ত হইত । অধুনা বঙ্গদেশে কৃষ্ণনগর জেলায় ঘোষপাড়া গ্রামে রামস্মরণ পাল নামক এক ব্যক্তি এক নূতন মত প্রকাশ করিয়া ছেন 'তাহাতে অনেক হিন্দু ইদানী প্রবিক্ত হইতেছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন পুস্তক দৃষ্ট হয় নাই প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেক কিছুকাল পরে প্রকাশ হইবেক এবং কালেতে, মুসাইমা মহম্মদ কবীর ইত্যাদির ন্যায় রামস্মরণ পালও এক অবতার পাদগণ্য হইবেন তাহাতেও সন্দেহ হয় না যেহেতুক তাঁহার গুণ রোগী সমূহকে আরোগ্য করা ইত্যাদিতে খ্যাতিাপন্ন বটে যদিচ এপর্য্যন্ত মৃতদেহে জীব সঞ্চার করা খ্যাতি হয় নাই তথাপি কালেতে অনুমান করি যে পুস্তক মধ্যে তদ্রূপ কথা প্রদান করিতে গৃহকর্ত্তা বিস্মিত হইবেন না ॥

প্র । কবীর ইত্যাদির পক্ষে ভবিষ্যৎজ্ঞানাতো কিছু লিখেন নাই ।

উ । মত প্রবল হইলেই প্রমাণও প্রবল হয় বত শত ভবিষ্যৎ-

জ্ঞান সৃষ্টি হইতে পারে । অপরন্তু ভবিষ্যৎ পুরাণে দশ অবতার  
মাত্রের উল্লেখ কিন্তু অবতারাচ্ছ সংখ্যায় ইতি বচনানুসারে এবং  
কোথাওবা আবির্ভূত ভাবে অনেক ভাব দৃষ্ট হইতেছে ॥

প্র । পৃথিবীর সার কি ॥

উ । বিদ্যা ॥

প্র । বিদ্যা কি ।

উ । বিদ্যার পর জগতে আর কোন বস্তু নাই, বিদ্যাতে রিপু  
পরাজিত হয়, বিদ্যাতে কৰ্ত্তব্যাবর্তব্য জ্ঞান হয়, বিদ্যাতে যশো  
লাভ হয়, অথ সাধন ও ধৰ্ম্মবিদ্যাতেই হয়, বিদ্যা মাতৃতুল্য হিত  
কারিণী বিদ্যা পিতৃবৎ প্রতিপালন করেন, বিদ্যা প্রেয়সী প্রায়  
মুখ দেন, বিদ্যা কম্পলতা তুল্য সৰ্ব্বাভিলাষ নিব্বন্ধ করেন, সৰ্ব্ব ধন  
মধ্যে বিদ্যাধন অত্যন্তম, যে বিদ্যাধন অনেকে প্রদান করিলে  
ক্রমে বৃদ্ধি হয়, কোন প্রকারে বিদ্যাধন নষ্ট হয় না, রাজকত্ব ক  
হৃত হয় না, চৌর দ্বারা অপহৃত হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না,  
দায়েদেরা বিভাগ করিয়া লইতে পারে না, চাকরেথাইয়া ফেলিতে  
পারে না, কোথায় অপ্রকাশিত থাকে না, এবং মারিলেও নষ্ট  
যায় ॥

প্র । বিদ্যা কয় প্রকার ।

উ । বিদ্যা নানা প্রকার তন্মধ্যে মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয়  
প্রথম ভাষা তাহা দুই প্রকারে বিভক্ত অর্থাৎ গদ্য এবং পদ্য ২  
দ্বিতীয় ব্যাকরণ তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধ রূপে মনস কথন যথার্থ প্রকাশ  
করে । ৩ তৃতীয় অলঙ্কার অর্থাৎ কাব্যশাস্ত্র যাহাতে সঙ্গত

দ্বারা লোকের তুষ্টি এবং অনুবর্ত্ত করা হয় । ৪ চতুর্থ ধর্মশাস্ত্র  
অর্থাৎ বৈধাট্টবধ ব্যবস্থা । ৫ পঞ্চম নীতিশাস্ত্র যাহাতে অখ্যাত ও  
প্রখ্যাত ব্যক্তিজন্য সম্ভাবহারচরণের হিতোপদেশ । ৬ ষষ্ঠ চিকিৎসা  
তদন্তগত ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ নরদেহ দৃষ্টাংশ ছেদনবিদ্যা এবং  
লক্ষণ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও ঔষধ প্রস্তুতকরণ রসায়ন উদ্যানবিদ্যা  
এবং দুব্যপ্তণ ইত্যাদি । ৭ সপ্তম গানবাদ্য অর্থাৎ ধ্বনি ও তদুচনার  
বিশেষ তালের সহিত যাহাতে উত্তম রূপে ইন্দ্রিয় প্রীতি জনিকা  
হয় । ৮ অষ্টম ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্যা যাহাতে গণনা দ্বারা পরি-  
মাণ যোজ্য বিষয়ের বিবেচনা করায় এবং এবিদ্যার প্রধান শাখা  
যন্ত্রাদি বিদ্যা উভয় সংযোগে ফল গৃহাদি নির্মাণ এবং ভূগোল  
সংস্থাপন । ৯ নবম দক্ষিণবিজ্ঞান যাহাতে দৃক্‌সম্বন্ধীয় ভাব ও তন্নি-  
য় নিশ্চয় বর্ণিত । প্রকৃত সিদ্ধ যথা নয়ন বর্ত্তক বা কল্পম যত্নানু-  
কূল্যে নিষ্পন্ন হয় । ১০ দশম কৃষিবিদ্যা যদ্বারা শস্যাদি উৎপাদিত  
হইয়া জনপদের দেহ রক্ষা হয় তদন্তগত পশু রক্ষার বিদ্যা । ১১  
একাদশ অঙ্কবিদ্যা যদ্বারা সংক্ষেপে ও শীঘ্র এবং সুগমে গণনা  
করা যায় । ১২ দ্বাদশ শিল্পবিদ্যা যদ্বারা যান্ত্রিক শক্তিসহ বর্ত্তমান  
গতি এবং জঙ্ঘম বস্তুর ভাব ও নিয়ম এবং তন্নির্মাণ সম্বন্ধীয় নানা  
যোগশিক্ষা হয় । ১৩ ত্রয়োদশ জ্যোতির্বিদ্যা অর্থাৎ আকাশাদি  
চন্দ্র তারা প্রকরণ । ১৪ চতুর্দশ ভূগোলবিদ্যা যথা এক মিশ্র তক্ষেত্র  
পরিমাপক বিদ্যা যাহাতে ভূবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ইহা  
জল ও স্থলে বিভক্ত যে হেতুক এতদুভয়ের একত্রে অঙ্গাদির  
স্থিতিস্থান এক বস্তুরাকার হয় । ১৫ পঞ্চদশ কাল নিরূপণ বিদ্যা



অর্থাৎ বৎসর, মাস, সপ্তাহ, দিবস, ঘটিকা, পল, এবং ঋণ-  
 জাহি সময় গণনের ও তদংশ প্রভেদ এবং প্রকৃত সময়ানুসারে  
 ঘটনার ধারণ । ১৬ ষোড়শ ইতিহাস বিদ্যা এই যে বর্তমান বা  
 ভূত বিষয়ের বৃত্তান্ত যথাক্রমে যথার্থ বর্ণন ইহাতে ভূগোল এবং  
 কাল নিরূপণ বিদ্যার প্রয়োজন যে হেতুক তদভাবে কালক্রমে  
 যথার্থ বর্ণিত বিবরণ ও অর্থার্থের ন্যায় ভাবমান হয় যেমন অজ-  
 নাবির পুরাণ শাস্ত্র শ্লেচ্ছাদিরা অনায়াসে ইদানী চলক্রমে দোষা-  
 রোপ করিতে সক্ষম হইয়াছেন । ১৭ সপ্তদশ গূঢ়াদি নির্মাণ বিদ্যা  
 ইহা তিনখণ্ডে বিভক্ত বলা যায় যথা জনপদীয় গৃহ নির্মাণ আর  
 সাংগামিক দুর্গ এবং অগ্নবজান ইত্যাদি । ১৮ অষ্টদশ চিত্রবিদ্যা  
 অর্থাৎ রূপ রেখা দ্বারা সকল্য বস্তুর প্রতিমূর্তি কোন সমস্থানো-  
 পন্নি প্রকাশ করণ । ১৯ উনবিংশতি ভাস্করবিদ্যা সেই যাহাতে  
 কাষ্ঠ এবং প্রস্তর ক্ষেদপূর্বক মূর্তিকরণ অথবা মূর্তিকা ও লেপ ইত্যাদি  
 দ্বির আকৃতি বাহা খাতু পুত্তলিকা করণার্থ অনুকূপ অর্থাৎ চাচ  
 জন্য ব্যবহার্য । ২০ বিংশতি যুজবিদ্যা ইহার শাখা অর্থবিদ্যা  
 অস্ত্রবিদ্যা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত বিদ্যা এবং বাহু নির্মাণাদি । ২১ একবিং-  
 শতি তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা ঐক্য যে জ্ঞান  
 ক্রমশ অভ্যাস দ্বারা চরম কালে উদয় ব্যক্তিরেকে মূর্তির প্রতি-  
 কারণ হয় না ॥

এ । বিদ্যাভ্যাস কিরূপে হয় ॥

উ । সর্বদা অনুশীলন আর প্রতিবন্ধকতা জন্মায় এমনত বেনকল  
 কারণ তাহা ত্যাগ ॥

প্র। বিদ্যাভ্যাসের প্রতিবন্ধক কোন কারণ ॥

উ। বহুজন সহ বাস উক্তম মিটার ভোজনান্তিমাব গন্ধশুল্ল  
বনিতার উপভোগ ইত্যুক্ত নিরর্থক জ্ঞান ন্ত, গীত বাদ্যেভে অমু  
রাগপাশকাহিক্রীড়া এবং বাজ ভ্রংশকারী মাদকদ্রব্য, পান ইত্যাদি  
বিষয়ে সাবধান পুরঃসর উক্তম ভাষাবলম্বন দ্বারা যত্ন করিলে বুদ্ধি  
বুদ্ধি হইয়া বিদ্যা জন্মে ॥

প্র। ভাষা কি ॥

উ। অনতিব্যক্ত বর্ণাধুনি মাত্র রূপ, পরানামী ভাষা প্রথমা যেমন  
অভিনব কুমারের ভাষা, তদনন্তর অভিব্যক্ত বর্ণমাত্রা পশ্যন্তিনামক  
দ্বিতীয়া, যেমন শ্রান্ত যৎ কিঞ্চিদ্রস্ক বাজক বাণী, তৎপরে গহ  
মাত্রাত্মক মধ্যমাজ্জিধান তৃতীয়া ভাষা যেমন পূর্বোক্ত বাজকাধিক  
কিঞ্চিদ্রস্ক শিশুভাষা, তাহার পর ব্যক্তরূপ বৈখরী নামধেরা  
সকল শাস্ত্র রূপা বিবিধ জ্ঞান প্রকাশিকা সর্ব ব্যবহার প্রদর্শক  
চতুর্থী ভাষা যেমন লৌকিক ও শাস্ত্রীয়া ভাষা, উদাহরণে জাতমাত্র  
বালকের উত্তরোত্তর বয়ঃবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্তমানা চতুর্থাৎ  
ভাষা, অজ্ঞাদিতে যুগপৎ প্রবর্তমানত্বরূপে যদ্যপি প্রতীয়মান  
হউন, তথাপি পূর্বোক্ত পরামশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী রূপ চতুর্থ  
রূপেতেই প্রবর্তমান হউন। ইহার প্রথম এই যেদূরবর্তী হউগামী  
লোকেরদের শ্রবণবিষয়ীভূত হউগত ধুনিমাত্রাত্মক কেবল কোজ  
হল হয়, অনন্তর কাতপন্ন পথ গমনোত্তর সমনস্ক শ্রবণেন্দ্রিয় সঞ্  
কর্ষ বশতঃ শব্দশঃ বর্ণ মাত্র গৃহণ হয়, তদুত্তর, বসন ভূষণ বদল  
মূলক ইত্যাদি পদ মাত্র শ্রবণ হয়, তদনন্তর হউ নিকট প্রাপ্ত

ক্রম বিক্রয়কারী পুস্তকেরদের বাক্য প্রতি হয়। অতএব অক্ষাদি ভাষা চতুর্ভূতরূপে প্রবর্তমান ভাষা হেতুক পূর্বোক্ত ক্রম ইউই পুস্তক ভাষার ন্যায়, ইত্যানুমাণে সকল মানুষ ভাষার চতুর্ভূতরূপও নিশ্চয় হয়। তবে যে অক্ষাদির ভাষার যুগপৎ বৈধিরূপতা মাত্র প্রতীতি, সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতি শীঘ্রতা প্রযুক্ত উপয্যথো ভাবাবস্থিত কোমলতর বহুল কমলদল সুচীবেধন ক্রিয়ার নত।

প্র। নানা দেশে নানা ভাষা শ্রবণ হইতেছে তন্মধ্যে উত্তম কোন ভাষা ॥

উ। প্রচলিত দেশভাষার মধ্যে যে২ দেশ উন্নত হইয়াছিল সেই সেই দেশবাণী ভাল পরন্তু সর্বোপরি সংস্কৃত তাহার কোন দেশ নাই তাহাকে দেববাণী কহে ॥

প্র। সংস্কৃত ভাষা উত্তম বল ইহার কারণ বিশেষ কি ॥

উ। ভাষার তাৎপর্য্য মনের গতক ব্যক্তকরা আর বুঝা এতদুভয় সংস্কৃত দ্বারা অতি সুস্বরূপে সুকোমল শব্দে এবং নানা রসেবিনিয়োগ হয় তাহার কারণ বহু বর্ণময়ত্ত্ব প্রযুক্ত যেমন এক স্বাক্ষর পশু পক্ষী ভাষা হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্য ভাষা শ্রেষ্ঠ, ইত্যানুমাণে সংস্কৃত ভাষা সর্বোত্তমা এই নিশ্চয়। যেমন দুই এক পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ হইতে বহুতর পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ উত্তম। অতএব যদ্যপি ভারতবর্ষীয় ভাষার অবাস্তরভেদ নানা প্রকার ইউক তথাপি সামান্যতঃ ত্রৈবিধ বলা যায় যেমন-গোড়ী বৈদর্ভী আর মাগধী ইহাতে পূর্ব দেশীয় ভাষা গোড়ী দাক্ষিণাত্য ভাষা বৈদর্ভী এবং পাশ্চাত্য ভাষা মাগধী এই ত্রিবিধ ভাষা শব্দভাষা, তৎসম, দেশ্যরূপ, ত্রিবিধ

## বুদ্ধি ॥

ভেদ প্রযুক্ত প্রত্যেকে ত্রিবিধ হয়। সংস্কৃত শব্দস্ব বর্ণ সকলের মধ্যে কোথাও কোন বর্ণের স্থানে আদেশেতে অর্থাৎ একবর্ণ মুছিয়া অন্য বর্ণ করাতে, কোথাওবা আগনেতে অর্থাৎ কোন বর্ণ বিনাশ ব্যতিরেকে অন্য বর্ণের আনাতে কোথাওবা লোপেতে অর্থাৎ কোন বর্ণ মুছিয়া ফেলাতে কোন২ স্থানে আদেশাগম লোপের মধ্যে দুই তিনের করাতে যে শব্দ হয় তাহাকে শুদ্ধ অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ জন্ম করিয়া কহেন তন্মাৎ ভারতবর্ষীয় তাবৎ মাতৃ ভাষার মূল সংস্কৃত ॥

প্র। বুদ্ধি কি পদার্থ।

উ। এক চেতনরূপা পরমেশ্বর এজগতের উৎপত্তির কারণ ইশ্বর কার্যভূত ভৌতিক প্রপঞ্চ মাত্র অচেতন। কারণ ঘট পট করকা দির চেতনা কার্য ঘট পটাদির অচেতনতা ইহা সকল লোকের প্রত্যক্ষানুভবসিদ্ধ আছে। এই দৃষ্টান্তে এজগতের আদিকর্তা পরমেশ্বর চেতন তিনি এক অনেকেশ্বর কল্পনাতে গৌরব ও প্রমাণা ভাব তৎ সৃষ্টি যাবজ্জগৎ অচেতন ও অনেক এই নিশ্চয় চিন্তাত্র রূপা পরমেশ্বর অচেতন মাত্রাত্মক পদার্থ সকলের সৃষ্টি করিয়া চিন্তা করিলেন আমি এক অচেতন মন্ব্যতিরেক কি রূপে মৎ সৃষ্টি অচেতন পদার্থ সকল ব্যাপার যোগ্য হইবেক, চেতনাধীন ব্যক্তি রেকে অচেতন ব্যাপার হয় না, যেমন সারথির অধীনাব্যাবে রথের গমন ব্যাপারাতাব, এইরূপ চিন্তা করিয়া যদিপি অনসৃষ্টি পদার্থ মাত্রের সমান ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তথাপি লোকতঃ চেতনা চেতন বিভাগ বুদ্ধি ভাবাতাব ক্ত যথা চতুর্বিধ

ভূত গ্রাম মধ্যে জরায়ুজ মনুষ্যগণাদি, অশুভ পক্ষী সপাদি, খেলক  
কর্ম দংশন মশকাদি, এই ত্রিবিধ ভূত গ্রাম চেতন, উদ্ভিজ্জ তরু  
শুল্কলতা শৈলাদি রূপ, একবিধ ভূত গ্রাম অচেতন, এবং চেতন  
জাতীয় মনুষ্য পশু পক্ষাদি মধ্যে যে উচ্চতম মধ্যমাধম বিভাগ,  
সে বুদ্ধির উচ্চতম মধ্যমাধম প্রযুক্ত। অতএব এমং সারে সচে-  
তন সেই যে বুদ্ধিমান, আর অচেতন সেই যে বুদ্ধ্য ভাববান ॥

প্র। বুদ্ধি কয় প্রকার ॥

উ। যদ্যপি চেতন জাতীয়েরদের স্বয়ং প্রকৃতি বৈচিত্র্য প্রযুক্ত বুদ্ধি  
বিবিধ প্রকার হয়, তথাপি সামান্যতঃ দুই প্রকার বুদ্ধি, এক  
নৈসর্গিকী, আর শাস্ত্রীয়া ॥

প্র। নৈসর্গিকী বুদ্ধি কেমন ॥

উ। আহাৰ্য সিদ্ধান্তাদি মাত্ৰোপ যোগিনী পশু পক্ষ মনুষ্য  
ভাবভেরি আছে ॥

প্র। শাস্ত্রীয়া বুদ্ধি কেমন ॥

উ। শাস্ত্রানুশীলন শুক উপদেশ জনিত। ঐহিক পারত্রিকানুকূল  
মুখ্য বিষয়াবধারণকমা—পরন্তু এই শাস্ত্রীয়া বুদ্ধিকে পণ্ডিতেরা  
তিন প্রকার বর্ণন করেন। প্রথমা তৈলবৎ যেমন তৈলবিন্দু জলের  
একদেশে স্পর্শ করা মাত্রই তাবদ্রোশ ব্যাপে, অর্থাৎ শাস্ত্রার্থেক-  
দেশ স্পর্শ করতই তাবদ্রার্থ গৃহণ করে। দ্বিতীয়া চর্কীবৎ যেমন চর্কী  
সূচ্যাঙ্গি করণক বৎ প্রদেশ বিদ্ধ হয় তাবদ্রাত্র প্রদেশ সঙ্ঘিহু হয়,  
অর্থাৎ তাবদ্রাত্র শাস্ত্রার্থ করণক সংস্কৃষ্ট হয়, তাবদ্রাত্রার্থ গৃহণ  
করে। তৃতীয়, নমদা নামক বজ্রবিশেষ বৎ, যেমন নগ্নাঙ্গে সূচ্যাঙ্গি

বিজ্ঞ প্রদেশেতে, সুচ্যাদিতে অবিজ্ঞ প্রদেশের ন্যায় থাকে, অর্থাৎ  
পাঠ্য শাস্ত্রার্থ, অপাঠ্য শাস্ত্রার্থের ন্যায় থাকে ॥

প্র। বুদ্ধি এবং বিদ্যা উপার্জননের কল কি ॥

উ। বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে মনুষ্যের সভ্যতা ও বিজ্ঞতা বুদ্ধি প্রযুক্ত  
ব্যাপারাক্রম হইয়া উন্নত ব্যবস্থায় যশস্বী রূপে লোকসম্মত নির্বাহ  
এবং যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তি পুরঃসর যোগে নাহলে শরীর ত্যাগ  
পর্যন্ত কর্তব্য কৃতার্থ হইতে পারে ॥

প্র। সভ্যতা কাকে বলে ॥

উ। সভ্যতাই জগতে বিখ্যাত হইবার মূল, ইহা সহজতা এবং  
শিষ্টাচারের দ্বারায় জন্ম, তাহার রীতি স্বাভাবিক রূপে প্রতিবাদ  
করা কষ্টসাধ্য, এবং সভ্য মধ্যে অন্য কথকের কথকতা ভুলকরা, বা  
কথনের প্রতি মনোযোগভাব, বহু গম্প করা, কর্ণে জপ করা,  
কথোপকথন কালে শ্রোতার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ বা অঙ্গ স্পর্শ করা,  
এক সভার কথা অন্য সভায় কথা, এবং মুখভঙ্গি করিয়া কথা,  
পরিনিন্দা, ইত্যাদি তাগ পূর্বক যে ব্যক্তি স্বীয় বিদ্যা প্রকাশ  
করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সভ্যরূপে বিখ্যাত হইতে পারে ॥

প্র। সহজতা কি ॥

উ। উত্তম বাক্য প্রয়োগের রীতি শুদ্ধ এবং সুস্থানে উত্তম ভাষা  
বিন্যাস জীবদশার তাবৎ কালেই ব্যবহার্য এবং অনেক বিষয়ে  
ইহার প্রয়োজন। কোন ব্যক্তিই সহজতা ব্যতিরেকে বিখ্যাত  
হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বক্তৃতা শিখা করিয়াছে এবং কুহুদ  
রহিত শুদ্ধরূপে বাক্য কহে, তাহার বাক্যদ্বারা লোকদিগকে বিষয়ে

প্রবর্ত করায় এবং আমোদিত রূপে লওয়ায়। প্রকাশিত স্থানে যে ব্যক্তির বাক্য আমোদিত হইয়া লোক মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেক তখন বক্তার অত্যন্ত লাভ বোধ হইবেক ॥

প্র। শিষ্টাচারে এবং স্বাভাবিক রূপে প্রতিবাদ সে কেমন ॥

উ। কোন লোকের মনস্থে কিম্বা প্রমাণে যখন বাধা দিতে হয় তখন স্বভাব, বাক্য, এবং স্বর, স্বাভাবিক করা উচিত বিশেষ দৃষ্টান্ত না করিয়া এই কথা বিধি যে এ অকিঞ্চনের বোধে এই হয়। আর স্বার্থ পক্ষ হইলেও উগ্ৰ স্বভাবে নিষ্পত্তি অপেক্ষা বরং অপারক অস্বীকার দ্বারা কথোপকথনের পরিবর্ত্ত করা শ্রেয় ॥

প্র। অন, কথকের কথা ভঙ্গ কি ॥

উ। সভা মধ্যে আপনি কথা কহিয়া কিম্বা কোন নূতন বিষয় উপস্থিত করিয়া, অন, কথকের কথা ভঙ্গ করা, লোকের মন্দস্বভাব বলা যায়। উচিত যে কথকের প্রবাদ সাজ হইলে আপন বক্তৃতা আরম্ভ করে ॥

প্র। কথনের প্রতি মনোযোগাত্মক কেমন ॥

উ। যখন এক ব্যক্তি কোন বিষয় নিবেদন করিতেছে তখন যে শ্রোতা অমনস্ক হয়, যথা গবাক্ষ দ্বারা অন্যদিগে দৃষ্টিকরে, অঙ্গুলী দ্বারা নাসিকা খোটে, কেহ নস্যাদি ঘুরায়, অথবা তৃতীয় ব্যক্তিতে এক কথা কহিয়া উঠে, ইত্যাদি কুব্যবহারকে অমনোযোগের চিহ্ন বলা এবং ইহা প্রকাশে বক্তাকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করা অথবা তুচ্ছ করা হয় এ ব্যবহার সভ্যের নিতান্তই ঘৃণিত ॥

প্র। বহুদ্রুপ কি ॥

উ । সভা মধ্যে কিম্বা ভদ্র সমীপে অতি বহুদ্রুপ, অপ্রস্তুতভি-  
ধান করা অকৃতব্য, কিন্তু যে গল্প উত্তম এবং ক্ষুদ্র তাহাও  
অनावশ্যক বাক্যান্তর ত্যাগ করিয়া কাহ্যবক যে হেতুক উপ-  
গিত বাক্য কথনে বাক্যভাব বোধ হয় ॥

প্র । কর্ণেজপ কেমন ॥

উ । প্রকাশ্য স্থানে কথোপকথন কাশীন কোন বলবাহ্য্যায়  
ব্যক্তি তদ্রূপ ব্যক্তান্তরের কণে নৃদুস্বরে অথবা চুপে৷ বাক্য কহে  
তাহাতে তদুভয়, বিশেষ বক্তা, প্রায় দুর্ভাগান্বিত হয়, যেহেতুক  
তদ্বাক্য তাবৎ সভ্যের অবগাগোচর হওয়াতে চাতুরী বোধ হয় ॥

প্র । কথোপকথনে বস্ত্রাঞ্চল ধারণ-বা অঙ্গস্পর্শ কি দোষ ।

উ । যখন কোন ব্যক্তি তোমার কথোপকথন শ্রবণেচ্ছুক  
নহে তখন তাহার হস্ত-বা বস্ত্রাঞ্চল ধারণ ইত্যাদি বলপূর্ব্বক  
তৎ সম্ভাব্য হারে বাক্যলাপ করা তদপেক্ষা নূক হইয়া থাকা  
ভাল ॥

প্র । এক সভার কথা অন্য সভায় কথা উচিত নহে কেন ।

উ । অন্য সভায় অন্তবাক্য অপর সভায় কথা ভাল নহে  
ইহার কারণ এই যে সামান্য বিষয় প্রচার হইলে অনুমানাপেক্ষা  
মন্দ হইতে পারে গুপ্তবিষয় প্রকাশকারক প্রায় বিভ্রাটগুস্ত হইয়া  
থাকে আশু তাহাদিগকে সামান্য ভাষায় দোঠকা কহে ॥

প্র । অঙ্গভঙ্গী কি ।

উ । সভা মধ্যে কিম্বা ভদ্র সমীপে অহঙ্কার-বা তাচ্ছল্য-বা  
অপ্রতিভ অথবা নির্বোধতা প্রযুক্ত ভেৎচিয়া অর্থাৎ অঙ্গ-বা



মুখভঙ্গী বা হস্ত পাদাদি কুংসিত বস্ত্র করিয়া বাহ্য কহে তাহা  
লোকের নিকট মন্দকাণেই গ্রাহ্য হয় ॥

প্র। বিজ্ঞতা কি ॥

উ। যেরা ক্তি গম্ভীর, সত্যবাদী, অচঞ্চল স্বভাব, স্থিরপ্রতিজ্ঞ  
এবং সাংসারিক জ্ঞানবিশিষ্ট, মিষ্টভাষী, লোভ পরানিন্দা প্রব  
ঞ্চনা রহিত, অতিক্রোধে ধৈর্য্যতা ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হয় এবং  
নীতিজ্ঞ যথা প্রাচীন বন্ধুর পরামর্শহেলন না করা সাপানুসারে  
অপমান দর্শন তাপ এবং বিদ্যা সংগোপন ইত্যাদি ॥

প্র। গম্ভীরত্ব বিশিষ্ট কিরূপ ॥

উ। কিঞ্চিদাহ্য গাম্ভীর্য্যতা লোকদিগের দৃশ্যে এবং কথোপ-  
কথনে ভীক্সবুদ্ধি বুঝায় ও প্রকল্পতা অন্তরনা করিলে সন্তুষ্ট হয়  
যে হেতুক সর্বদা কোমলমুষ্টি এবং শরীরের চাপল্য হাল্  
কামির দৃঢ়চিহ্ন হয় ॥

প্র। মিথ্যা বাক্য কিরূপ ॥

উ। মিথ্যা বাক্যের তুল্য দোষী ও অধম এবং উপহাস যোগ্য  
বস্তু আর কিছুই নাই। দ্বেষ ও ভয় কিম্বা অহঙ্কার এই তিন  
হইতে ইহার উৎপত্তি এবং এই তিন বিষয়ের প্রত্যেকই লোক  
দিগের সচরাচর তদুভিপ্রায় নষ্ট করে কারণ মিথ্যা বাক্য অবিলম্বে  
কিম্বা বিলম্বে প্রকাশ হয়। যদ্যপি আমরা কোন ব্যক্তির  
ধন কিম্বা চরিত্রের প্রতি দ্বেষ করিয়া মিথ্যাবাক্য কহি তবে  
আমরা কিঞ্চিৎ কাল পর্যান্ত তাহার হানি করিতে পারি কিন্তু  
অবশেষে প্রকাশ পায় এবং তাহাতে আমাদেরই বাহ্যল্যকাপে

ভোগ করিতে হয় যে হেতুক ঐ মিথ্যাবাদী ব্যক্তি সকল আত্ম  
নাভ ব্যতিরেকেও যে সকল কথা কহে তাহা সত্য ইহাও  
লোকের অবিশ্বাসনীয় হয় । আমরা কুকর্ম গোপন করিবার  
আশয়ে অথবা ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে ও লজ্জা মোচনার্থে যদি  
মিথ্যাকথা কহি তাহাতে আমাদেরিগের লজ্জা মোচন না হইয়া  
বরং আরো অধিক উৎপত্তি হয় এবং তদাশে আমরা নিতান্তই  
নীচলোকের ন্যায় হই । আমাদেরিগের উচিত যে যদ্যপি স্যাৎ  
দুঃসুখটুকু ক্রমে ক্রমে হইয়া যায় তাহা অল্পপট কাপে স্বীকার করিলে  
নানা হইতে পারি । কতগুলি অনোধ আরো এক প্রকার মিথ্যা  
কহিয়া থাকে যে এই যে বস্তু অসম্ভব যাহা হইতে পারে না  
এমত অসম্ভব ব্যাপার মিথ্যা গল্পকরে এবং সাক্ষ্যঃ দেখিয়াছি  
নহে নেনকরে যে তাহাতে গৌরবান্বিত হইবেক কিন্তু ভদ্রসম্মানে  
তাহারা হাস্যাস্পাদ ও ঘণার যোগ্য ব্যতিরেক আর কিছু হয় না  
বিজ্ঞ ব্যক্তি সকল যদি কোন অবিশ্বাসনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার  
কথার্থ দর্শন করে তথাপি তাহা গোপন করিয়া থাকে কারণ  
একপেও লোকের নিকট অবিশ্বাসনীয় হইতে পারে । মিথ্যা-  
ভাসীর শাস্ত্রে মরণান্তর প্রায়শ্চিত্ত অথাৎ উৎকট পাপ জন্মে  
দেবল ইহাই নহে বরং ইহলোকেও মানের হানি এবং লাভের  
দুঃপতা হয় ॥

প্র । অচঞ্চল স্বভাব কেমন ॥

উ । কোন বিষয় সঙ্গ করিতে যদি অন্তঃস্বরণে শীঘ্রতা উপ-  
স্থিত হয় তবে তদ্বারা অনেক অধিবচিত ক্রীড়া ও দন্দবাক্য

অপেক্ষায় যখন ঐ রিপূতে পতিত হইবা তখন যে পর্যন্ত শাস্ত  
বৃদ্ধি না উদয় হয় বরং সে পর্যন্ত নিস্তক থাকি ভাল যেহেতু  
অসভ্য ব্যক্তির শাস্তি দ্বারা জন্য যেন নাই প্রকাশ করিয়া থাকে  
তাহাতে কোন কাহা উত্তম না হইয়া বরং বিপরীত হয় ॥

প্র । ব্যাসারিক জ্ঞান কাহাকে বলে ॥

উ । বালক কালে বহুবিধ জ্ঞান সঞ্চয় করা উচিত যদিও  
ঐদিকে বহুবিধ জ্ঞানের প্রয়োজনাত্মক তথাচ পব সনয়ে বিষয়  
ব্রহ্মার্থে প্রয়োজন হইবেক আর কোনও পুস্তক দ্বারা শিক্ষা করি  
য়াই নিশ্চিত থাকি বর্তব্য নহে সৰ্বদা তাহার ব্যবহার দ্বারা  
পরীক্ষা করা উচিত ॥

প্র । অপমান দর্শন কথার অর্থ কি ।

উ । যদি কোন ব্যক্তি অকপট রূপে অপমান করণ সমস্ত  
করিয়া ভৎসনা করে তাহাকে তাড়না করা উচিত কিন্তু যদি  
কুলক্ষণ দ্বারা নিগূহ করে তবে তাহার দান ভুলিবার নিমিত্ত  
সকল ব্যবহার সততা দর্শাইয়া সনয় পাইলে তাহাকে অধিক  
পত্যাগণ করিবক সেই এতাদৃশ বিষয়কে বিদ্বাদঘাতকতা  
কিহা কপট বলা যায় না ॥

প্র । বিদ্যা সাংগোপন কি ॥

উ । প্রয়োজন ব্যতিরেকে অনর্থক বিদ্যা প্রকাশ করা কর্তব্য  
নহে উহাতে সমভিব্যাহারী হইতে আপনি অধিক বিদ্বান এমত  
বোধ করানো হয় এবং যে লোক সৰ্বদা আত্মবিদ্যা প্রকাশ করে  
তাহাকে সকলেই পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করে তৎকালে যদি অপ

রিপক্কে উত্তর হয় তবে সে ব্যক্তি হাস্যস্পদের মধ্যে এবং ঘণীত হয়,যাহার যথার্থ গুণ আছে তাহা সময় প্রকাশ হয় গর্ভ করি লেই গর্ভ হয় ॥

প্র । কর্মক্ষমতা কি ॥

উ । তবদ্বিগ্নে ননে'যোগ স্থাপন ক্রমে না করা বিদ্ধবাস্তি যেমন অনর্থক সুদ্রা বায় করেন। তদ্রূপ অনর্থক সময় বায় ও করেন। সর্বদা আলস্য ভাগী হইবেক অসমাপ্ত কর্ম ভাগ করিয়া সাংঘাতিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে কর্ম্মান্তরের আলোচনা করিবেক না স্ত্রীলোকে গুণকথা কহিবেক না বিষয়কর্ম্মের কথা শ্রবণকালে বক্তার মুখ সন্দর্শন করিয়া ভাববিশ্লেষণ করি বেক আর কোন ব্যক্তি যে বিষয় অতি প্রকাশ্য এবং একবার বর্ণিত হইলে বিশ্বাস করা যায় তাহা যদি বক্তা সেক্ষাপূর্বক শপথ করিয়া কহে তবে তাহা দৃঢ়তরূপে জানিবা যে সে তাবৎ মিথ্যা ইত্যাদি ॥

প্র । কিরূপে মনুষ্য উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে ॥

উ । উত্তম সঙ্গ, মহতঃশ্রম, পরিমিত ব্যয় এবং দেওপ্রাপ্য বিষয়ে অকপট ॥

প । উত্তম সঙ্গ কাহাকে বল ॥

উ । যুবা ব্যক্তির স্বভাবতঃ সরলতাবৃত্ত হেতুক তাহার শঠ ও চতুরের হস্তে পতিত হয়েন এবং তাহার উক্ত প্রদত্ত উন্নতত্বের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে পরম বন্ধু জ্ঞানকরত অতি বিশ্বাস পাত্র বোধে আপনার সর্জনশ করেন। এত বিবেচনা

করা কৰ্তব্য নহে যে দৃষ্ট নাহেই এবং অস্প পরিচয়ে কোনো ব্যক্তির সহিত আত্মীয়তা হয়। প্রথমাবস্থায় উত্তম সমাভিবাহারে উত্তমতা প্রাপ্তির প্রতীক্ষা হয়। যাহারদের উত্তম কুলে জন্ম ও শ্রেষ্ঠপদ এবং সদাচরণ তাহার। যদিপি সনগুরুপে আচ্য না হয় তথাপি আপনরূপে উত্তম সমাভিবাহারী হয়। যে উচ্চকুলে জন্মে নাই এবং উচ্চ পদস্থ নহে কিন্তু বিশেষ কোন বিদ্যাতে খ্যাতি হয় সেও এক প্রকার সঙ্গীকপে গৃহীত হয় কিন্তু সঙ্কশ্য কিম্বা অসঙ্কশ্য জাত যদি বিদ্যাহীন হয় অথবা নীচ পদাভিযুক্ত এবং ব্যবহার নীচ এমনত সঙ্গ সর্ব্ব ইত্যজ্ঞা হয় ॥

প্রা। পরিমিত বায় কেনন ॥

উ। যদি অস্প ঘন থাকে এবং সাবধান ও রীতানুসারে ব্যয় করে তথাপি তাহার আবশ্যক বায় সুসিদ্ধ হয় কিন্তু সাবধান ও ধার বতিরেকে অনেক ধনেও আবশ্যক বায় সম্পন্ন হয় না। বিবেচক ব্যক্তি জীব্য দ্রব্যের ব্রহ্মার্থ ও লভ্যের নিমিত্তে যে ঘন বায় করেন তদপেক্ষা কোন নির্বোধ অধিক বায় করে কিন্তু তাহাতেও তাহার তদ্রূপ সঙ্গ সাক্ষ্য লভা হয় ন। নির্বোধ ব্যক্তি প্রয়োজন্য বস্তু ক্রয় করে এবং প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করে না ॥

প্রা। কোন কারণ দ্বারা লোক যশস্বী হইতে পারে ॥

উ। দান, পরোপকার, সাধ্যপক্ষে বাদানুবাদ ত্যাগ, আপনায় মন বুকিয়া পরের মনোরঞ্জন, কলঙ্কে ভয়, যখন যে সঙ্গে থাকে তাহার তৎসঙ্গে মিতব্যাক্য, সর্ব্বদা লোক সমাভিবাহারে অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক কথা, উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে শীলতাপূর্ব্বক

আজ্ঞা, সঙ্ঘের রীতি গৃহণ, এবং যাচ্ছা সুনীতিপূর্বক করিবেক ॥

প্র । সাধ্যপক্ষে বাদানুবাদ ত্যাগ করিপ ।

উ । মিশ্রিত সমভিব্যাহারে বিবাদপস্থিত হইলে কিঞ্চিৎকাল স্থির হইয়া ঐ প্রচণ্ড গোলযোগ সুন্দর ব্যঙ্গ দ্বারা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবেক ॥

প্র । আপনার মন বুঝিয়া পরের মানারঞ্জন কেনন ॥

উ । মনুষ্যের প্রকৃতি যদি সাৎসতন্ত্র হইক তথাপি চালনা করিবার পথ এবং রিপ্যের স্বভাব এক হতএব বিবেচনা কর্তব্য যে যে বিষয়ে আপনার অন্তঃকরণ লয় কিম্বা যুগা জন্মায় বা বিরক্ত করে অথবা আহ্লাদ জন্মায় তদ্রূপ মন ব্যক্তিতে ও ফল দায়ক হইবেক । যখন কোন ব্যক্তি আপনার জ্ঞানের কিম্বা উচ্চপদের গরিমা জানায় এবং তৎকালে তোমার নীচতা দর্শন করায় আর তদপেক্ষা বাস্তবিক তুমি প্রধান হও তথাপি উক্ত অন্যায় বাক্যে মুগ্ধ হইয়া আপনা আপনি অহঙ্কার প্রকাশ করিবা না ॥

প্র । উচ্চপদ হইলে বিকারে শীলতা পূর্বক আজ্ঞা করিবেক ।

উ । অধীন ব্যক্তি প্রতি উচ্চ পদস্থ সুশীলতা পূর্বক আজ্ঞা করিলে আজ্ঞাপ্রতিপালন সে আহ্লাদিত হইয়া করে আর সেই আজ্ঞা অসম্ভ্যতা কাগে করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না করিয়া বরং মোখক নাত্র হয় অধিকন্তু পরক্ষে বিরাগ প্রধান যুক্তি সর্বদা বিবেচনা করিবেক সকল জীব সমান উচ্চপদ বর্ষা ক্রমে ঐশ্বর্যদত্ত সুশীলতা ব্যবহার করিলে অধীন ব্যক্তি সকল

আজ্ঞাদ পূৰ্ণক স্বীয় নীচতা স্বীকার করিবে ॥

প্র । সফের রীতিগুহণ কি ॥

উ । যখন কোন মুবা নূতনসম্পন্ন করেন তখন তাহার অনুকরণ করণে দৃঢ় মনস্ত করেন কিন্তু অনুকরণ করণাভিপ্রায় উত্তম পক্ষ সৰ্বদা বিস্মৃত হইয়া যুক্তি বিকল্প নিন্দনীয় ভাগ গুহণ করত অনুকরণ হইয়া থাকেন । যেমন এইক্ষণকার হিন্দু বাণিকেরা ইংলণ্ডীয়াদিগের সম্মুখ হইলে উজ্জাতীয় উত্তম যে স্থির প্রতিজ্ঞতা, সৌবারীয়াত, নানা প্রকার বিদ্যানুশীলনতা এবং সত্যবাদিতা গুণ তাহা প্রায়ই বিস্মৃত হইয়া কেবল তাহাদিগের কদাচার নিন্দাতা এবং উজ্জাত পরিচ্ছদ এবং উজ্জ্বলমাধারে মদ্যমাংস পান ভোজনাদি অনুকরণ করণে মনকে আকৃষ্ট করেন ॥

প্র । যথার্থ জ্ঞান কি ॥

উ । যথা শাস্ত্র বাল্যকালে বিদ্যোপাঞ্জনাৰ্থি যথার্থরূপে লোকযাত্রা নির্বাহ পথান্ত্র ক্রমে সংকর্ষ দ্বারা গুণ্য সংযুক্ত করত যাবৎ মিথ্যা সোপাধি জ্ঞান বর্ধিত তাবৎ পর্যন্ত ফলভ্যাগী হইয়া বৈধকর্ম্য করত চিন্তাশুদ্ধি দ্বারা যখন করতল স্থিত আমলকী ফলে যেমন নিশ্চয় তাহার ন্যায় পরমাত্মার সম্বন্ধে বিশ্বাস দ্বারা কতখ হইয়া শমদনাদি সাধনে তৎপর এবং দয়া ও পরিত, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট ও মাংসর্ঘ্য, দ্বেষ, মোহ, ইত্যাদি রহিত তখন সে স্বভাব অবধি স্থাবর পথ্য ও ভূতকে আত্মাতে দেখে অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন কোন

বস্তু দেখে না এবস্থিধায় জীবকে বুদ্ধাপণ করিয়া এ পক্ষ শরীর স্বদেও জীবমুক্ত ॥

প্র । এপ্রকার কি উপায় দ্বারা হইতে পারে ॥

উ । ধার্মিক হও ॥

প্র । ধর্ম কি ॥

উ । সর্ব সাধারণে মূল বিশ্বরোত্তি এবং বেদ প্রণীত কর্ম যাজন করত শনৈঃশনৈঃ পরম বুদ্ধির অনুসন্ধান ॥

প্র । পরমবুদ্ধ কি ॥

উ । এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি নাশ যাঁহা হইতে হয় পরমবুদ্ধ পদ বাচ্য তিনি ॥

প্র । পরমবুদ্ধ তিনি কোথা আছেন ॥

উ । তিনি সর্বত্র সর্বদা সমান রূপে জগৎপরিমিত আছেন ॥

প্র । তবে তাঁহাকে দেখা যায় না ইহার কারণ কি ॥

উ । পক্ষ ভূতাত্মক দেহ ঘটিত কোনো ইন্দ্রিয় বিষয় তিনি নহেন ॥

প্র । পক্ষভূত কি ॥

উ । পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই পাঁচ তত্ত্বের জন্ম আছে এই পক্ষ তদ্ভাতীত তত্ত্ব তিনি ॥

প্র । তাঁহার আকার কি আর নাম কি ॥

উ । নাম রূপ নাই নিরাকার নিরঞ্জন জগতের সত্ত্বা মাত্র আছেন এই লক্ষ্য ॥

প্র । ইন্দ্রিয় কাহাকে বলে ॥



উ। চক্ষু কর্ণ নাসিকা শ্রুচ ইত্যাদি এবং ইহারদিগের অধি-  
ষ্ঠাতা এবং মন ॥

প্র। তুমি বলিতেছ ঈশ্বরের নাম মাই রূপ নাই মনোবুদ্ধির  
অগাধির অথচ আছেন এবং আশ্চর্য্য কথা হইল ঈশ্বর নাই  
বলিলেই কোন কথা থাকে না ॥

উ। এমন বাক্য নাই যে ঈশ্বরের যথাথ গদ বধন বরা যায়  
কিন্তু কারণ ব্যক্তিরক কার্যোৎপত্তি নাই এই জগৎ সিদ্ধনে  
তিনি আছেন ইহার সন্দেহ নাই পূর্বে পূর্বে অনেকানেক মহা  
পাণ্ডিত বিময়ের তর্কবিতর্ক করিয়াছেন তাহার বিচার ন্যায়াদি  
দর্শন শাস্ত্রে দেখিতে পাইব। সে সমস্ত বিচার এক্ষুদ্রগ্রন্থ শিশু  
বোধের নিমিত্ত রচিত হইল ইচ্ছাতে সিদ্ধিত নহে পরন্তু এক  
স্থল কথা তোমাক কহি তাহাই শ্রবণ করহ ॥

প্র। আত্মা ককণ ॥

উ। যে ব্যক্তি কহে ঈশ্বর নাই এবং আমি বড় বিজ্ঞসত্য কথা  
কহিয়া থাকি প্রবঞ্চনা কর না। সে ব্যক্তি অতিদূর্ভ যে হেতুক  
যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই সুতরাং তাহার কোন ধর্ম্মই থাকিল  
না। মরণের পর কুকর্ম্মের দণ্ড হইবেক একথা গ্রাহ্য করে না  
তাহাকে কোন বিষয় বিশ্বাস করা হয় না এবং রাজকর্ম্ম যোগ্য  
সে নহে ভদ্রসমীপ সে নিতান্তই অগুহ্য এবং নীচ অথবা পশু  
রূপ বলা যায় ॥

প্র। নাস্তিক রাজকর্ম্মের যোগ্য নহে কেন ॥

উ। রাজকর্ম্মকারক প্রবর্তকালে হিন্দু সুকৃতিপত্র মোসলমান

কোরাণ খ্রীষ্টিয়ান বাইবেল ইত্যাদি দ্বারা শপথ করিয়া কহে  
আগি তাবৎ যথার্থ করিব অন্যথা করি মরণের পর নরকগামী  
হইব, যে মরণের পর স্বর্গ নরক মানে না তাহার অসমর্থ  
করিতে ভয় কি ॥

প্র । নাস্তিক গন্তব্য কেন ॥

উ । পশুদের দৈশ্বর্য বোধ নাই কর্ম্মাকর্ম্ম পাপ পুণ্য বোধ  
যাই কেবল তাহার আহার নিদ্রা মৈথুনান্ভিমর্শ ।

প্র । পশু অপেক্ষা অপেক্ষাতো নাস্তিক মনুষ্য সকলকে বুদ্ধি  
মান দেখা যায় ॥

উ । সে ব্যবসায়িক অথবা নৈসর্গিক বুদ্ধি তাহাতে কল  
কেবল আহারীয়াহারণ হয় মাত্র, পশু পক্ষীরাও আহার আহ-  
রণ আবাস স্থান নির্মাণ আপন সন্তান, স্ত্রী, শরীর, রক্ষা যুদ্ধ  
বিক্রম সকলি এক প্রকার নির্বাহ করিয়া থাকে ॥

প্র । মরণের পর স্বর্গ নরক কি ॥

উ । মরণ হইলে শরীর মাত্র গুৎস হয় জীবের গুৎস নাই সে  
জীব অন্য দেহ ধারণ করিয়া পূর্ব জন্মকৃত কর্ম্মানুযায়ী সুখ  
দুঃখ ভোগ পর জন্মে করে ॥

প্র । কোন কারণে মরণের পর সুখ দুঃখ ভোগ হয় ॥

উ । সৎকর্ম্ম করিলে মরণান্তে অথবা জন্মান্তরে সুখ ভোগ  
অসৎকর্ম্ম করিলে কষ্ট হয় ইহাতে সন্দেহ নাই ॥

প্র । অসৎকর্ম্ম কি ॥

উ । মিথ্যাবাক্য কথন, পরধন হরণ এবং পরজীহরণ, অবৈধ

হিংসা, প্রবঞ্চনা, ঈশ্বরকে মিথ্যা বলা ইত্যাদি স্বীয় ধর্মের  
অননুষ্ঠান এবং তত্ত্বং কর্ম ॥

প্র। সংকর্ম কি ॥

উ। দান পরোপকার সত্যকথা দেবার্চনা ইত্যাদি স্বীয়  
ধর্মের ধর্মশাস্ত্রে যাহা বিধি আছে তত্ত্বং কর্মই সংকর্ম ॥

প্র। আমারদিগের শাস্ত্র কত ॥

উ। চারি বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, ছয়দর্শন, স্মৃতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ।

প্র। চারি বেদের নাম কি ॥

উ। সাম যজু ঋক্ অথর্ব ॥

প্র। অষ্টাদশ পুরাণের নাম কি ॥

উ। ব্রহ্ম, পদ্ম, বৈষ্ণব শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মাকণ্ডেয়,  
আশ্বমেয়, ভবিষ্য, বুদ্ধবৈবর্ত, গিঞ্জ, বারাহ, কান্দ, বামন, কুর্ম,  
মাৎস্য, গাকড, বুদ্ধাণ্ড, এতাদিগ উপপুরাণ নরসিংহ, নন্দ,  
আদিত্য, কালিকা, দেবী, ইত্যাদি ॥

প্র। ছয় দর্শনের নাম কি ॥

উ। ন্যায় মিমাম্সা পাতঞ্জল্য বৈশেষী সংখ্য বেদান্ত ॥

প্র। বেদ কি ॥

উ। বেদ সকলের মূল তাহা হইতে ঋষি কতৃক ধর্মশাস্ত্রাদি  
নানা শাস্ত্র হইয়াছে ॥

প্র। পুরাণ কি ॥

উ। প্রাচীন রাজার দিগের উপাখ্যান, নীতিব্যাখ্যা, জ্ঞান ও  
কর্মকাণ্ড এবং অবতারের কথা ইত্যাদি যাহাতে গৃহীত করা

ধাকে তাহারাত্মা পুরাণ ॥

প্র। দর্শন কি ॥

উ। বুদ্ধ নিকপণ সৃষ্টিানুসৃষ্টি তন্নতম বিচার এবং গূঢ় বিষয়ে  
চিনায় ননোনাযক যাহাতে অজ্ঞাদিবিজ্ঞান বৈষম্য অনান্বাসে  
ব্যক্ত করে ॥

প্র। জ্ঞতি কি ॥

উ। ধর্মশাস্ত্র বেদমূলক আমি কতক দেশ কাল পাত্রানুসারে  
সদ সংকর্ষের নিয়ম সেই নিয়মানুসারে লোকযাত্রা নির্বাহ  
করিতে হয় ॥

প্র। তত্ত্ব কি ॥

উ। গুহ্যশাস্ত্র সাকার দেবাচ্চনা দ্বারা বুদ্ধজ্ঞানের উপায় ॥

প্র। বুদ্ধজ্ঞান কি ॥

উ। অতি কঠিন বিধি নিষেধাতীত বেদ বেদান্ত তত্ত্ব ইত্যাদি  
শাস্ত্রানুশীলন এবং দেবাচ্চনা করিতে করিতে ঈশ্বরের কৃপা  
হয়তো সঙ্গুল আশ্রয় হইবেক তাহাতে যদি বুদ্ধজ্ঞান হয়তো  
হইতে পারে ॥

প্র। সঙ্গুল কি ॥

উ। গুরু শব্দ বুদ্ধ প্রতিপাদ্য গুরু উপদেশ তিন্ন কিছুই হয়  
না সঙ্গুল হইলে জ্ঞানোপদেশ করান ॥

প্র। দেবাচ্চনা এবং বুদ্ধজ্ঞান কি পৃথক ॥

উ। অবশ্য সাকার দেবাচ্চনা প্রথম তাহা সন্ধান করিলে স্বর্গ  
ভোগাদি হয় নিস্কাম করিলে চিত্তশুদ্ধির প্রতিকারণ তাহাতে

## জ্যোতিষ শাস্ত্র চয় ॥

প্র। সাংসারিক নিত্যনৈমিত্ত্য আত্মাদি কর্ম সকল কি ॥

উ। সাংসারিক নিত্যনৈমিত্ত্য আত্মাদি কর্ম যে সকল আছে  
স্বাহা তবৎ দেবান্ননার মধ্যে প্রকারান্তর মাত্র সকল করিলে  
মরণান্তে স্বর্গ নিষ্কাম করিলে চিত্ত প্রসন্ন প্রতিকার ॥

প্র। নিত্যনৈমিত্ত্য জিহ্বা এবং দেবান্ননা করিলে পর জন্মে  
সুখভোগ হইবেক ফল বুঝা পেল বুঝজান হইলে কি হইবেক ॥

উ। সদনৎ কর্মের ফলভোগ থাকিল জন্ম পরিপূর্ণের সম্ভা-  
বনা দেহ ধারণে সুখ আছে এবং সাংসারিক সুখ সে দুঃখ  
নিশ্চিত বুদ্ধজান হইলে আর জন্ম হয় না নিত্য সুখ প্রাপ্ত হয় ॥

প্র। জ্যোতিষ শাস্ত্র কি ॥

উ। খগোল বৃত্তান্ত চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ইত্যাদি তিথি বরননা ॥

প্র। পৃথিবীর তাবদ্ব্যপার কি গণনা দ্বারা নির্ণয় হয় ॥

উ। অবিতর্কিতঃ জগৎতির কোন মতেই কেহ করিতে পারি-  
বেক না মূল অনুমান মাত্র তাহাও বছরকাল পরে লক্ষণে  
কতায় হয় ॥

প্র। পৃথিবী কি ॥

উ। মৃত্তিকা এবং জল ঘটিত বস্তু মাকার। ইউরোপীয়েরা  
উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রে কিছু চাপা যেমন বাতাবিলেদুর আকার কহেন

প্র। পৃথিবী কি সংযোগে এবং কিসের উপর আছে ॥

উ। সংযোগ পরমেশ্বর তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম অন-  
ন্তদেব এবং আকার সর্পের ন্যায় কল্পনা, ফল কথা শূন্য মধ্যেই

আছে ॥

প্র। পৃথিবী কি সর্বতোভাবে স্থির আছে ॥

উ। সংস্কৃত জ্যোতিষ মতে পৃথিবী স্থির আছে অন্যান্য  
গ্রহ এবং তারা সমস্ত এই পৃথিবীকে বেষ্টিত করিতেছে। মতা-  
উরে অন্যান্য গুরুগণের ন্যায় পৃথিবীও ঘূর্ণায়মান। কিন্তু উভয়  
মাতের গণনায় শেষফল অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ চন্দ্রকলার আশি  
বৃদ্ধি এবং গুরু ও নক্ষত্রের প্রতি স্থিতি ভ্রমণা ইত্যাদি প্রায় সমান  
দৃষ্ট হইতেছে যে স্থানে অবশ্য ভ্রম হইবেক সে স্থানে উভয়ের  
ভ্রম হইতেছে ॥

প্র। সূর্য্য কি ॥

উ। অসীম জ্যোতি গোলাকৃতি যাহার কিরণ এই বৃদ্ধাণ্ডের  
তাবতের চক্ষুঃকণ এবং উদ্ভাপণের জনক আর সূর্য্য পৃথিবী  
ইতে বহুৎ এবং অতিদূরে আছেন ॥

প্র। প্রত্যহ উদয় অস্তের কারণ কি ॥

উ। এই পৃথিবীকে বেষ্টিত করিতেছেন সংকালে যে দিগে  
উদয় হয়েন তৎকালে সেই দিগে দিনা হয় ইউরোপীয় পাণ্ডি-  
তেরা কহেন পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ একবৎসরে করেন  
এবং প্রতি দিন স্বয়ং ঘূর্ণায়মান যেমন গাড়ী, গোল এক বাগি  
একবার বেষ্টিত করিতে চাক। অনেকবার ঘোরে ॥

প্র। ছোট বড় দিবার কারণ কি ॥

উ। সূর্য্য গমনের নিয়ম আছে অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহার  
স্বাদশ রেখা এবং সেই রেখাস্তগত গমনশীল সূর্য্যকে রাশিভুক্ত

কর্ণা এবং রাশির নাম রূপ ও দ্বাদশ রাশিতে দ্বাদশ মসি  
কথিত আছে ॥

প্র। দ্বাদশ রাশির নাম কি ॥

উ। মেঘ, বৃষ, মিথুন, ককট, সিংহ কন্যা, তুলা, বশ্চিক,  
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন ॥

প্র। দ্বাদশ মাসের নাম কি ॥

উ। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র আশ্বিন, কার্তিক  
অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ॥

প্র। বৎসরের মধ্য দিবা রাত্রি সমান কোন দিনে হয় এবং  
কিকপে হয় এবং উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণ কি ॥

উ। রাশিচক্র ও পৃথিবীর মধ্যে রেখা যে স্থল সমমুত্রপাতে  
মিলন হয় সেই স্থলকে ক্রান্তিপাৎ কহেন সেই ক্রান্তিপাৎ স্থলে  
উত্তর দক্ষিণে এক রেখা কল্পনা করিয়া ঐ রেখাকে বিষুবরেখা  
কহেন সেই বিষুবরেখা ক্রমে পশ্চিমে গমন করত রাশিচক্রের  
সর্বত্র ভ্রমণ করে ইহা আর্য্যভট্ট কহেন কিন্তু সূর্য্য সিদ্ধান্তকার  
এবং শ্রীভট্টাচার্য্য কহেন যে নক্ষত্র চক্র ক্রমে সপ্তবিংশতি  
অংশ পূর্বদিকে পরে ক্রমে সপ্তবিংশতি অংশ পশ্চিমদিকে  
এই চতুঃপঞ্চাশৎ অংশ দৌলুগ্যানান মাত্র হয় শেষোক্তমতে  
যে স্থলে মেঘ রাশির প্রথমাংশ সেই স্থলে ক্রান্তিপাৎ অর্থাৎ  
বিষুবরেখা হয় সম্বৎসর মধ্যে যে দুই দিন সূর্য্য ঐ রেখায় থাকেন  
সেই দুই দিন দিবা রাত্রিমান সমান হয় ঐ রেখা ৩৬ বৎসর  
৬ মাসে একই অংশ সরে তৎপ্রযুক্ত দিবা রাত্রি মানের ব্যত্যয়

হয় ঐ রেখা পূর্বদিকে যত অংশ সরে মেষ সংক্রান্তির ততো-  
 দিন পরে আর পশ্চিমদিকে যত অংশ সরে ঐ সংক্রান্তির ততঃ  
 দিন পূর্বে দিবা রাত্রি সমান হয় এক্ষণে বিষুবরেখা পশ্চিমে  
 ২০ অংশ ৫ কলা ৬ বিকলা সরাতে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের ৬  
 অংশ ৩৪ কলা ৫৪ বিকলা আছে অতএব চৈত্র মাসের এবং  
 আশ্বিন মাসের ১০ দশ দিবসে দিবা রাত্রিমান সমান হইতেছে  
 এবং পৌষের ১০ দশ দিনে উত্তরায়ণ এবং আষাঢ়ের ১০ দিনে  
 দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইতেছে ১৩৩৬ বৎসর পূর্ব বৈশাখের ও  
 কার্ত্তিকের প্রথম দিবসে দিবা রাত্রি মান সমান হইত এবং  
 মাঘের ও শ্রাবণের প্রথম দিবসে অয়ন পরিবর্ত হইত এই  
 বিষুবরেখার এক এক অংশ সরাতে অয়ন পরিবর্তের অন্যথা  
 হয় এই হেতু ইহাকে অয়নাংশ কহা যায় ॥

প্র। চন্দ্রাক ॥

উ। কোন বিশেষ দ্রব্য এবং জলে ঘটিত এবং এই পৃথিবীর  
 ন্যায় অন্য এক পৃথিবী বাহাকে চন্দ্রলোক বলিয়া কল্পনা করে  
 এবং তিনিও এই পৃথিবীকে বেষ্টিত করিতেছেন ॥

প্র। চন্দ্র কুচিত দর্শন আর কুচিত কিঞ্চৎ দর্শন এবং কুচিত  
 অদর্শন হয় ইহার কারণ কি ॥

উ। চন্দ্র মণ্ডলের একপার্শ্বেই কেবল পৃথিবী হইতে দর্শন হয়  
 সেই পার্শ্ব অমাবস্যার শেষে চন্দ্র সূর্যের সম সূত্রপাতে স্থিতি  
 কালীন সূর্যের বিপরীত দিগে থাকাতে জ্যোতি হীন হওয়াতে  
 অপ্রকাশ থাকে পরে চন্দ্রের গোলাকার পথে ভ্রমণ বশতঃক্রমে



সূর্যোর সম্মুখ হইয়া সূর্য্য কিরণে অংশাংশ প্রকাশ পায় পূর্ণি  
মাতে সূর্য্যোর দিকে সেই পার্শ্ব সম্পূর্ণ থাকে অতএব সমুদায়  
দেদীপ্যমান হয় বাস্তবিক সূর্য্য হইতে যত অংশ অন্তরে চন্দ্র  
থাকেন চন্দ্র যন্তুরের দৃশ্য পার্শ্বের তত অংশ দীপ্ত হয় কিন্তু  
কক্ষ চতুর্দশীর শেষাবধি শুক্ল প্রতিপদের শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রের  
অত্যন্তিক সূর্য্য সান্নিধ্য প্রযুক্ত সূর্য্যাকরণে জ্যোৎস্না আচ্ছন্ন হয়।

প্র। নক্ষত্র সমস্ত কি ॥

উ। তবত পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ এই পৃথিবীর ন্যায়  
ক্ষবঃ এবং আকার বিশেষ পৃথিবী। ইহাকে নক্ষত্রলোক কহে  
শূন্যপাথে উচ্চ নীচ গান্ধা স্থানে রেখা দ্বারা এই পৃথিবীকে  
বেটন করিতেছেন কতগুলি স্থির আছেন তন্মধ্যে কতগুলিকে  
জ্যোতিষ চক্রে গ্রহ এবং নক্ষত্র শব্দে নাম কপ বিশেষ করিয়া  
গণনার নিমিত্ত বর্ণনা করিয়াছেন ॥

প্র। গণনার নিমিত্ত কয় গ্রহ এবং তাহারদিগের নাম কি ॥

উ। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু,  
কেতু, এই নয় নামে নবগুরু ॥

প্র। গণনার নিমিত্ত নক্ষত্র কয় এবং তাহারদিগের নাম কি ॥

উ। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা,  
পুনর্ভসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বাফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা,  
চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া,  
উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভীষা, পূর্বাভাদ্রপদ, উত্তরাভাদ্র  
পদ, রেবতী এই সপ্তবিংশতি নামে সপ্তবিংশতি নক্ষত্র খ্যাত ॥

প্র। নক্ষত্রদিগের কি ভূমণের নিয়ম চন্দ্রসূর্যের ন্যায় আছে।

উ। অবশ্য তদ্ব্যপেক্ষ। যাহা নির্ণীত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষ করি, পৃথিবীর সর্বোত্তর ভাগে সুমেরু তাহার উপর অতিউচ্চ আকাশে এক তারা এবং সর্ব দক্ষিণে কুম্বেক তাহার উপর অতিউচ্চ আকাশে এক তারা আছে এই দুই তারা প্রায় অচল বোধ হয় অতএব ইহাদিগকে ধ্রুবতারা কহেন এই দুই তারাকে পৃথিবীর মধ্যভাগস্থ ব্যক্তির উচ্চস্থান হইতে দেখিতে পাইেন কিন্তু একদেশে হইতে উত্তর ধ্রুবতারা মাত্র দেখা যায় এই দুই তারার মধ্যস্থলে কদম্বকুসুমাকৃতি পৃথিবী তাহার উপর আকাশে চন্দ্রের পথ তাহার উপর বুধের তাহার উপর ক্রমে শুক্ল সূর্য মঙ্গল বৃহস্পতি শনির পথ হয় এই সকল পথকে এই গ্রহদিগের কক্ষা কহেন সকল গুরুক্ষার উপর নক্ষত্রচক্র আছে এই নক্ষত্র চক্রে যে স্থলে অশ্বিনী নক্ষত্র সেই অবধি পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে পাদোন সাত নক্ষত্র আছে তাহার পর চিত্রার্ক পর্যন্ত পাদোন সাত নক্ষত্র এই পূর্বোক্ত পাদোন সাত নক্ষত্রের পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাংশে আছে চিত্রার শেবার্ক অবধি উত্তরাষাঢ়ার একপাদ পর্যন্ত পাদোন সাত নক্ষত্র এই চিত্রা অবধি ক্রমে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাংশে আছে পরে রেবতী পর্যন্ত পাদোন সাত নক্ষত্র পূর্বদিকে ক্রমে কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে আছে এইরূপে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে এই নক্ষত্র চক্র ব্যাপ্ত হয় এই নক্ষত্রদিগের ২৭ পাদে এক রাশি কল্পনা করিয়া দ্বাদশ রাশিতে এই নক্ষত্র চক্রকে বিভাগ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত নক্ষত্র চক্রকে রাশি

চক্র কহা যায় এবং সকল গৃহকক্ষা সহিত নক্ষত্র চক্রকে জ্যোতিষ চক্র কহা যায় জ্যোতিষ চক্রে যে স্থানে যে রাশি আছে তাহার সমান উত্তরে এবং দক্ষিণে যে স্থল তাহাকেও ঐ রাশি কহিতে হয় প্রত্যেক নক্ষত্র ত্রয়োদশাংশ বিংশ কলা হয় সুতরাং প্রত্যেক রাশি ত্রিংশদংশ হয় এই হেতু জ্যোতিষ চক্র এবং গৃহকক্ষা সকল দ্বাদশ রাশি দ্বারা ৩৬০ অংশে বিভক্ত হয় এবং পৃথিবীও ৩৬০ অংশে বিভক্ত হয় ঐ জ্যোতিষ চক্রকে অতি বলবান প্রবহ বায়ু সর্বদা পশ্চিমদিকে ভ্রমণ করাইতেছেন তৎপ্রযুক্ত গৃহ ও নক্ষত্রদিগের পূর্বদিকে প্রত্যাহিক উদয় এবং পশ্চিমদিকে অস্ত দেখা যাইতেছে কিন্তু জ্যোতিষ চক্র মধ্যে গৃহ সকল আপনঃ গতি ক্রমে নিরন্তর পূর্বমুখে গমন করেন সেই গতিক্রমে গৃহদিগের ভিন্নঃ রাশিতে সঞ্চার হয় পরন্তু তাহারদের উদ্ধাধঃক্রমে অবস্থান প্রযুক্ত পথের ন্যূনাতিরেক থাকাতে সঞ্চার কালের ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হইতেছে এবং শীঘ্রোচ্চ স্থানের এবং মন্দোচ্চ স্থানের আর পাত স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দিগের আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ এবং বিক্ষেপ দ্বারা গৃহদিগের বক্রগতি এবং শীঘ্র-গতি তথা আঁচরাদি গতি দৃষ্ট হইতেছে ॥

প্র । চন্দ্র এবং অন্যান্য গৃহগণকে কুচিৎ পশ্চিমে কুচিৎ পূর্ব দিকে উদয় দৃষ্ট হইতেছে ইহার কারণ কি ॥

উ । গৃহ সকল সূর্যের সম সূত্রপাতে অধোভাগে -বা উর্দ্ধে যখন থাকেন তখন তাহার অদৃশ্য হয়েন তৎপ্রযুক্ত তাহাঃ দিগকে অন্তগত কহা যায় এইরূপ সূর্যের অধোভাগে চন্দ্র যত

ক্ষণ স্থিতি করেন ততঃক্ষণকে অমাবস্যা। কহা যায় কিন্তু চন্দ্র সূর্য্যাপেক্ষা শীঘ্রগামী হয়েন সেই হেতু তাহার প্রথম উদয় পশ্চিমে সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে দেখা যায় এই প্রকারে সূর্য্যাপেক্ষা শীঘ্রগামী অন্যান্য গুরুও সূর্য্য হইতে পূর্ব্বদিকে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিকে উদিত হয়েন পরন্তু যেহ গুরু হইতে সূর্য্য শীঘ্রগামী হয়েন তাহার সূর্য্যের পশ্চিমে পূর্ব্বদিকে উদিত হয়েন ॥

প্র। চন্দ্র সূর্য্য গৃহণ কিস্তি হয় ॥

উ। সূর্য্যের যে পথ তাহার সহিত অন্যান্য গুরুরাণের যে স্থলে মেলন হয় সে স্থলকে পাত কহেন গুরু সকল সেই স্থলে আগত হইলে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যদি ঐ গুরুরাণকে উত্তরাদিকে নিঃক্ষেপ করেন তবে ঐ পাতকে রাহু শব্দে কহেন এবং দক্ষিণে করিলে কেতু শব্দে কহেন চন্দ্রমণ্ডল বৃহৎ প্রযুক্ত তিনি অম্প নিঃক্ষিপ্ত হয়েন আর মঙ্গলাদি পাঁচ গুরুর দূরে নিঃক্ষেপ হয় সূর্য্য এবং চন্দ্রপাতে অথবা পাতের অতি নিকট থাকিলে গৃহণ সম্ভাবনা হয় এই প্রকারে সকল গুরুর গৃহণ হয় কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য গৃহণ কালের মাহাত্ম্য প্রযুক্ত লোকে তাহার অত্যন্ত প্রচার আছে সে এইরূপ যে যে রাশিতে সূর্য্য থাকেন তাহার ছয় রাশি অন্তরে পৃথিবীর ছায়া আকাশগামী হয় সেই ছায়াতে যদি চন্দ্রপাত অর্থাৎ সূর্য্যের পথের সহিত চন্দ্রের পথের মেলন হয় আর চন্দ্র যদি পূর্ণিমা অন্তর্ভাগে থাকিয়া সেই স্থলগামী হয়েন তবে পৃথিবীর ছায়ায় চন্দ্র আচ্ছাদিত হওয়াতে চন্দ্র গৃহণ হয় । আর সূর্য্যের সম সূত্রপাত অধোভাগে যদি অমাব-

সূর্য্যর শেষাংশ চন্দ্রগাত স্থলগামী হয়েন তবে চন্দ্র দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত হওয়াতে সূর্য্যগুহণ হয় সূর্য্য সদা প্রবহ বায়ুগতিক্রমে পশ্চিম মুখে গমন করেন সুতরাং পৃথিবীর আকাশগামী ছায়া সূর্য্যের ন্যায় গতিতে সূর্য্য হইতে ছয় রাশি অন্তরে পূর্ব্বদিক গামী হয় চন্দ্র আপন গতির অনুসারে পূর্ব্বমুখে সূর্য্যাপেক্ষায় শীঘ্র গমন করাতে পশ্চিমদিক হইতে তাহার পূর্ব্বদিক স্থিত পৃথিবীর ছায়াতে প্রবিষ্ট হয়েন অতএব চন্দ্র গুহণের আরম্ভ পূর্ব্বদিকে আর মুক্তি পশ্চিমদিকে হয় । চন্দ্র আপন গতিক্রমে গাতস্থলে পূর্ব্বমুখে গমন করাতে পশ্চিমদিকে হইতে তাহার সম্মুখ স্থিত সূর্য্যের আচ্ছাদন করিতে আরম্ভ করেন তৎপ্রযুক্ত সূর্য্যগুহণ পশ্চিমে আরম্ভ এবং পূর্ব্বাংশে মুক্তি হয় । ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে যখন এই বঙ্গদেশে মধ্যাহ্ন হয় তখন তাহার পূর্ব্বদিকে অস্তকাল হয় আর পশ্চিমে ইংলণ্ডদেশে প্রাতঃকাল হয় অতএব সর্ব্বদেশে এক কালীন সূর্য্যাদি দর্শন হইতে পারে না এবং উদয় ও অস্তের কাল সর্ব্ব দেশে এক হইতে পারে না এই রীতি ক্রমে নানা দেশে তিথি নক্ষত্রমান এবং গুহক্ষুট প্রভৃতির বিশেষ হয় আর গুহণ প্রভৃতির কোথাও দর্শন কোথাওবা অদর্শন হয় । উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্রে ছয় মাস সূর্য্যোদয় হয় অপর ছয় মাস হয় না ॥

প্র । মেঘ কি ॥

উ । তাবৎ পৃথিবীর এবং সমুদ্রের বাষ্প তেজঃ পদার্থের আকর্ষণ শক্তি দ্বারা ক্রমোদ্ধৃত বায়ুতে জল সঞ্চয় অথবা শুষ্ক

হইয়া মেঘ জন্মে সেই মেঘকে বায়ু কতৃক নানা দিকে বেগে  
ব্যাপ্ত করায় কিন্তু একপ হওয়ার হেতু যথার্থ নির্দিষ্ট মনুষ্য  
দ্বারা হইতে পারে না এতাবৎ কৰ্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম  
ইন্দু বস্পিত আছে ॥

প্র । আকাশ কি পদার্থ ॥

উ । এক সূক্ষ্মদ্রব্য ও প্রকৃতি প্রাপক বস্তু জগদ্ব্যবহিত আছে ॥

প্র । বায়ু কি প্রকারে নির্ধাচ ॥

উ । অমিশ্রিত এবং অসম জাতীয় তাহার অমিশ্রিত এই মে  
সৰ্ব্বশরীরে প্রবেশানন্তর একদৃঢ়াকারে অবস্থিতি হইলে শূন্যতা  
বিনাশ হয় আর অসম জাতীয় এই যে ঐ রাশীকৃত বিক্রান্তবস্তু  
যোগে অস্মদাদির অবস্থিতি ও গতির কারণ হয়, আর তাহা  
স্বাগ প্রস্থাস দ্বারা রেচন ও পূরণ হয় ॥

প্র । হিল্লোল বায়ুর প্রকরণ কি ॥

উ । সূক্ষ্ম ও দ্রবীভূত বায়ুজাত যাহা তৎ প্রবাহ বহুকারে  
প্রচণ্ড সমীরণ উৎথিত করে । বেগবৎ বায়ু নির্বিড় মেঘ পথগ  
হইয়া বাধা প্রাপ্তে ক্ষুদ্র বেটন মধ্যে সঙ্কোচে ভ্রমণ জন্য ঘূর্ণাবয়ু  
আর যখন অন্য বিকল্প বায়ু এই সমূহ কারণে একত্র হয় তখন  
বেগবায়ুর প্রচণ্ডতা প্রাপ্ত হইয়া ঝড় হয় । বিকল্পবায়ু উৎপত্তির  
প্রধান হেতু স্থির বায়ুর উষ্ণতা প্রাপ্তে দ্রব এবং লঘু হওতা  
উদ্ধৃগমন করে এবং চতুর্দিকাবাস্তবায়ু ঐ স্থানকে পূরণ করে  
ততএব পৃথিবীর মধ্য স্থানস্থিত লোকেরা সূর্য্য সান্নিধ্য প্রযুক্ত  
সৰ্ব্বদা ঝড় প্রাপ্ত হয় এবং উভয় কেন্দ্র হইতে বায়ু আগত হেতু

উত্তরস্থ লোকেরা নিরন্তর উত্তরাগত এবং দক্ষিণস্থ লোকেরা দক্ষিণাগত বায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে । মধ্যস্থানীয় বায়ু উদ্ধে উঠিয়া পুনরায় স্থিরবায়ুর সমানতা রাখিবার নিমিত্তে কেন্দ্রে উপস্থিত হয় । ইহার এক প্রমাণ দর্শাইতে পারা যায় যদি কোন গৃহের কপাট বন্ধ করিয়া ঐ কপাটের উদ্ধে এবং অধঃস্থানে দুই ছিদ্র থাকে আর ঐ ছিদ্র নিকটে প্রদীপ রাখা যায় তবে দেখিবা নিম্নের দীপস্থিতি । ভিতরদিকে হেলিবেক এবং উপরের বাহির দিকে যাইবেক ইহার তাৎপর্য এই যে গৃহস্থ বায়ু রহিত অপেক্ষা উষ্ণ ও লঘু হেতু উপরের ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া যায় এবং তাহা পূরণ করিতে নিচের ছিদ্র দিয়া শীতল ও গুরুবায়ু প্রবিষ্ট হয় ॥

প্র । উল্কা কি পদার্থ ॥

উ । অচির অথচ মিশ্রিত কোন দ্রব্য বিশেষ আকাশে আভা সমান তাহা তৎস্থানস্থ কোন দৃশ্যবস্তু দ্বারা বিনির্মিত এবং নানাকারে প্রকাশিত এবং ইহা প্রকার ভয়ে বিভক্ত যথা তেজঃ বোম এবং অপ সঙ্গকীয় ॥

প্র । বিদ্যুৎ কি ॥

উ । কোন প্রশস্ত উজ্জল শিখা বায়ু সহকারে অধিক দূরে ঝাটিতি অচিরস্থায়িত্বকপে সগর্জনে বেগগামিনী হয় উৎপত্তির কারণ বায়ু নিকষিত কপে আকর্ষিত হইয়া বিশেষ মেঘোৎপত্তি হইলে তদাকর্ষণ প্রতিকূলতাচরণ পূর্বক সন্নিহিত হইয়া নির্গত হয় ॥

প্র। গজ্জর্জনোৎপত্তির বীজ কি ॥

উ। বায়ু দ্বারা তদালোড়নে এক বিদ্যুতীয় ধ্বনি হইতে অনর্থক শব্দ সম্ভাবিত যাহা উপযুপরি লুপ্তিত মেঘে উথিত হয় এবং অনিয়মিত হিল্লোলীত বায়ু যাহা তন্মধ্যে গমন করে, তৎসমূহে তাহার সম্ভাবনা ॥

প্র। কি হেতু গজ্জর্জন শব্দ কিয়ৎকাল তড়িৎ দর্শন পরে শ্রবণ হয় ॥

উ। তদ্ব্যনিকর্ণকন্ডরে প্রবেশাপেক্ষা তজ্জ্যোতির্গমন গোচর শীঘ্র হয় ॥

প্র। বজ্রাঘাতের হেতু কি ॥

উ। ঐ বিদ্যুৎ যৎকালে অসম্ভব বেগ সহিত ক্রিয়া হয় এবং পৃথিবীর সন্নিহিত হয় তৎকালে অশ্রুত জন্মায় ॥

প্র। খবন কি বস্তু ॥

উ। সুমৃৎ কিরণ সম্বন্ধীয় নানা বক্রতা দ্বারা বষাট সময়ে ন্যেীর প্রতিকূল স্থানে বজ্রাঘাত বর্ণোৎপত্তি হয় ॥

প্র। করকা কি বস্তু ॥

উ। মেঘকণা সকল দ্বারা আর্দ্রকালে শৈত্যবায়ু সহিত নিম্ন ভাগে আগত মাত্র পুনর্বার প্রগাঢ় হয় এবং ক্ষুদ্রত্বাধার (অর্থাৎ বরফ) আকার ও ক্ষীণ প্রায় জলবিন্দু তুল্য হয় ॥

প্র। তুষার কিরূপে সৃষ্ট ॥

উ। হৈমালয়ক সমস্ত স্থলের হিমবায়ু কতৃক উদ্ভব, সাধারণ সহিত মেঘগণ ইত্যন্তো ভ্রমণে গাঢ়তা হইতে ক্রমগতি দ্বারা



বৃষ্টিতে গলিত হইয়া হিমাকরে প্রগাঢ় হয় অতএব হেমন্ত সময়ে মেঘ সমূহ ক্ষুদ্র জলবিন্দু আকার প্রাপ্তি পূর্বক প্রত্যেক বিন্দু শিশির রূপে প্রগাঢ়, এবং একের অন্য প্রতি স্পর্শ মাত্র দৃঢ়ীভূত হিমরূপ হয়। শুষ্ক হওনের তাৎপর্য এই, যে হিমকণা সকল একত্রীত, পরে দৃঢ় কাঠিন উজ্জ্বল ও স্থানে নিয়োজিত হইয়া তৎ প্রতিবিম্ব ব্যাপ্ত হয় ॥

প্র। বৃষ্টি কি বস্তু ॥

উ। ইহা কেবল শীতল দ্বারা মেঘের গাঢ়তা ও ঘনতা আর ভারি হইয়া কতৃক ক্ষুদ্র কণা পৃথিবীতে পতন হয়, রাশীকৃত অত্যুচ্চ উপধূপরি মেঘ বৃষ্টির লক্ষণ দর্শায়, অক্লণোদয়াস্ত স্থান মলিন ও ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, তন্নিমিত্ত কদর্য কাল বোধ করায় এবং উত্তম রক্তবর্ণ অম্প বাষ্প প্রদর্শক উত্তম কাল চিহ্নদায়ক হয় ॥

প্র। কুজাটিকা কি পদার্থ ॥

উ। কোন জ্যোতির্বস্তু যাহাতে গাঢ়বাষ্প বভে, তাহা পৃথিবীর নিকটস্থ উপরি ভাগে ভাসমান হয়, ইহার উৎপত্তি পৃথ্বী হইতে যে বাষ্প উথিত হইয়া শূন্যে প্রথম প্রবেশে, শীতল সহিত আতি ক্ষায় রূপে গাঢ়তা প্রাপ্তি পূর্বক তাহারদিগের এতদধিক ভার হইয়া বৃদ্ধি হয়, যে কোন বিশেষ উচ্চ স্থানে উর্দ্ধ গমনে স্থকিতানন্তর কিয়ৎকাল দোলায়মান থাকে, নতুবা সূক্ষ্মবিন্দু বৃষ্টিবর্ষণে পুনঃ গমন করে। যখন এই বাষ্প অতিলঘু ও কোমল হয়, তখন অধিক উর্দ্ধে গমন অগ্রে গাঢ় হইয়া অদৃশ্য বিন্দু পূর্বক পুনঃ গমন করিলে শিশির সংজ্ঞক হয়। কোয়াসা কেবল অনুচ্চ মেঘ অথবা

বায়ুর সর্ব নিম্ন স্থানে স্থিত, আর মেঘবস্ত বস্ততঃ উর্দ্ধোখিত  
কুজ্জটিকা মাত্র ॥

প্র। ভূমিকম্প কি পদার্থ ॥

উ। পৃথিবীর অনেকাংশ বিপর্যয় হিল্লোলে বজ্র সদৃশ শব্দ সম  
ভিব্যাহারে এবং মর্কাদা সমীরণ ও ধুম অথবা জল বা বহি বিদা-  
রণে প্রকৃতির অতিশয় ভয়ানক আশ্চর্য দর্শন হয়, ইহা সম্ভা-  
বনার কারণ, যখন পৃথিবীর এক ভাগ অধিক আকর্ষণী অবস্থায়  
স্থিতি করে, তখন নিরাকর্ষণী মেঘ নিকটবর্ত্তি হইলে, পৃথিবীর  
ভিতর বহুক্রোশ পর্যন্ত ইটাতঃ শব্দোৎপত্তি হইয়া অচণ্ডোপ-  
দ্রব ঘটনা হয়, যে সকল মধ্যবর্ত্তি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প তাহার ভূম-  
পাত্ত অগ্নিই প্রদান কারণ অনুমান হয়, তাহা নানা আকর হইতে  
কোন২ বাষ্প, জল, যবক্ষার, গন্ধক, এবং মৃত্তিকা, তৈল দ্বারা  
পরিপূর্ণিত বাহ্যতে অগ্ন্যুৎপত্তি হয় ॥

প্র। তালুর ও অবোলক কি বস্তু, অর্থাৎ জোয়ার ভাটা ॥

উ। সমুদ্র জলের যে নিকৃপিত কালীক গতি তাহাকেই জোয়ার  
ভাটা কহে ইহা জলনিধি ১৫ দণ্ড প্রমাণে বিষুব রেখাংশ হইতে  
উত্তর এবং দক্ষিণে কেন্দ্রে বৃদ্ধি হয়, তদ্ব্যতি বশতঃ ক্রমশঃ ক্ষীণ  
হইয়া নদ্যাতির প্রবেশ পথে গমন পূরঃসর, তাহা নিব্বরে পুন-  
রাগমন করে। ইহার কারণ চন্দ্রাকর্ষণ দ্বারা উৎপত্তি, বৃষ্ণ ও  
শুক্লপক্ষে প্রাবল্য হয় তাহার কারণ, সেই সময়ে সূর্য ও চন্দ্র  
আকর্ষণ যোগে সমসূত্রপাত নাগে, জলের অধিক বৃদ্ধি হইলে  
চন্দ্র সূর্য্যাত্মক যোগে বিষুব রেখায় পুনরাধিক জল বৃদ্ধি হয়, অত

এব চৈত্র এবং আশ্বিন মাসে সেই কটালের আতিশয় হয়, আর  
অক্ৰমীতে স্বপ্ন হয় তাহার হেতু সূর্য ও চন্দ্র পরস্পর বিরুদ্ধ  
হইয়া, চন্দ্র ন্যূন করে এবং সূর্য বৃদ্ধি দায়ক হয় ॥

প্র। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারা সমস্ত তাবৎ পৃথিবীর ন্যায়  
পৃথক পৃথিবী কহিতেছেন, অতএব এসমস্ত বৃহদ্বস্ত শূন্য মধ্যে  
বিনা আশ্রয়ে স্থির থাকা, এবং নিয়মিত ভ্রমণ এক অন্যকে স্পর্শ  
না করা কিরূপে সম্ভবে ॥

উ। ঈশ্বরের ইচ্ছা, অনুমানের কারণ এই যে পরস্পরের আক  
র্ষণ শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আছে, একথা অনুভব সিদ্ধ যে হয়,  
তজ্জন্য তপ্ত জ্ঞান কিঞ্চিৎ পদার্থ বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন  
করে ॥

প্র। পদার্থ বিদ্যা কেমন ॥

উ। দ্রব্য সকলের সামান্য গুণের নিকপণ যাহা তাবৎ দ্রব্যের  
মূলীভূত আছে, ইহাই প্রথম ॥

প্র। তাবৎ দ্রব্যের মূলীভূত কয় গুণ এবং তাহারদিগের নাম  
কি ॥

উ। গুণ ছয়, এবং তাহারদিগের নাম প্রবেশাবরোধকত্ব, বিস্তা  
রত্ব, আকার, খণ্ডনীয়ত্ব, স্বতন্ত্র ক্রিয়ারহিতত্ব, এবং আকর্ষণ ॥

প্র। প্রবেশাবরোধকত্ব কি ॥

উ। প্রবেশাবরোধকত্ব গুণের অর্থ এই, যে কোন দ্রব্য এক  
স্থান আশ্রয় করিয়া থাকিলে তাহাকে স্থানান্তর না করিয়া অন্য  
দ্রব্য স্বকালে সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, কাঠন দ্রব্য

অপেক্ষা জ্বর দ্রব্য সকলকে অনায়াসেই স্থানচ্যুৎ করায়, কিন্তু ইহাতে তাহার দ্রব্যত্বের ব্যাঘাত হয় না, কারণ দুই কঠিন দ্রব্য যেমন এক কালীন এক স্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ এক জ্বরদ্রব্য এবং এক কঠিন দ্রব্য ইহারাও এক স্থানে থাকিতে পারে না, ইহার প্রমাণ এক পরিপূর্ণ জলের পাত্রে মধ্যে এক খানা চামচ রাখিলে যে স্থানে চামচ থাকিবেক সেই স্থানের জল উখলিয়া পাড়িবেক। জ্বরদ্রব্য হইতে বায়ু অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলেও প্রবেশাবরোধকত্ব গুণে সে নূন নহে, ইহার প্রমাণ এক শূন্য ঘট জল মধ্যে মগ্ন করিতে ঘটস্থ বায়ু জলবিদ্য হইয়া নির্গত হইলে জল পূর্ণ হয়, যেমন দুই কঠিন দ্রব্য এক স্থানে থাকিতে পারেনা তেমন জল ও বায়ু ইহারাও এক স্থানে থাকিতে পারেনা। পুনশ্চ এক্ষণে ঘট অধোমুখ করিয়া ডুবাইয়া দিলে তাহার অন্তরস্থ বায়ু কান মতে বাতির হইতে না পারিলে, সে পাত্র জলেতে পূর্ণ হয় না। অঙ্গজল তাহার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার কারণ সেই ঘটস্থ বায়ু জলের চাপে অঙ্গ স্থানের মধ্যে আকৃষ্ট হইয়, ঘটের উপরিভাগে থাকিবেক, কিন্তু ঐ উপরি ভাগে ছিদ্র করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মগ্ন হইবেক। যদিপি কাষ্ঠের মধ্যে প্রেক পোঁতা যায় তবে পূর্বে যে স্থানে কেবল কাষ্ঠেতে ব্যাপিত ছিল, তাহা কাষ্ঠ এবং প্রেক উভয়ে আশ্রয় করে, তাহার কারণ এই যে কাষ্ঠ সুছিদ্র ধাতু, তাহার পরমাণু সকলকে চাপিয়া সঙ্কোচিত করিয়া প্রেক আপন স্থান করিয়া লয়, ইহাতে কাষ্ঠের আয়তন বৃদ্ধি হয় না ॥

প্র। বিস্তারত্ব গুণ কি ॥

উ। বিস্তারিত্ব নামে দ্রব্যের যে দ্বিতীয় গুণ সে এই যে কোন এক স্থানকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার দীর্ঘতা, প্রশস্ততা, এবং গভীরতা অবশ্যই থাকিবেক, এই তিনকে বিস্তারিত্বের পরিমাণ কহে। কোন দ্রব্যের কিম্বা স্থানের উর্দ্ধভাগ হইতে অধোভাগ পর্যন্ত যে পরিমাণ, তাহাকে উচ্চতা কহা যায়, ওসার যে পরিমাণ তাহাকে প্রশস্ততা কহা যায় ॥

প্র। আকার কি ॥

উ। দ্রব্যের আয়তনের চতুর্দ্দিগের যে সীমা সে সেই বস্তুর আকার আকার শূন্য কোন দ্রব্য হয় না ॥

প্র। খণ্ডনীয়ত্ব কি ॥

উ। বস্তু সকল অনংখ্যখণ্ডে বিভক্ত হইতে পারে এই মন্তব্য, তাহার নাম খণ্ডনীয়ত্ব, যেমন এক কণা বালুকা দুই খণ্ড করিয়া তদুপযুক্ত অস্ত্র থাকিলে চারিখণ্ড করা যায়, পরে তাহা পেষণাদি দ্বারা একপ সূক্ষ্ম করা যায় যে কেবল অনুভব মাত্র থাকে। অঙ্গের তন্তুকে সুতা করিলে গন্ধাশত ভ্রোশ লম্বা হইতে পারে। এক কম্বলী জলে কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিলে সমুদয় জল মিষ্ট হয়। এক কাঁচ পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে এক বিন্দু আলতা দিলে সমুদয় জল রক্তিমাবর্ণ হয়। সেইকপ এক সুগন্ধ দ্রব্যের সিসি খুলিলে তাহার গন্ধ সমুদায় গৃহ পরিপূর্ণ হয়। ইহাতে এই অনুমান করিতে হইবেক যে ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের পরিমাণ নাসিকায সংলগ্ন না হইলে গন্ধ পাওয়া যায় না, যেমন সুস্বাদু ফলের রস জুসায় সংলগ্ন ব্যতিরেকে আত্মাদ গ্রহণ হয় না, তন্মাৎ বিবে

চনা করিতে হইবেক, যেমন উক্ত বাতচার প্রাপ্তে অব্যবসায়  
 হের বা সাধারণ গুণের কোন হানি না হইয়া, কেবল অংশ পৃথক  
 হইয়া বিস্তারিত প্রাপ্ত, তদ্রূপ কোন অব্যবসায় দক্ষ করিলে ধূম  
 উড়িয়া যায়, কিঞ্চিৎ ভস্মাবশিষ্ট দৃষ্টে অব্যবসায় নাশদ জ্ঞান  
 অযোগ্য, যেহেতুক যদি বস্তুর পরমাণু বাতাস অদৃষ্ট, তাহাকে নাশ  
 দলা যায় তবে অতিশীঘ্র অজগতের নাশ সম্ভাবিত হয়। অতএব  
 কালেতে তাবৎ প্রত্যক্ষ অব্যবসায় নাশদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু পর  
 মানুর নাশ হয় না, এবং পুনরায় ঐ পরমাণু দ্বারা সৃষ্টি হয়।  
 আমরা মরিলে আমার দিগের শরীর সেইরূপ নৃতিকা হইবেক,  
 যে নৃতিকা হইতে ঐ শরীর জীবদেহের আত্মাদি পাইয়া রক্ষা  
 পাইয়াছিল, এই গতিক্রমে জীবের পূর্ক দেহাজিজ্ঞাসা, বিদ্যা, বুদ্ধি,  
 মনোভাব, এবং জ্ঞান, পরদেহে প্রাপ্ত অনুমান সিদ্ধ হয়।

প্র। স্বতন্ত্র ক্রিয়া রহিতত্ব গুণ কি।

উ। অকর্ম্মণ্য অব্যবসায় কোন কর্ম্ম করিতে বাধকতা করে অর্থাৎ  
 অব্যবসায় নাহি স্বয়ং গমন করিতে বা স্থির হইতে পারে না কিন্তু  
 উভয় কর্ম্মেতেই বাধকতা জন্মাইবার শক্তি আছে। কোন অচল  
 বস্তুকে সচল করিতে যেমন শক্তির আবশ্যক হয়, কোন সচল  
 বস্তুকে স্থির করিতেও সেইরূপ শক্তির প্রয়োজন হয় অতএব  
 এই উভয় কর্ম্মেতেই বাধা জন্মাইতে পারে যে শক্তি, তাহাকে  
 অব্যবসায় স্বতন্ত্র কর্ম্ম রহিতত্ব গুণ কহা যায়। ইহার প্রমাণ গুলি-  
 দাণ্ডা খেলাইবার সময় বেগে চালাইতে যেমন অধিক বলের  
 প্রয়োজন, তেমনি তাহার ধরিবার কালে স্থির হওনের প্রতিবন্ধক

যে বেগ তাহারো অনুভব হয়। অকর্মণ্য দ্রব্য সকল যেমন স্বয়ং চলিতে পারে না সেই রূপ স্থির হইতেও পারে না সুতরাং এক গমনশীল ভাঁটা যখন স্বয়ং স্থির হয় তখন কহিতে হইবে কোন কারণ বশতঃ সে স্থির হইয়াছে। সেই কারণের বিবরণ পশ্চাৎ আকর্ষণ গুণের ব্যাখ্যাতে উপলব্ধি হইবেক ॥

প্র। আকর্ষণ কি ॥

উ। এক পরমাণু যে অন্য পরমাণুক আকর্ষণ করে ও একের সহিত অন্যের সংযোগ তাহা আকর্ষণ শক্তির দ্বারা হইয়া থাকে। তাবদন্তর মধ্যেতেই অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরমাণু আছে এবং তাহার প্রত্যেক পরমাণুতে একপ এক আকর্ষণ শক্তি আছে যে এক পরমাণুর অত্যন্ত নিকটে যদি অন্য পরমাণু থাকে, তবে ঐ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া পরস্পর একত্র হয় এবং দ্রব্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু সকল পরস্পর একত্রে সংযুক্ত না হইলে, তাহাতে আকর্ষণ শক্তি আছে কি না তাহা জানা যায় না এবং যখন তাহারদিগের সংযোগ হয় তখনই তাহারা ঐ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা মিলিত হয় তন্মিলিতে ইহাকে সমবেত আকর্ষণ কহে, যদি ঐ আকর্ষণ শক্তি দ্রব্যেতে না থাকিত, তবে কঠিন বস্তুর অংশ সকল পৃথক্ হইত, অর্থাৎ তাবতের পরমাণু সকল স্বতন্ত্র হইয়া যাইত কিন্তু দ্রব্য সকলের দৃঢ়তা ও কঠিনতা দেখিয়া আমরাদিগের একপ সংস্কার হইয়াছে যে দ্রব্যের পরমাণু সকল একত্রে মিলিত হইতে যে আর কোন শক্তির অপেক্ষা করে ইহা কোন রূপে বোধগম্য হয় না। দ্রব দ্রব্য সকলেতেও সমবেত আকর্ষণ থাকে

তাহার দৃষ্টান্ত অঙ্কুলীর উপর একবিন্দু জল রাখিলে ঐ আকর্ষণ শক্তিতে সেই জলকে অঙ্কুলীর অগ্রে ধারণ করিয়া রাখে এবং তাহার মধ্যে যত ক্ষুদ্র জলীয় পরমাণু থাকে, সে সকল পরমাণুকেও পরস্পর বন্ধ করিয়া রাখে । বস্তুর পরমাণু সকলের পরস্পর যত অধিক সংযোগ হয়, ততই তাহারদিগের আকর্ষণ প্রবল এনিমিত্তে জ্বা দ্রব্যের আকর্ষণ অপেক্ষা কঠিন জ্বাব্যের আকর্ষণ অধিক হয়, সূক্ষ্মপদার্থ সকল যত পাতলা এবং লঘু হয়, ততই তাহারদিগের পরমাণুর আকর্ষণ অস্পষ্ট হয়, কারণ ঐ সকল পরমাণু তৎকালীন পরস্পর অত্যন্ত দূরে থাকে । বায়ুর ন্যায় যে সকল সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহার দিগের পরমাণুর পরস্পর কিছুই আকর্ষণ নাই, কিন্তু অন্য২ দ্রব্যের ন্যায় বায়ুতেও সমুদয় গুণ আছে, অতএব বায়ু যে একেবারে আকর্ষণ শক্তি রহিত ইহা সম্ভব হয় না, কিন্তু বায়ুর পরমাণু সকল পরস্পর অত্যন্ত দূরে থাকাতে তাহারা আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, এবং মনুষ্যেরা বায়ুর পরমাণু সকলকে চাপিয়া একপে একত্রে মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়া ছিল, যে তাহারা যাহাতে পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বন্ধ থাকে, কিন্তু তাহা নিরর্থক হইয়াছে । নানা বস্তুতে নানা প্রকার আকর্ষণ থাকাতে কোন বস্তু কঠিন ও কোন বস্তু কোমল হয়, ভিন্নিভিন্নে দ্রবদ্রব্য সকলেরো কেহ ঘন কেহবা তরল হয়, কঠিন জব্যই হউক অথবা দ্রব জব্যই হউক, যাহার মধ্যে যত অধিক আকর্ষণ শক্তি থাকে সেই বস্তু তত ঘন হয়, যে শক্তি দ্বারা বস্তু সকল আপন২ শরীরের দ্রব্য পদার্থ ধারণ করে, পদার্থ



বিদ্যাতে সেই শক্তিকেই ঘনত্ব কহে, তরল শব্দেতে ঘনত্বের বিপরীত অর্থাৎ দ্রব্য পদার্থের অস্পষ্টতা জানায়, যেমন পারাকে অত্যন্ত ঘনদ্রব্য বলা যায় এবং দুধাদিকে পাতলা দ্রব্য বলা যায়, কোন বস্তুর শরীরের মধ্যে যত দ্রব্য পদার্থ থাকে, তাহা ঐ বস্তুর ভার দ্বারা নির্ণয় করা যায়, যে সকল বস্তুর তুল্য শরীর থাকে তাহার মধ্যে যে বস্তু অধিক ভারি, তাহাকেই গুরু কহা যায়, যথা ধাতুকে কাষ্ঠ অপেক্ষা গুরু ॥

প্র। যদি বস্তুর পরমাণু সকল অত্যন্ত নিকট থাকিলে তাহারা পরস্পর আকর্ষণ করে, তবে সেই সকল পরমাণু আকৃষ্ট হইয়া যত নিকট হইত ততই তাহার দিগের আকর্ষণের বৃদ্ধি হইতে কেন না পারে, এবং যে পর্যন্ত তাহার পরমাণু সকল অত্যন্ত দূর সংযোগের দ্বারা বদ্ধ না হয়, সে পর্যন্ত ক্রমেই তাহার গুরুতার ও বৃদ্ধি কেন না হইতে থাকে ॥

উ। একপ কদাপি হইতে পারে না, কারণ গোলাপ্পঙ্খ মাখন প্রভৃতি কোনল দ্রব্যের পরমাণু সকলের পরস্পর আকর্ষণ বৃদ্ধি হইলেও, তাহারা কখন লৌহের ন্যায় কাঠন হইতে পারে না কারণ ঐ সকল দ্রব্যেতে অত্যন্ত পরমাণু থাকে, ইহারা পরস্পর নিকট হইয়াও আকর্ষণ অত্যন্ত হয়, এবং তাহারা সঙ্কীর্ণ বস্তু। ঐ সকল হিঙ্গ্র মধ্যস্থ বায়ুর স্থিতি স্থাপক শক্তি দ্বারা তাহার পরমাণুকে দৃঢ়তর সংযোগ হইতে দেয় না এবং বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ তেজঃ ঐতেজঃ আকর্ষণ শক্তির সর্বদা প্রতিবন্ধকতা করে কথিত আকৃষ্টেজঃ পদার্থ সর্বদা দ্রব্যের পরমাণু সকলকে ভিন্ন

ভিন্ন করিতে যত্ন করে কেবল আকর্ষণ শক্তিতে সমবেত করিয়া রাখে, ইহার দৃষ্টান্ত কোন বস্তুকে উষ্ণ করিলে তাহার পরমাণু সকল স্বতন্ত্র হয়, তেজঃ দ্বারা বস্তু সকলের শরীর স্ফীত অর্থাৎ আয়ত হয়, দেখ, নবনীতকে উষ্ণ করিলে প্রথম কিঞ্চিৎ স্ফীত হয় পরে তাহার পরমাণুর আকর্ষণ শক্তি ক্রমে অল্প হওয়াতে তাহার পরমাণু সকল পৃথক্ হইয়া এবস্ত্র জলের ন্যায় হয়, এবং পান্তু সকল ও অন্য যে সকল দ্রব্য গলিতে পারে তাহারও অগ্নি সংযোগ করিলে দ্রব হয়, দ্রবদ্রব্য সকলেতে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহার স্ফুটিয়া উঠে, পরে যখন তাহাদের সমবেত আকর্ষণ অপেক্ষা তেজের শক্তি প্রবল হয়, তখন তাহার দিগের পরমাণু সকল পৃথক্ হইয়া বাষ্প ও ধূমাকার হয়, কিন্তু তেজের শক্তিকে বায়ুতে যেকপ প্রত্যক্ষ হয় অন্য কোন দ্রব্যতে সেরূপ হয় না, তেজের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলে বায়ু অত্যন্ত স্ফীত ও আকৃঙ্কিত হয়, এই আকর্ষণ শক্তিতে বাষ্প সকলকে জলবৎ করে, এবং বিন্দু হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহাতে বৃষ্টি হয় যেহেতু হইতে যখন জল পড়ে, তখন ঐ জল একেবারে বিন্দু হয় না প্রথম তাহার কুয়াসা অর্থাৎ বাষ্পাকার হইয়া থাকে, ঐ বাষ্পের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম জলীয় পরমাণু থাকে তাহার অধোগমন করিবার কালীন পরস্পর আকর্ষণ করে, এবং তন্মধ্যে যে সকল পরমাণু পরস্পর অতি নিকটবর্তি হয়, তাহারাই আকৃষ্ট হইয়া বিন্দু হয়, এইরূপ জল প্রথম কুয়াসার ন্যায় হয়, পরে অবস্থার পরিবর্ত হইলে বৃষ্টি হয়, শিশির প্রথমে বাষ্প

বর্ণ দ্বারা আকৃষ্ট হইলে ঘাসের উপর বিদ্যুৎ হয়, পরমেশ্বরের  
 যত আশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে তন্মধ্যে সমবেত আকর্ষণের যে এক  
 আশ্চর্য্য আর আছে তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে, এইশক্তির  
 দ্বারা নলের মধ্যে দিয়া জল উচ্চ হইয়া উঠে, কিন্তু যে সকল  
 নলের ছিন্ন একপ সূক্ষ্ম হয় যে ঐ নলের মধ্যেতে যে আকর্ষণ  
 শক্তি আছে এবং জলীয় পরমাণুর পরস্পর যে আকর্ষণ আছে,  
 ঐ দুই আকর্ষণের যোগেতে জল উপরে উঠিয়া যায়, দেখ যদি  
 এক জলপূর্ণ পাত্রে মধ্যে একটা কাঁচের নলকে ডুবাইয়া দেও,  
 তবে সেই নলের মধ্য দিয়া জল উর্দ্ধে উঠিবে এবং ঐ জল নলের  
 কতক দূর উর্দ্ধে উঠিয়া স্থির হইয়া থাকিবেক, কারণ নলের  
 মধ্যে যে জল প্রবেশ করে, তাহার ভার অধিক হইলে জল ও নল  
 উভয়েরি আকর্ষণ প্রবল হইতে পারে না, এবং যদি নলের ছিন্ন  
 অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, তবে জল অধিক উর্দ্ধে উঠে, যদি নানা প্রকার  
 হিঙ্গুযুক্ত কতগুলি নল জলের মধ্যে ডুবায়, তবে দেখিবা যে তাহার  
 কোন নলের মধ্যে জল অধিক কোনটার বা অল্প উচ্চে উঠে,  
 পরীক্ষা করিবার সময় জলেতে কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত  
 করিয়া জলকে রক্তিমাবর্ণ করিলে, নলের মধ্যে কত দূর জল উঠে  
 তাহা স্পষ্ট দেখা যায়, সোলা, স্পঞ্জ, পাউরুটি, সূত্র, প্রভৃতি সহিষ্ণু  
 দ্রব্যকে নলের ন্যায় বলা যাইতে পারে, এবং এক চিনির ডেলা  
 অল্প জলে ডুবাইয়া দিলে জলে, ডুবা অগেকা অধিকদূর পর্য্যন্ত  
 জল উঠিয়া তাহার অগ্রদেশ পর্য্যন্ত ভিজাইবেক ॥

প্র। আকর্ষণ কয় প্রকার ॥

উ । দুই প্রকার সমবেত আকর্ষণ এবং ভারকণ আকর্ষণ  
তন্মধ্যে সমবেত আকর্ষণের মর্মা উপরে কহিলাম ॥

প্র । ভারকণ আকর্ষণ কেমন ॥

উ । ভারকণ আকর্ষণ এই, যে একখান পুস্তক হস্ত হইতে পরি-  
ত্যাগ করিলে অথবা এক খণ্ড প্রস্তর উর্দ্ধে নিঃক্ষেপ করিলে,  
তদুভয় ভূমিতে পতিত হয়, তাহার কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা  
হয়, পৃথিবীতে মত বস্তু আছে তাহা হইতে পৃথিবী বৃহৎ তন্নি-  
মিতে কোন বস্তু শূন্য ভাগে থাকিলে পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা  
নীচে পতিত হয়, দ্রব্য সকল যে স্বধর্ম্য ক্রমে ভূমিতে পতিত হয়,  
তাহার কারণ না জানিয়া কেবল ঐ স্বধর্ম্য জানাতে যেমন তৃপ্তি  
হয়, তাহা অপেক্ষা পৃথিবীর আকর্ষণের নিমিত্তে বস্তু ভূমিতে  
পতিত হয় জানিলে অধিক তৃপ্তি জনক হয়, অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরমা-  
ণুবর্ধি বৃহদ্বস্তুর পর্য্যন্ত তাবতেরি আকর্ষণ শক্তি আছে, এবং তাব-  
দ্রব্যই আপন২ দ্রব্য পদার্থের পরিমাণানুসারে পরস্পর আক-  
র্ষণ করে, অর্থাৎ যে বস্তুতে অধিক দ্রব্য পদার্থ থাকে সে অল্প  
দ্রব্য পদার্থ বিশিষ্ট বস্তুকে অধিক আকর্ষণ করে, এবং যে বস্তুতে  
অল্প দ্রব্য পদার্থ থাকে সে অধিক দ্রব্য পদার্থ বিশিষ্ট বস্তুকে  
অল্প আকর্ষণ করে ॥

প্র । পর্ত্ত সকল তবে অট্টালিকা ও মন্দির প্রভৃতিতে আব-  
র্ষণ করিয়া না লয় কেন এবং ক্ষুদ্র গৃহকেই বা বৃহৎ অট্টালিকা  
টানিয়া না লয় ইহার কারণ কি ॥

উ । পর্ত্ত সকল ইহাদিগকে টানিয়া লইতে চেষ্টা পায় বটে

কিন্তু অট্টালিকার ইস্টকাচি অন্যান্য মসলার সমবেত আকর্ষণের, এবং পৃথিবীতে প্রাচীর সকল বন্ধ আছে তাহা হইতে পর্বতের আকর্ষণ প্রবল হইতে পারে না। কোন বৃহদ্বস্তুর আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর আকর্ষণ নিরস্ত হয় তাহার নিদর্শন আছে, যেমন কোন ভগ্ন পর্বতের পার্শ্বে থাকিয়া ওলন সূত্র ধরিলে সেই সূত্র ঐ পর্বতের ঠিক নীচে না পড়িয়া, তাহার পার্শ্বদিকে কিঞ্চিৎ হেলিয়া পড়ে, কারণ পৃথিবীর লম্বায়মান আকর্ষণ তাহার সহিত ঐ পর্বতের পার্শ্বের আকর্ষণ মিলিত হয়।।

প্র। এক লৌহ নির্মিত বহুলাকার এবং বস্ত্র নির্মিত বহুলাকার শূন্যে নিঃক্ষিপ্ত হইলে উভয়ে এক কালীন ভূমে পতিত না হইয়া, লৌহ নির্মিত দ্রব্য অগ্রে পতিত হয় ইহার ভাব কি।।

উ। বস্ত্র সকল পতিত হওন কালে বায়ুকে স্থানান্তর করিয়া তাহার মধ্যে দিয়া গমন করে, লঘু দ্রব্য অপেক্ষা গুরু দ্রব্য ঐ বায়ুকে অধিক নিবারণ করে, সমানাকৃতি বস্ত্র নির্মিত অণ্ডাকার অপেক্ষা লৌহ নির্মিত প্রায় শতগুণ অধিক দ্রব্য পদার্থ বিশিষ্ট সূতরাং তাহার পতন রুদ্ধ করিতে বায়ুর শতগুণ অধিক শক্তির আবশ্যক হয়।।

প্র। বায়ু কি সংযোগে আছে।

উ। বায়ু ও পৃথিবীর আকর্ষণের অধীন বটে, যেমন কোন পাত্রস্থ জলের তলায় যে জল থাকে, সেই উপরের জলকে ধারণ করে, সেইরূপ যে বায়ু পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া আছে তাহারাই উপরের বায়ুকে ধারণ করে, তন্মিমিত্তে নীচের বায়ু পৃথিবীর

আকর্ষণ শক্তি এবং উপরের বায়ুর ভারের দ্বারা আকৃষ্ট প্রযুক্ত, উপরের বায়ু অপেক্ষা নীচের বায়ু ঘন ॥

প্র । ইহার প্রমাণ কি ॥

উ । আপাতক এক দৃষ্টান্ত যেমন ধূম, এবং বাষ্প উপরে উঠিয়া যায় । পৃথিবী বেষ্টিত যে আকৃষ্ট বায়ু তদপেক্ষা তাহার লঘু, যেমন সোলা কিয়া তৈল জলে পড়িলে তাহার ভাগিয়া উঠে, জলেতে এবং বায়ুতে ভিন্নতা এই, যে জলের ভার গর্ভত্র সমান, বায়ু যত উর্দ্ধে গমন করে ততই লাঘব অতএব যে স্থান পর্যন্ত বায়ুর ভারের সহিত ধূম এবং বাষ্পের ভার সমান না হয়, তত দূর উঠিয়া স্থির হয়, বায়ু অপেক্ষা ধূমের লঘুতা ইওয়ার আর এক কারণ এই, যে অগ্নির সংযোগে তাবদ্রব্যের পরমাণুকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আয়তন বৃদ্ধি করে, সুতরাং লঘু হয়, তদ্রূপ বায়ুকেও লঘু করে, অতএব উষ্ণবায়ু লঘু প্রযুক্ত তৎ সমভিব্যাহারে যে বস্তু দৃঢ় হইতে থাকে, তাহার পরমাণু সকল বাষ্পাকার হইয়া উর্দ্ধে গমন করে, যখন ঐ উষ্ণ বায়ুর সহিত শীতল বায়ু মিশ্রিত হয়, তখন ঐ বাষ্প মধ্যের স্থূল পদার্থ বাধা পাইয়া তাহাতে ঝুল ও ভূসা হয় এই গতিক্রমে বেলুন যন্ত্র অর্থাৎ ফানস উর্দ্ধে উঠিয়া যায় ॥

প্র । আমরা বাহার উপর স্থিতি করিতেছি এপৃথিবী কি চির কাল আছে ॥

উ । পুরাণ মতে তাবৎ বস্তুর সৃষ্টি স্থিতি নাশের ন্যায় জগতের সৃষ্টি স্থিতি নাশ বারম্বার কল্পনা করেন, কিন্তু ন্যায়বাদিরা

মহাপ্রলয় কল্পনা করেন না, কহেন পৃথিবী চিরকাল আছে, জল  
 গ্লাবন ইত্যাদি দ্বারা কোন২ দেশ বা দ্বীপ নাশ হইতে পারে,  
 তাবৎ পৃথিবীর নাশ অসম্ভব। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা ৫৮৩৮  
 কেহবা ৫৮৪২ এইমত বৎসর সৃষ্টি কল্পনা করেন, ভারতবর্ষীয়  
 জ্যোতিষ বক্তরা ৩৮৯২৯৩৯ বৎসর সৃষ্টি কহেন অতএব ইও-  
 রোপীয় পণ্ডিত দিগের এতদ্রুপ অস্পকাল কল্পনার হেতু এই  
 বোধ হইতে পারে, যে তদন্তর্গত দেশে ইতিহাসাদি লিখিবার  
 রীতি কিম্বা সভ্যতা অথবা কর্মণোপযোগী উক্ত কালাবস্থিতই  
 হইবেক, জ্যোতিষ বক্তারো এতদ্রুপ দীর্ঘকালাবচ্ছেদাবচ্ছেদ  
 পৌরাণিকের কথিত প্রাপ্ত পুরাণ মতের রাজাদিগের নামপৃথক  
 ব্যক্তি এবং তাঁহার দিগের জীবদ্দশার কাল মনুষ্যাদির ন্যায়  
 সংখ্যা বিবেচনায় তাদৃক কাল যদ্যপি অসম্ভব হউক, তত্রাপি  
 ৫৮৩৮ বৎসরাপেক্ষা অনেক অধিক বোধ হয়, যে হেতুক প্রায়  
 উক্ত সংখ্যক কলিযুগাদি, তাহা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পর  
 এবং তৎকালাবধি দিল্লীশ্বরের নাম প্রায় যাজ্ঞল্যমান, এবং শক  
 নিকপিতদৃষ্ট হইতেছে, ইহার পূর্ব সত্যযুগে বুজা অবধি অনেক  
 ঋষির নাম এবং সূর্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় শাখায় অনেক  
 রাজার নাম দেখা যায়, তন্মধ্যে সৃষ্টি প্রথম কেবল ৫০০০ পাঁচ  
 হাজার বৎসর সম্ভব বোধ হয় না, এবং তদ্রুপ ৩৮৯২৯৩৯ বৎ  
 সরের ইতিহাস শ্রেণী পূর্বক, আর পৌরাণিকের মতের ঋষি-  
 দিগের আয়ু যদি তদ্রুপ দীর্ঘ বিশ্বাস না করা হয়, তবে সৃষ্টি কত  
 কাল ইহা স্থির বলা হয় না এবং কোন দেশ অধিক কাল কোন

দেশবা অস্পকাল স্থাপিত এবং সভ্যতার আরম্ভ অথবা পর-  
স্পর অপরিচিত হেতুক পরিমাণের অনৈক্য হউক । কথিত  
আছে যে অদ্যাপি এমত দ্বীপান্তর সম্ভাবিত যে অস্মদাদির শ্রবণ  
অগোচর ॥

প্র । জ্যোতির বস্তুরা উক্ত ৩৮৯২৯৩৯ বৎসর সৃষ্টি কিরূপ  
বিভাগ করেন ॥

উ । প্রথম সত/যুগ ১৭২৮০০০ বৎসর ব্যাপ্ত তাহারপর ত্রেতা  
যুগ ১২৯৬০০০ বৎসর তৎপর দ্বাপরযুগ ৮৬৪০০০ বৎসর তাহার  
পর কলিযুগ আরম্ভ, অর্থাৎ ৪৯৩৯ বৎসর হইয়াছে, এমৎকালের  
মধ্যে অনেকানেক দ্বীপ সমুদ্রে মগ্ন এবং নূতন অনেক হইয়াছে

প্র । একপ ঘটনা কিরূপে হয় ॥

উ । ঈশ্বরহায হয়, কিন্তু ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা এক অনু-  
মান করেন, যে মহাসমুদ্রে ভূমিকম্প দ্বারা দ্বীপ নষ্ট হয়, আর  
করালাইন নামে পুস্পের আকার এক জাতি কাঁট আছে,  
তাহারাসমুদ্রের জলের অধোভাগে নৃত্তিকারচনা আরম্ভ করিয়া  
যতদূর উপরে জল পায় ততদূর পর্কতাকার করে, তাহাই  
কালেতে দৃঢ় হয়, এবং তাহার উপর সমুদ্রীয় পক্ষিরা বিশ্রাম  
করিতে বসিয়া মল ত্যাগ করে, তাহাতে নানা বৃক্ষের বীজপতিত  
হইয়া বৃক্ষোৎপত্তি হয়, পরে জীব এবং মনুষ্য গিয়া বাস করে ।

প্র । পৃথিবীতে কত দ্বীপ আছে ॥

উ । সংস্কৃত শাস্ত্রমতে সমুদ্রদ্বীপ, এবং যাহাতে অস্মদাদি স্থিতি  
করিতেছি ইহাকে জম্বুদ্বীপ কহে, এই জম্বুদ্বীপে মল্লবর্ষ, তাহার



ভারতবর্ষের নাম এক্ষণে হিন্দুস্থান, অন্যান্য বর্ষ ইদানী ইওরোপ প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইয়াছে । ভূগোল বৃত্তান্ত পুরাণ মতে যে রূপ বর্ণন আছে, তাহা এক্ষণে প্রত্যক্ষ হয় না, এজন্য অনুমান হয়, পুরাণাদি যোগশাস্ত্র, তাহাতে এসমস্ত ব্যাপার সূক্ষ্মরূপ না থাকিবার সম্ভাবনা, জ্যোতিষ বক্তার প্রবাদ বিশ্বাসনীয় বটে কিন্তু তাহা এক্ষণে প্রায় লোপ. অথবা বহুকাল গতে অনেক পরিবর্ত হইয়া থাকিবেক, পবে এমন কোন যোগ্য পাত্র রাজা হন নাই, যে পুনরায় উদ্ধার করেন, অতএব ইওরোপীয় রাজা দিগের প্রযত্নে এতদেশীয় পণ্ডিতেরা যাহা ইদানী স্থির করিতে ছেন, তাহাই দৃষ্ট হয়, সুতরাং বিষয় ব্যাপারে চলিত, অতএব সেইমত ব্যাখ্যা করা উচিত হয় ॥

প্র। ইওরোপীয় শাস্ত্র মতে কয় দ্বীপ ॥

উ। সমুদ্র দ্বারা যাহা বিভক্ত নহে এমনত মহাদ্বীপ দুই, আর যাহা জলের দ্বারা বেষ্টিত, তাহার নাম দ্বীপ, তন্মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্র তাহাকে উপদ্বীপ কহেন, স্থলের যে ভাগ জলদ্বারা প্রায় বেষ্টিত, কিন্তু মহাদ্বীপ কিম্বা অন্য কোন দ্বীপের সহিত সূক্ষ্মাংশে সংযুক্ত থাকে, তাহাকে প্রায় দ্বীপ, এবং ভূমির যে ভাগ মহাদ্বীপাদি হইতে সমুদ্রাদির মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত ক্রমেঃ ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহার নাম অন্তরীপ ॥

প্র। দুই মহাদ্বীপ এক্ষণে কাহাকে বলে, এবং তাহারদিগের নাম কি ॥

উ। এক্ষণকার যে দুই মহাদ্বীপ তাহার এক, তিনখণ্ডে বিভক্ত

মধ্য এশিয়া দেশ, অফ্রিকা দেশ, এবং ইউরোপ দেশ, দ্বিতীয়  
মহাদ্বীপ আমেরিকা নামে বিখ্যাত আছে ॥

প্র । দ্বীপের নাম কি ॥

উ । ইংলণ্ড, ঐর্লণ্ড, হাঙ্গেণ্ড, লক্ষা, গ্রীনলণ্ড, বর্গিন্ড, এবং মাদাগাস্কার ॥

প্র । উপদ্বীপ কি কি ॥

উ । নেটহলিনা, মোহিম, জাবা, সুমাত্রা, জাপান ইত্যাদি ।

প্র । প্রায়দ্বীপের নাম কি ॥

উ । মালাকা ইত্যাদি ॥

প্র । অন্তরীপের নাম কি ॥

উ । কেপ, কুমারিকা, কেপহার্ণ ইত্যাদি ॥

প্র । তাবদ্বীপাদি একত্র করিলে কত জল কত স্থল ॥

উ । দুই ভাগ জল এক ভাগ স্থল কিন্তু যদি অজ্ঞাত দ্বীপান্তর  
থাকে এমত হয় তবে স্বতন্ত্র কথা ॥

প্র । ইউরোপ কোন দেশ ॥

উ । ইউরোপ এই এশিয়ার বায়ুকোণে, তদন্তর্গত দেশের  
নাম আক্টিয়া, ডেনমার্ক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, আই  
য়রলেণ্ড, হাঙ্গেণ্ড, নেথরলেণ্ড, পোরটুগেল, পুর্সিয়া, স্পেইন,  
সুইডেন, সুইটজরলেণ্ড, টরকি, এবং রুসিয়ারকিয়দংশ ॥

প্র । অফ্রিকা কোন দেশ ॥

উ । অফ্রিকা এশিয়ার নৈঋতকোণে, তদন্তর্গত দেশের নাম  
থবস, উবমাসা অন্তরীপ, মিসর, এবং মাদাগাস্কার ॥

প্র । এমেরিকা কোন দেশ ॥

উ । এমেরিকা এই এশিয়ার পূর্বদিকে, এবং পশ্চিম দুই বলা যায়, অর্থাৎ বিপরীত দিকে আছে তদন্তর্গত দেশের নাম উত্তর এমেরিকা, মিলিত রাজ্য, এবং পশ্চিম ইণ্ডিয়া ॥

প্র । এশিয়া কোন দেশ ॥

উ । এশিয়া অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের ক্রিয়দংশ, তদন্তর্গত দেশের নাম শীবেরদেশ, তাত্তর তুরুক্ষ, আরব, পারস, চিন, আসাম, শ্যাম, বরন, এবং হিন্দুস্থান অথবা ভারতবর্ষ ॥

প্র । উক্ত ভাবতের কোন দেশ বড় ॥

উ । এপৃথিবীর সকলকে ষোলভাগ কল্পনা করিয়া, তাহার মধ্যে ইওরোপ দুই আনা, এশিয়া পাঁচ আনা, এফ্রিকা সাড়ে-তিন আনা, এমেরিকা সাড়েপাঁচ আনা, কিন্তু মনুষ্য সংখ্যা ইওরোপে এবং এশিয়াতে ৬ অক্ষুদ ৫ কোটি, তন্মধ্যে এশিয়াতে ৫ অক্ষুদ অথবা ৫০ কোটি, তাহার কারণ এশিয়া দেশ সর্দাপেক্ষা প্রাচীনা, এফ্রিকা এবং এমেরিকাতে কেবল পাঁচকোটি মনুষ্য, ইহার অনুমানিক কারণ এই, যে এফ্রিকা প্রায় সকল বালু কাময়, এবং তাহাতে জীবের খাদ্যোৎপত্তি অত্যল্প হয়, আর এমেরিকা ও এশিয়া হইতে অনেক দূর ॥

প্র । এশিয়ার চতুঃসীমা কোন পর্য্যন্ত ॥

উ । উত্তর সীমা হিমসমুদ্র, দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর, বায়ুকোণে ইওরোপ, নৈঋতকোণে আরবের মহাখাল, অথবা রেডসী ( যদ্বারা এফ্রিকা হইতে বিভক্ত ) পূর্বসীমা পাসিফিক্

নামে সমুদ্র ॥

প্র । হিন্দুস্থান অথবা ভারতবর্ষের চতুর্সীমা কি ।

উ । ভারতবর্ষের উত্তরসীমা হিমালয় পর্বত, দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর, পশ্চিম সীমা অটকনদী, পূর্ব সীমা চীনদেশ লোকসংখ্যা ১০ কোটি, তাহার জৈন ও সিককে যদি হিন্দু বলা যায়, তবে হিন্দু ৮০ বারো আনা মুসলমান ৮ তিন আনা পারসি ও পাহাড়ী ১০ আনা ॥

প্র । ভারতবর্ষস্থ দেশের নাম কি ॥

উ । কপাট, সরস্বতী অর্থাৎ লাহোর, হস্তিনা, গুজরাট, ত্রিহুত দাবিড়, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, উৎকল, এবং গৌড় এইদশ প্রকার ভাষার প্রত্যেকে অনেক প্রভেদ ॥

প্র । ভারতবর্ষস্থ পর্বতের নাম কি ॥

উ । হিমালয়, ঘাট, বিষ্ণু, এবং চাউগার পর্বত সকল ॥

প্র । নদীর নাম কি ॥

উ । গঙ্গা, যুক্তপুত্র, পদ্মা, সিন্ধু, শতদ্রু, বিপাসা, ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা নর্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, গোথরা, এবং শোণভদ্র ইত্যাদি ॥

প্র । ভারতবর্ষ চিরকাল কোন জাতির রাজ্য শাসনাধীন ॥

উ । তাবৎকাল সনাতন ধর্ম্মাবগামী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির, কলিযুগে ৪২৬৯ বৎসরের পর যবনাধিকার ৬০০ বৎসর থাকিয়া অদ্য ৭৩ বৎসর ইংলণ্ডীয় রাজার অধীন ॥

প্র । সৃষ্টির প্রথনাবধি তাবৎ রাজার নাম ধাম এবং সনাতন

২য় ত্যাগ করত নানা ধর্মাবলম্বন কিরূপে কোন২ সময়ে হয় ॥

উ। ইহার সূক্ষ্ম বৃত্তান্ত এবং শ্রেণীপূর্বক প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই, পূর্বকালে জম্মুদ্বীপে ভারতবর্ষ ইলাবর্ষ ইত্যাদি নামে নয় বর্ষ ছিল সে তাবৎ বর্ষস্ব সভ্য মাত্রেই সনাতন ধর্মাবলম্বী ছিল কালেতে ক্রমে তাহা ত্যাগ হইয়া শ্বেচ্ছা যবন ইত্যাদি নানা ধর্ম স্থাপিত হইয়াছে, ইহা অনুমানের কারণ জাতি প্রকরণে করিয়াছি, সূক্তসময় প্রাপণ অনাধ্যবে হেতুক ইওরোপীয় ইতিহাসবাদবধিতঃ তদেশীয় স্মৃতি স্বতন্ত্র হইয়াছে, তাহাই প্রচার পূর্ব বৃত্তান্ত গোপন করিয়াছেন, কেনন সে সমস্ত সিংহা গম্পা এবং গোলযোগ এজনে, ত্যজ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন পুস্তক সমস্ত প্রায় যবনের দ্বন্দ্ব করিয়াছে এবং কতক জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়াছে, পুরাণাদি যাহা প্রচলিত তাহা যোগশাস্ত্র তন্ত্রমর্গ পরমার্থ প্রদর্শিকা তাহাতে সৃষ্টি প্রথমাবধি রাজকীয় ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে দৃষ্ট হয় না, কেবল ধর্মশাস্ত্র প্রয়োজক কতগুলি ঋষির নাম আর ভারতবর্ষ মধ্যে নেকোন ব্যক্তিকে অবতার জ্ঞান হইয়াছিল তাহারি গুণ বর্ণন নিমিত্ত তৎ পূর্ব পুরুষের নামাদি, আনুসঙ্গিক সংকল্পোপলক্ষে কোন২ রাজার উপাখ্যান বৎ কিঞ্চিৎ যুদ্ধ বিক্রম তাহাও নানা প্রকার স্তুতি বাক্য এবং বর্ণনাতে পরিপূর্ণ ॥

প্র। পুরাণাদি যাহা প্রাপ্ত তাহার বর্ণনা ত্যাগ করিয়া স্মূল তাৎপর্য কিঞ্চিৎ শুনিতে ইচ্ছাকরি, কারণ অনুমান হয় তদ্বারা কতক উপলব্ধি হইতে পারে ॥

উ। সৃষ্টির প্রথম পুরুষ ব্রহ্মা, তাঁহা হইতে অত্রি, অত্রি হইতে  
 চন্দ্রবংশ, ও দক্ষ হইতে সূর্য্যবংশ, এবং স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়-  
 বৃত পৃথিবীর রাজা, প্রিয়বৃতের সাতপুত্র, মণ্ডুদ্বীপ বিভাগকরিয়া  
 লইয়াছিলেন, আগ্নেধু জম্বুদ্বীপ অধিকার করেন, আগ্নেধুরাজ্যে  
 নয়পুত্র, এই জম্বুদ্বীপকে নয় খণ্ডে বিভক্ত করেন, এবং স্বীয়  
 নামে নয়বর্ষ খ্যাত হয়, যথা কিংপুরুষ-কিংবর্ষ, ইলাবৃত-ইলা-  
 বর্ষ, ভদ্রাস্ব-ভদ্রাস্ববর্ষ, কেতুমান-কেতুমানবর্ষ, রম্যক-রম্যক-  
 বর্ষ, ত্রিগম্য-ত্রিগম্যবর্ষ, কুরু-কুরুবর্ষ, হরি-হারিবর্ষ,—— এবং  
 নাভি-নাভিবর্ষ ইতি নাভির পুত্র ঋষভদেব, ঋষভদেবের ১০০  
 পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত, এই ভরত রাজা অতি খ্যাত্যাপন্ন হই-  
 যাছিলেন, এজনে উক্ত নাভিবর্ষ ভরতের শাসন কালাবধি ভর-  
 তবর্ষ বলিয়া, এবং দক্ষিণ সমুদ্র ভারত মহাসাগর নামে খ্যাত  
 হয়। অনুমান হয় দক্ষিণ দিকস্থ সমুদ্র মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্বীপ  
 সমস্ত তৎকর্তৃক মৃত্যু এবং জয় হইয়া থাকিবেক, এজনে উক্ত  
 দিকস্থ কোনও উপদ্বীপে ভরত রাজার প্রতিমূর্তি আছে, তাহাকে  
 তত্রস্থ লোকেরা দেবতা বলিয়া অদ্যাপি পূজাকরে অমত শ্রদ্ধা  
 যাইতেছে। তৎপরে ভারতবর্ষে সূর্য্যবংশীর প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকু  
 তাঁহার পৌত্র কাকুৎস্থ, তিনি অযোধ্যার সিংহাসন পাইয়াছি-  
 লেন, সেই বংশে দশরথ, তাঁহার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র, রামগুণ বর্ণন  
 নিমিত্ত রামায়ণ নামে এক গ্রন্থ প্রচার আছে, তাহাতে লিখেন  
 যখন লঙ্কার অধিপতি রাবণ রাজা সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন  
 তখন রামচন্দ্র সুগ্রীবের এবং হনুমানের অবলম্বন দ্বারা লঙ্কা

জয় করিয়া রাবণকে বধ করিয়া, তাহার ভ্রাতা বিভীষণকে রাজ সিংহাসনাধিকারী করিয়াছিলেন। কবির বর্ণন করেন যে রাবণ রাজার দশগ্রীব এবং বিংশতি হস্ত আর সুগ্রীব ও হনুমান বান রাক্ষস ছিল, ইচ্ছা হইতে পারে যে তাহার অসভ্য জাতি ছিল, তন্নিমিত্তে তাহার দিগের বানররূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তদেদেশীয় লোক সম্পূর্ণরূপে বিদ্বান নহে। দক্ষিণ ভারতবর্ষের প্রাচীন গাথাতে প্রচার করে যে রামচন্দ্র যখন লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, তখন অযোধ্যা হইতে লোকেরা আসিয়া তদেদেশে সভ্যতা এবং শিল্পবিদ্যা প্রচার করিয়াছিল। ইক্ষাকুর আর এক পুত্র নিমি, মিথিলা নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং রামচন্দ্রের পত্নী যে সীতা, তাঁহার পিতা জনক রাজা সেই বংশে জন্মিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশে চন্দ্রের পুত্র বৃধ, তাঁহার পুত্র পুরোরবা, তিনি চন্দ্রবংশে ভারতবর্ষে পারত্রিক স্থানে প্রথম রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অগ্নাস্ত্র বোধ হয়, পুরোরবার জ্যেষ্ঠপুত্র অঘস তাঁহার পুত্র লঙ্কস, এবং চিত্রভদ্র, নহস পারত্রিক স্থানের সিংহাসন প্রাপ্ত হন, এবং চিত্রভদ্র কাশীতে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত করেন, নহসের পুত্র যবাতি, তাঁহার পাঁচপুত্র, যদু, তুর্দসু, দ্রুত, অনু, এবং পুরু, এবং এই পাঁচ জনের প্রত্যেকের অনেক সন্তান তাঁহারা নানা দিকে স্বীয় নামে নানা দেশ স্থাপিত, এবং অসভ্য জাতিকে সভ্য করিয়াছিলেন, গ্রীষ্মদেশীয় অনেক রাজারা কহেন যুপিটর দেবতার এবং পুরুদেশের রাজারা কহেন, যে তাঁহার

সূর্য্য বংশীয়, ইহাতে এমত অনুমান হয় যে সূর্য্য বংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় রাজার দিগের শাখা প্রশাখার কোন সম্ভান তাঁহার পূর্বপুরুষ হইবেন । পুরুষ বিংশতি পুরুষ পরে হস্তী নামের রাজা হস্তিনাপুর নির্মাণ করিয়াছিলেন হস্তির চারি পুরুষ পরে কুরু, তাঁহার রাজধানী কুরুক্ষেত্র, কুরুর ত্রয়োদশ পুরুষ পরে শান্তানু রাজা, তাঁহার পুত্র ভীষ্ম, চিত্রাঙ্গদ, এবং বিচিত্রবীৰ্য্য । ভীষ্ম স্বৈছাপূর্ব্বক রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধে হত, এবং বিচিত্রবীৰ্য্য নিঃসন্তানে মৃত্যু, সেই বিচিত্রবীৰ্য্যের পত্নীতে বেদব্যাস দ্বারা পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র হন, পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র, যথা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি, ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র দুর্যোধন প্রভৃতি, এতদুভয়ে এক যোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাতে অনেক রাজা সন্নিহিত এবং হত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের পক্ষ ছিলেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় এই, যে যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যে যদু, তাঁহার দুই পুত্র, যথা খোসথী ও মেরাজজীৎ, তাহার প্রথমের বংশে সুরসেন, এই সুরসেনের কন্যা পৃথার সহিত পাণ্ডুর বিবাহ হইয়াছিল, আর সুরসেনের পুত্র বসুদেব, বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, যখন সুরসেন পরলোকগমন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের মাতুল উগ্রসেন, বসুদেবকে রাজ্য না দিয়া বলক্রমে আপনি মথুরায় রাজা হইয়াছিলেন, এনিমিত্তে উগ্রসেনের পুত্র কংশের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শত্রুতা, পরে কংশকে নর্থ করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজা হইলেন, তাহার অম্পকাদ পরেই কংশের শ্বশুর মগধের রাজা অরাসক তাঁহাকে আক্র



মগ করিলে, তিনি গুজরাটে দ্বারকা নামে রাজ্য স্থাপিত করিয়া সেই স্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন, পরে গৃহ বিবাদে যদুবংশ তাবল্লভ হয়, এবং মগ ভূমে ব্যাধ কৰ্ত্তক তিনিও লীলা সম্বরণ করেন, পরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতারাও স্বর্গারোহণ করেন, দ্বারকাপুরী সমুদ্রেমগ্ন, এইরূপে দ্বাপর পর্য্যন্ত পর্য্যবসান । কলি যুগোৎপত্তি হইলে পরেও যদি দ্যায় উক্ত হস্তিনা ভারতবর্ষের প্রধান সিংহাসন বলিয়া লোক অদ্যাপি মান্য করিয়া আসিতেছেন, তথাপি যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পর অজুনের পৌত্র পরীকিট, তাঁহার পুত্র জনমেজয়, তাঁহার পুত্র নৃচক্ৰ, যখন হস্তিনাপুরী জল প্লাবন দ্বারা নষ্ট হইল, তখন তিনি কাশ্মীর দেশে গিয়া রাজধানী করিয়াছিলেন, এখানে দিল্লী নামে রাজধানী হয়, আর তৎ কালাবধি অনেক কাল পর্য্যন্ত মগধ রাজ্য প্রবল ছিলেন, এবং ঐ জরাসন্ধের বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত ঐস্থানে রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহার পর অনেক রাজা হইয়া শেষ সুধম্মা রাজার পুত্র শাক্যসিংহ অথবা গৌতম বৌদ্ধমত স্থাপিত করিয়া ছিলেন, এবং সে মত দিল্লীর সিংহাসনেও আকট হইয়াছিল ॥

প্র। কলি যুগোৎপত্তি অবধি দিল্লীর সিংহাসনেহের দিগের নাম কি ॥

উ। কলিযুগ আরম্ভেই যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করেন অতএব তদবধি কলিযুগাকার মেলন সহিত পশ্চাৎ লিখি দৃষ্টিকর ॥

## দিল্লীখবরের নাম ॥

হস্তিনা এবং দিল্লীনগরে কলি যুগোৎপত্তি অবধি রাজ দণ্ডধার  
দিগের নাম এবং শাসনের কাল ॥

জাতি এবং

রাজার নাম

		জ ন স ং	র া জ স ং	ক ক ক
ক্ষত্রিয়	যুধিষ্ঠির অবধি ক্ষেমক পর্য্যন্ত	১৮	১৮	১২
রাজপুত	বিসারদ অবধি বোধমল্ল পর্য্যন্ত	১৪	৫০০	
নাস্তিক	বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত	১৫	৪০০	
	ধরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত	৯	৩১৮	
	শকাদিত্য	১	১৪	
		৫৭		
		যুধিষ্ঠিরের শক রহিত করিয়া		
		শকাদিত্য সম্বৎ নামে শক		
		স্থাপিত করিলেন ॥		

জাতি	রাজার নাম	জন	শাসন	কণি
ক্রমিক		৫৭		৩০৪৪
বিক্রমাদিত্য		১	৯৩	
ভূমিপাল	সমুদ্রপাল অবধি বিক্রমপাল পর্যন্ত	১৬	৬৪২	
তিলকচন্দ্র	তিলকচন্দ্র অবধি প্রেমদেবী পর্যন্ত	১০	১৪১	
হরিপ্রেম	হরিপ্রেম অবধি মহাপ্রেমপর্যন্ত	৪	৪৬	
ধিসেন	ধিসেন অবধি দানোদরসেন পর্যন্ত	১৩	১৩৭	
		১০১	১০৫২	৩০৪৪

এই সময়ে ভারতবর্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, ইনি নিধিয়ান জাতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন, এবং নাস্তিকতা দেশ হইতে দূর করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্য চিন এবং বুদ্ধদেশে প্রবেশ করে, বুদ্ধ দেশে অদ্যাপি গৌতমের প্রতিনৃতি করিয়া লোক পূজাকরে ॥

এসময়ে ভারতবর্ষের নানা রাজ্য পৃথকঃ আকৃত অর্থাৎ বহু প্রধানক রাজ্য এবং ধর্ম্য বিময়ক এবং রাজ্য বিবাদে খণ্ডঃ হইয়া পরস্পর হিংসা দিল্লীশ্বর নান মাত্র, সুতরাং পূর্ববৎ ক্ষমতা না থাকাতে, ভারতবর্ষের দৌর্ভাগ্য ক্রমে হইয়া উঠিতে লাগিল ॥

খৃস্টেনের শাসনের সময়ে গিজনির বাদসা সবগুণি লাহোর প্রভৃতি দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, উক্ত বাদসার প্রথম আক্রমণ ৩৬৭ হিজরী, তাহার পর ২০ বৎসরের মধ্যে উক্ত দেশের মহম্মদ নামে বাদসা, দ্বাদশবার এই হিন্দুস্থানে আসিয়া, নানা স্থানের দেবমন্দির, প্রতিমা নষ্ট করিয়াছিল, এবং ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক দেশ উতপ্লুত করিয়াছিল গুজরাটে সোমনাথের মন্দির রক্ষার্থে হিন্দুরা অনেক যুদ্ধ করিয়া বাদসাহার পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য নষ্ট করিয়াছিল, অবশেষে পরাস্ত হইয়া বুদ্ধগেরা আট কোটি মুদ্রা দিতে স্বীকার করিয়াছিল, মহম্মদ তাহা না শুনিয়া

৭৮

দিল্লীশ্বরের নাম।

জাতি	রাজার নাম	জন	শাসন	ক
ক্রমিক		১০১	১০৫৯	৩
চৌহানরাজ	দ্বীপসিংহ অবধি জীবনসিংহ			
পুত্র	পর্যন্ত	৬	১৫১	
	পুত্ররায়	১	১৫	
বয়স	কুতবুদ্দিন	১	৫	
		১০২	৫	

১৬

১৬

১৬

রাত দ্বারা প্রতিমাকে খণ্ড করিয়া তাহার উদর হইতে আট  
 কাটির অধিক গুলের রত্ন পাইয়া প্রস্থান করিল, ইহাতে বিবে  
 চনা কর, ভারতবর্ষ বহু প্রধানক রাজ্য হওয়াতে একপ দৌর্যল  
 প্রাপ্ত হইয়াছিল যে অত্যাচারে মহম্মদ, দ্বাদশবার এদেশে  
 আসিয়া জয় করিলেক, তাহা নিবারণকারিতে কেহই স্বক্ষম হই  
 লন না, তদবধি ভারতবর্ষ লোক অপর্যন্ত কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত,  
 লোকথা ভিন্নদেশীয় রাজার অধীন হইলে সেদেশ এমনি হইয়া  
 থাকে ॥

কুতবুদ্দীন আপনার প্রভুর প্রতিনিধি রূপে ভারতবর্ষে রাজ  
 শাসন প্রায় ৭০ বৎসর করে, উক্ত প্রভু মহম্মদ গোর পরলোক  
 গমন করিলে, সন ৬০২ হিজরীতে দিল্লীর হিন্দু রাজাদিগকে দূর  
 করিয়া আপনি সেই স্থানে রাজধানী করেন, এই নিমিত্ত যদ্যপি  
 সবভাগীর আগমনাবধি ভারতবর্ষ যবনাধিকার হউক, তত্রাপি  
 এতৎকাল ব্যাপিয়া যবনেরা এক প্রকার লুটেরার মতই ছিল,  
 কুতবুদ্দীন দিল্লীতে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজচিহ্ন হওয়াতে তদ-  
 বধি সম্পূর্ণ রূপে যবনাধিকার বলিয়া গণনা আরম্ভ করা গেল,  
 এবং সেই অবধি ইংরাজ লোকের প্রাপ্তি পর্যন্ত হিন্দুস্থানের যাব

জাতি	রাজার নাম	জন্ম	শাসন	কাল
ক্রমিক		১০৯	৪	৪২৬৯
যবন	আরামনা ... ..	১	১	
	আলতামস ... ..	১	২৫	
	ফিরোজ ... ..	১	১৬	
	রাজিয়া .. ..	১	৩১৬	
	বয়েরাম .. ..	১	২১৩	
	মসুউদ .. ..	১	৪	
	মাহমুদ .. ..	১	২২	
	বালিন .. ..	১	২১	
	কৈকোবাদ .. ..	১	৩	
	ফিরোজ ....	১	৭১৩	
	আলাহ ....	১	২১	
	ওমার ....	১	১৩	
	মবারক ... ..	১	৪	
	চসিরো ....	১	১৬	
	ভগলিক ... ..	১	৪	
	মহমুদ ... ..	১	২৭	
	ফিরোজ ... ..	১	৩৬	
	ভগলিক ... ..	১	১৬	
	আবুবেফর ... ..	১	১	
	মহমুদ ... ..	১	৬১৬	
	সেফান্দর .. ..	১	১১১০	
	মহমুদ ..... ..	১	২০	
		১৩১		৪২৬

নিক ইতিহাসানুসারে, যুদ্ধ, হত্যা, লুট, ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ,  
 সর্বদা এদেশকে উপদ্রবে ব্যাপ্ত করিয়াছিল, এবং হিন্দুদিগের  
 ধর্ম বলপূর্ব্বক নষ্ট করিত, পরে ইংরাজ লোকের প্রাপ্তির পর  
 আট বৎসর পর্যন্ত, চোর ডাকাইতের দৌরাণ্য প্রভৃতি অনেক  
 অরাজকের ন্যায় হইয়া, ইং ১৭৭২ সালে নূতন আইন দ্বারা তাহা  
 স্বকি্ত হয়, তদবধি সুস্থির ক্রমশঃ দেশের সৌভাগ্য একপ্রকার  
 পরাধীন হইয়াও, প্রজা সমস্ত সুখে কালযাপন করিতেছে, কিন্তু  
 ধর্মলোপ বিষয়ে, ইং ১৭৯৯ সালে এদেশে মিসিনরি স্থাপিত  
 হইয়া, সে কর্ম্ম পুনর্জীবিত, এক্ষণে তাঁহার হিন্দুদিগের অকর্ম্মাণ্য  
 অধাৰ্ম্মিক ক্ষুদ্র ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া এবং গ্রন্থ রচনা করিয়া  
 হিন্দু বালক দিগকে অপ্যয়ন এবং উপদেশ দ্বারা ক্রমশঃ সুস্থির  
 রূপে এক প্রকার বল প্রকাশ বটে ॥

এই সময়ে তৈমুর আইসে ॥



জাতি	রাজার নাম	জন্ম	শাসনকাল
ক্রমিক		১৩১	৪২৬৯
যবন	দৌলতশাহ .. ..	১	১৩
	খিজরি .....	১	৭
	মহারক ... ..	১	১৩৭
	মহমদ ... ..	১	১২
	আলাহ ... ..	১	৭
	বিলোলি ... ..	১	৩৮
	সেকন্দর ... ..	১	১৬
	এবরাহিম .. ...	১	১০
	কাবর .....	১	১
	হুমাউ .. ..	১	১২
	সের ... ..	১	৩
	সলিম .. ...	১	৮
	ফিরোজ ... ..	১	১৬
	মহমদ ..... ..	১	১
	হুমাউ ও বুড়া .....	১	২
	আকবর ..... ..	১	৫১
	জাহাঙ্গির ... ..	১	২৩
	শাহজাহা ... ..	১	৩৩
	আলমগির .. ...	১	৫০
	বাহাদুর ... ..	১	৪
	জাহাঙ্গির ... ..	১	১
	ফরুকসের ... ..	১	৬
		১৫৩	৪২৬৯



জাতি	রাজার নাম	জন	শাসন	কলি
ক্রমিক		১৫৩	৫৪৪	৪২৬২
যবন	রফিউলসা .. ...	১	১৬	
	মহমদ .....	১	৩০	
	মহম্মদ .....	১	৭	
	আলমগির .....	১	৭	
	সাহ আলম .....	১	৯	
খ্রিস্টীয়ান	ইন্টাইগিয়া কোম্পানী	১৫৮		৫২৭
	ইংরাজী ১৭৬৫ .....	.....	.....	৭৩
				৪২৩

ঠিক দিলে কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হয় তাহার কারণ নানা স্থান  
হইতে সংগ্রহ তথাপি প্রায় মেলন হইয়াছে যৎ কিঞ্চিৎ চান্দ্রমাস  
এবং সৌরমাস জন্য কোন স্থানে ভুল থাকিবেক ॥

এই গ্রন্থ ইং ১৮৩৮ সাল সম্বৎ ১৮৯৫ শকাব্দা ১৭৬০ শকে  
রচিত হইল সেই বৎসরের পঞ্জিকা দৃষ্টি করহ কলিযুগাব্দ  
৪২৩৯ বৎসর দেখিবেন ॥

এই সময়ে নাদরসা আইসেন ॥

প্র। রাজাদিগের রাজ্যভোগের কাল এতদ্রূপ অল্প এবং অতি শীঘ্র পরিবর্ত্ত ইহার হেতু কি ॥

উ। অরিনিত্র, মিত্রমিত্র, অরিনিত্রামিত্র, পুরোবর্ত্তি, পার্শ্বগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্শ্বপাতাসার, আক্রন্দাসার, মধ্যম, উদাসীন, এই একাদশ বিধ রাজ্য হন ! এজগতের ধারণকর্তা যে হয় তাহাকে শাস্ত্রে ধর্ম্য শব্দে কহে, এবং এজগতের বিনাশকারী যে হয় তাহাকে অধর্ম্য কহে, তবে যে রাজার ভূধারকতা, সে ধর্ম্য দ্বারা, যে হেতুক অতিশয় যুদ্ধবীর যে রাজা সেও ধর্ম্য ব্যতিরেকে পৃথিবী ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু অপম্যেতে সকল নষ্ট হয়, অতএব রাজার ভূধারকতা ধর্ম্য নিমিত্তক, স্বমাত্র নিমিত্তক নহে অতএব সত্যযুগে সকলের ধর্ম্য মাত্রাচরণ যে পর্য্যন্ত ছিল, তাবৎ পর্য্যন্ত এপৃথিবীতে রাজা কেহ ছিল না, বুদ্ধগই রাজা ছিলেন, পশ্চাৎ ক্রমশঃ অধর্ম্য সঞ্চার হওয়াতে, পরমেশ্বর সত্যের শেষা বধি এতৎ পর্য্যন্ত অধর্ম্য নিবারণ, ও ধর্ম্য সংস্থাপন করণক, স্বসৃষ্ট পৃথিবীর রক্ষার্থে রাজত্বপদ কাল বিশেষে পুরুষ বিশেষকে বার বার স্থাপিত করিয়া আসিতেছেন, এবং যে বস্তু যে নির্মাণ করে সে বস্তু তৎ কর্তৃক দান বিক্রয়াদি ব্যতিরেকে তাহারি থাকে,

এপৃথিবীর নিৰ্মাণকর্তা পরমেশ্বর, স্বনিৰ্মিত পৃথিবী কখন কাহা কেও দান করেন নাই, ও বিক্রয় করেন নাই, অতএব এইপৃথিবী পরমেশ্বরেরী, পরমেশ্বরেছানুসার স্বকীয় পৃথিবী পালনার্থে যখন যে রাজপদে স্থাপিত হয়, তখন তাহার উপযুক্ত এই হয়, যে শাস্ত্রোক্ত রাজধৰ্মানুস্মরণ পূৰ্ব্বক অধৰ্ম নিবারণ, ও ধৰ্ম সংস্থাপন করণক, দুৰ্গত দমন, ও শিষ্ট প্রতিপালনাথ, প্রজা লোকেদের হইতে নিৰ্মিত করগ্রহণ করত, এপৃথিবীর পালন করেন, সকল রাজ ধৰ্মের তাৎপর্যার্থ এই, তাদৃশ রাজধৰ্ম বিপরীতকারী শিল্পোদর মাত্র পরায়ণ, স্বভাৱ পরিপূর্ণার্থে ইচ্ছাচার করগ্রাহী প্রমত্ত যে কিংরাজা, সে রূত সুরাপান বৃষ্টিকদম্ব ভূতাবিষ্ট বানর ন্যায় ব্যাকুল হয়, এমনুযা লোকে যদি কেহ কোন ক্ষুদ্রতর পুরুষের দ্রব্যেতে স্বকীয় জ্ঞান করিয়া যথেষ্টাচরণ করে, সে ইহলোকে রাজদণ্ড ও অকীর্তিভাগী হইয়া, পরলোকে বহুতর কাল পর্যন্ত নরকভাগী হয়, এপৃথিবী জগদীশ্বরের, ইহাতে আমার এপৃথিবী এতাদৃশ বুদ্ধিকারীয়ে প্রমত্ত, উচ্ছাল, যথেষ্টাচারী, কিংরাজা, তাহার কথা কি কহিব, অতএব উপরে দৃষ্টি করিলে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইবেক, যে কলিযুগারম্ভাবধি মুখিষ্ঠির প্রভৃতি যে কয়েক জন ধৰ্মশীল রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারা ই বহুকাল সুখে রাজভোগ করিয়াছিলেন, এবং তদধিকারে প্রজা সমস্তও স্বহৃন্দে ছিলেন, ক্রমশঃ অধৰ্মের বাহুল্য যেমতং হইতেছে, তেমনি শীঘ্র রাজার পতন দৃষ্ট হইতেছে, যবনাধিকারে তদ্রূপ বিস্তর, বিশেষ তাহারদিগের ইতিহাসাদি শ্রবণ করিলে,

অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইবেক, যে সর্ষদা আত্মকলহ, অর্থাৎ কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের মন্তক ছেদন করতঃ সিংহাসনোপবিষ্ট, কখন ভাগিনেয় মাতুলের স্বন্ধ নাশ দ্বারা রাজত্ব স্বীয় নিরোপস্থি শোভিত, কখনবা পিতাকে কারাবদ্ধ করিয়া পুত্র রাজ সমুদ্র গ্রহণ করেন, এইরূপ পরস্পর দ্বেষ, হিংসা, অন্যায়চার, প্রায় তাবৎকাল ব্যাপ্ত, তন্মধ্যে কদাচিত যে কেহ ধার্মিক হইতেন, তাহারাই কিঞ্চিৎ অধিক কাল জীবিত থাকিয়া রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন ॥

প্র। বঙ্গদেশের চতুঃসীমা কোন পর্য্যন্ত এবং বঙ্গ নামের কারণ কি ॥

উ। বঙ্গদেশের অর্থকোটিঃ বদন্তি জল প্রাবিত ভূমি ইহার উত্তর সীমা নেপাল ও ভোটের দেশ, পশ্চিমবেহার ও উড়িস্যা দক্ষিণ বঙ্গদেশীয় বৃহৎ প্রণালী, পূর্ব সীমা আসান ও বুকার রাজ্য, এবং উৎকলের অন্তঃপাতি ছিল যে মেদিনীপুর, তাহার সহিত একত্র করিয়া গণনা করিলে, দীর্ঘতা উত্তর দক্ষিণে ১৭৬ ক্রোশ, প্রশস্ততা পূর্বপশ্চিমে ১৫০ ক্রোশ, প্রধান নগরের নাম রাজমহল, ঢাকা, মুরসিদাবাদ, ইদানী কলিকাতা, ইহা তিন দেশ আর্কের স্মিরামপুর, ফুধেম্বর চন্দননগর, ওলন্দাজের চুঁচড়া, এই তিন বাণিজ্য স্থান, তাবতের মনুষ্য সংখ্যা ৩ কোটি, তাহার ৫/ তেরো আনা হিন্দ ৮ তিন আনা যবন ॥

প্র। বঙ্গদেশের পূর্ব বিবরণ কি ॥

উ। সত্যাদিযুগে বঙ্গদেশে কোন খ্যাতিপন্ন নগরের উল্লেখ

পুরাণাদিতে দৃষ্ট না হওয়াতে বোধ হয়, যযাতি রাজার সন্তা-  
নেরা তাবৎ দেশ বিভাগানন্তর যখন স্বীয় নামে দেশের নাম  
এবং অনন্ত্য জাতিকে সভ্য করিয়াছিলেন, সেই কালে অনুর  
সন্তান বজ্র নামে রাজ্য কতৃক এদেশ বজ্রদেশ নামে স্থাপিত হয়  
তৎপরের ইতিহাসের মধ্যে, কেবল দ্বাপরের শেষে যখন পাণ্ডব  
সন্তানেরা বজ্রভূমিতে আগত হইয়া দুর্গমতা হেতুক বৃদ্ধপুত্রদের  
পার বাইতে পারেন নাই, তদর্থমে দেশ পাণ্ডব বজ্রিত বলিয়া  
খ্যাত আছে, আর তানুধ্বজ নামে এক রাজার সহিত অজুনের  
যুদ্ধ বর্ণন আছে, তাহার রাজধানী তমলোক কিন্তু তাবৎ বজ্র-  
দেশের রাজা কুতীর নন্দন বর্ণাছিলেন, তাহারপর বজ্রদেশে  
এক প্রধান রাজধানী তাহার নাম গৌড়, লোকে কহে তাহা অনু-  
মান ২৫০০ বৎসর গত প্রথম স্থাপিত হয় মাত্র । ২১৬৬ বৎসর  
গত গ্রীস দেশীয় সেকন্দর নামে এক খ্যাত্যাপন্ন রাজা, তিনি  
হিমালয় প্রদেশে শিবের রাজ্যতে রাজধানী করিয়াছিলেন,  
তাহার ইতিহাসে লিখে, যে তিনি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম  
পঞ্চাপ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন, এবং বজ্রভূমিতে আসি  
বার ইচ্ছা করিয়া বর্ষার নিয়ম না জানিয়া ৭০ দিন পর্যন্ত বর্ষা  
দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্য ক্লান্ত দেখিয়া, বিনুথ হন, তৎ-  
কালে দিল্লীর সিংহাসনে নাস্তিক ধুরন্ধর রাজার সন্তানেরা উপ-  
বিষ্ট ছিল, কিন্তু মগধরাজা চন্দ্রগুপ্ত তখন প্রবল, আলেকজান্দ-  
রের পরলোক হইলে, তাহার রাজ্য তাহার তিনজন সেনাপতির  
মধ্যে বিভাগানন্তর, সেলেউকশ নামে সেনাপতি ভারতবর্ষের

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় বঙ্গদেশে সৈন্য লইয়া আসিবার ইচ্ছা করিয়া, চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজয় হইয়া হিন্দস নদীর পূর্ব ধারস্থ সমস্ত দেশ ত্যাগ, আর ৫০ হস্তী সাংসারিক রাজকর স্বরূপ, এবং নিজ কন্যা প্রদান, ইত্যাদি দ্বারা সন্ধি করিয়াছিল । ইউরোপীয় ইতিহাসে ব্যক্ত করে ১৮০০ বৎসরের অধিক গত, বঙ্গদেশে তিন প্রধান স্থান ছিল, তাহার নাম প্রথম গৌড়, সে রাজধানী, দ্বিতীয় সুবর্ণগ্রাম, এবং তৃতীয় মগধগ্রাম, শেষোক্ত উভয় স্থানে, রোমানেরা অর্গনধান অর্থাৎ জাহাজ লইয়া আগত হইয়া, নানা প্রকার বাণিজ্য এবং উহ্ম বস্ত্র ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত । ১৫০০ বৎসর গত বঙ্গদেশে সে পর্যন্ত মগধ রাজার শাসনাধীন ছিল, তাহার পর যখন মগধের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল, তখন পাল নামে নাস্তিক রাজা বঙ্গদেশে স্বাধীন হন, তাহার রাজধানী দিনাজপুর । ৭৭৫ বৎসর গত আদিগুরু নামে বঙ্গজীবদ্য় রাজা, তাহার রাজধানী সুবর্ণগ্রাম, বঙ্গদেশে উত্তম পণ্ডিত না থাকাতে, কেচিৎ বদন্তি দেশস্থ বুদ্ধগেরা পালরাজার সময়াবধি নাস্তিক ধর্মাবলম্বি প্রযুক্ত, কোন কুজের রাজসম্মিধানে দূত প্রেরণ দ্বারা, আন্তিক পণ্ডিত পঞ্চ বুদ্ধগ আনয়ন পুরঃসর, স্বদেশে স্থাপন করেন, সমভিব্যহার পঞ্চ ভূত্য, তাহাদিগকেও কায়স্থ রূপে সংস্থাপিত করেন । ৭২২ বৎসর গত উক্ত আদিগুরুর বংশে বল্লালসেন নামে রাজা, কোন ইতিহাসে বল্লালের জন্ম বুদ্ধপুত্র দ্বারা কহে, এবং তিনি কোন অন্ত্যজ পদ্মিনী নামা কন্যা গ্রহণ জন্মদোষি প্রযুক্ত, ত্যাজ্য অর্থাৎ বঙ্গজীবদ্য় হইতে



পৃথক হন, এবং তৎ সংস্কৃষ্ট দোষে আরও অনেক বৈদ্য বঙ্গজ হইতে পৃথক হইয়া রাঢ়ি খ্যাতি প্রাপ্ত হন, তাহারাই পঞ্চদশাহ অশৌচ ব্যবহার, এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রথা করেন, ( কিন্তু রাজা রাজবল্লভ নানা দেশীয় পণ্ডিতের ব্যবস্থালইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ বিধি পুনর্জীবিত করেন ) বল্লালসেন ক্ষমতাপন্ন মনুষ্য হইয়াছিলেন, ৫০ বৎসর স্বাধীন রাজ্য করেন, তাহার প্রথম রাজধানী সুবর্ণগ্রাম এবং গোড় নগরেও বাস করিতেন, তৎ কতৃক বঙ্গদেশীয় বুদ্ধগণ প্রভৃতির কৌশল্য মর্যাদা ধাৰ্য্য হয়, এবং বঙ্গদেশ ৫ অংশে বিভক্ত হয়, তাহার ১ বারেন্দ্রভূমি, ২ বঙ্গ, ৩ বাগড়ি, ৪ রাঢ়, ৫ মিথিলা, বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনও উত্তম রাজ্য করেন, তাহার রাজধানী প্রথম গোড়, পরে উখড়া নামে নগর স্থাপিত করিয়া সেই স্থানে বাস করিতেন । ৬৩০ বৎসর গত, অথবা ১১৩০ শকাব্দে যখন কুতবুদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট, মহম্মদ বখতার নামে তাহার এক সেনাপতি বহু সৈন্য সমভিব্যাহার বঙ্গদেশে প্রেরিত হন, তখন বঙ্গদেশীয় জ্যোতিষ বেত্তারা গণনা করিয়া লক্ষ্মণরাজাকে কহিলেন, যে বঙ্গদেশ তুচ্ছ হস্তে পতিত হইবেক ইহা শুনিয়া ৮০ বৎসর বয়স্ক বুদ্ধ লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিয়া, পাত্র মিত্র সৈন্যাদ্যক্ষপ্রভৃতি তাবতে স্বপরিবার উড়িয়ায় পলায়ন করিলেন, সুতরাং যুদ্ধ আয়োজন আত্র হইল না, ইতিমধ্যে উক্ত যবন সেনাপতি উপস্থিত হইয়া, একাকিলক্ষ্মণকে দূর করিয়া, নগর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া, গোড় নগরে গিয়া আপন রাজধানী করেন, লক্ষ্মণ অপদস্থ ক্রীক্ষেত্রে

গিয়া বৈরাগ্যপ্রিয় করত নস্বর দেহ ত্যাগ করেন, অতএব এই লক্ষ্মণ বঙ্গ দেশের হিন্দু রাজার শেষ সাম্রাট, তদবধি যদ্যপি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বিষুপুৰ, এবং সুবর্ণগ্রাম, স্বাধীন ছিল, অর্থাৎ সে সমস্ত স্থানীয় রাজারা পরাজিত হন নাই, তথাপি দেশ যবনাধিকার গণ্য, এবং যবন রাজাদিগের ইতিহাসে বখতার পরলোক গমন করিলে তাহার উত্তরাধিকারিরা, স্বাধীন রাজ্যোপাধি গ্রহণ করত সিংহাসনোপবিষ্ট হওয়াতে, দিল্লীস্থর কুতবুদ্দীন ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য প্রেরণ করত, জয়দ্বারা আলাবুদ্দিকে সুবাদার রূপে বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন, পরে কুতবুদ্দিনের পর লোক হইলে, আলাবুদ্দিন স্বাধীন হন, তাহাকে মারিয়া গেয়াম উদ্দিন হন, তাহার ১০ বৎসর উত্তম রূপ স্বাধীন রাজ শাসনের পর, পুনরায় দিল্লী হইতে সৈন্য আসিয়া গেয়ামউদ্দিকে বরণ-স্থলে সংহার করিয়া, অন্য এক জনকে নবাব করে, এইরূপ ব্যাপার প্রায় তাবৎ কাল ব্যাপ্ত ইহার মধ্যে হিন্দু গণেশ নামে এবং তৎপুত্র চেতমল কিছু কাল বঙ্গদেশের সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে ১৬৮৭ শকাব্দে ইংলণ্ডীয় রাজার অধীন হয়

প্র। ইওরোপীয় দিগের এদেশে অবস্থিতির কারণ কি এবং কোন সময়ে হয় ॥

উ। ১২২৪ শকাব্দে অথবা তৎ সমকালে, যখন দিল্লীর সিংহা-  
সনস্থ আকবর সাহার লোকান্তর হইল, তখন প্রথম বাণিজ্যার্থ  
পৰ্টুগিসেরা এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিল, তাহার পশ্চাৎ  
ওলোন্দাজেরা, পৰ্টুগিসের সহিত যুদ্ধ করে, তদনন্তর ইংরাজ

করানিস, দিনাযার, প্রভৃতি সকলে ছগলিতে বাস করিয়া নানা  
প্রকার বাণিজ্য করিতেন, পরে পরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান অর্থাৎ  
কুঠী করেন ॥

প্র। ইংলণ্ডীয়দিগের এদেশে রাজা হইবার হেতুকি ॥

উ। দিল্লীর বাদশা মহম্মদ সাহার শাসন সময়ে, যখন নাদ-  
রশাহিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিলেন, সেইকালে আলাবুদ্দিন  
বক্স বেহার উড়িস্যার নবাবপদে মুরগিদাবাদে স্থাপিত হইয়া,  
মহারাজুদিগকে ১২ লক্ষ টাকা সাংবৎসরিক প্রদান করত, নিরু-  
দ্বোগে রাজশাসন করিয়াছিলেন, তাহার পরলোকের পর, তৎ  
পুত্র সেরাজদ্দৌলা তৎপদে অভিষিক্ত হন, সেরাজ অত্যন্ত দুর্বৃত্ত  
তাহার পিতব্য টাকার নবাব পরলোক গমন করিলে পর, তৎ  
পত্নীর হস্তে কিঞ্চিৎ ধন ছিল, তাহা হরণোদ্ধোগ করাতে সেখান-  
কার নায়েব নবাব রাজা রাজবল্লভ, পুত্র কৃষ্ণদাস সমভিব্যহার  
ধন রক্ষার্থে শ্রীক্ষেত্র যাওন ছলে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজের  
স্বরূপগণ হন, ইহা শুনিয়া সেরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রেক সাহেবকে  
পত্র লিখেন, যে লিপি দৃষ্টি মাত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে ধৃত করিয়া পাঠাও  
ত্রেক তাহাতে সম্মত না হওয়াতে নবাব সৈন্য সমভিব্যহার কলি-  
কাতায় আগত হইয়া, নগর এবং দুর্গ সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেন,  
ইংরাজেরা কতক ধৃত, কতক হত, কতক পলায়ন করত নাদ-  
রাজ গিয়া, কর্ণেল ক্লাইব এবং এডমাইরেল ওয়াটসন, এই দুই  
সেনাপতি, কয়েক খান মুক্কা জাহাজ, আর কিঞ্চিৎ সৈন্য লইয়া  
কলিকাতায় উপনীত হন, সেখানে নবাবের এক ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল, এবং

মাণিকচন্দ্র নামে সেনাপতি ছিলেন, কথিত আছে যদিহুয়াং  
মাণিকচন্দ্রের দল বল অস্পষ্ট ছিল, তথাপি কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলে  
ইংরাজের কয়েক জন সিপাহি অনায়াসে হত করি ত পারিত,  
কিন্তু তৎ পরিবর্তে অতিবেগে পলায়ন পরায়ণ হইলে, ব্রিটিশ  
সৈন্য ইং ১৭৫৭ সালের ২ জানের কলিকাতায় স্থলপথে উপনীত  
হইয়া সেঠ নামক এক ব্যক্তিকে মুরসিদাবাদে সন্ধির প্রত্যাশায়  
প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কেবল তদ্বারাই সন্ধি না হইয়া, মধ্যে  
এক ক্ষুদ্র যুদ্ধে উভয় পক্ষীয় কিঞ্চিৎ সৈন্য হত হইয়া, অব-  
শেষে ইংলণ্ডীয়দিগের সাহস দেখিয়া, নবাব ভয় মৈত্রতা উভয়  
দৃষ্টে, সন্ধি স্বীকার করিলেন, এবং কলিকাতায় পূর্ববৎ কুঠী ও  
টেকমাল বানাইতে কোম্পানী আজ্ঞাপ্ত, এবং ১৯ আগষ্ট ১৭৫৭  
প্রথম বঙ্গদেশে ইংরাজের মুদ্রা প্রচলিত হইল, ক্রাইবের ইচ্ছা  
এক দূর দুর্গপ্রস্তুত করেন, কিন্তু ব্যয় সাধ্যক্রমে হইবেক ইত্য-  
ধানে আরম্ভ করেন, ওয়াটসাহেব মুরাসিদাবাদে প্রতিনিধি স্বরূপ  
বাস করেন, কিন্তু সেরাজদ্দৌলার অত্যন্ত কুব্যবহার, সর্বদাই  
অপমানিত হন, তজ্জন্য মানসিক বাসনা, যে এনবাবের পরিবর্ত  
শীঘ্র হয়, তাহাতে সুখি হইতে পারি, দেশীয় প্রজা সমস্তও ঐ  
রূপ উত্যক্ত, অবশেষে নদীয়া, বর্দ্ধমান, এবং রাজসহীর, জমী  
দার সৈন্যাদ্যক্ষ মিরজাফর, প্রধান পনী উমিচন্দ্র, এবং খোজা  
ওয়ার্জিত প্রভৃতি সমস্ত প্রধান লোক পরস্পর শপথ পূর্বক  
গোপনে এক পরামর্শ হইয়া, কালীপ্রসাদ সিংহকে কলিকাতা  
প্রেরণ করেন, প্রেরিত বাক্য এই, যে ব্রিটিশ সৈন্য যে আছে,

আর কিঞ্চিৎ আনয়ন করিয়া রণস্থলে আগত ইউন, যুদ্ধকালে  
 নবাবের অধিকাংশ সৈন্য বিপরীত পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেক,  
 কোন চিন্তা নাই, কলে কৌশলে সেরাজদ্দৌলাকে দূর করিয়া,  
 জাফরকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিলে, অসমাদির তাবতের সুখ  
 হইবেক, ইহা শ্রবণে সাহেবলোক এক সভা অর্থাৎ কৌন্সেল  
 করিয়া বিচারারম্ভ করিলেন, তাহাতে এডমাইরল বক্তৃতা করেন,  
 আমরা বাণিজ্য ব্যবসায়ী, চিরকাল শিষ্ট, একর্ম প্রশংসনীয়  
 নহে, ক্লাইব কহেন, দেশের লোক সমুদ্র এবং নবাব অর্থায়িক  
 একত্বে হানি বোধ হয় না, বরং কালেতে এদেশ অসমাদির  
 হস্তগত হইতে পারিবেক, এই মত অনেক বাদানুবাদের পর,  
 কথাস্থির হইয়া ক্লাইব নবাবকে পত্র লিখেন, তাহার মর্ম্ম এই  
 যে আমারদিগের অনেক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা প্রত্যর্পণ করণ,  
 ইহা শুনিয়া নবাব রাগাক্ত, পলামিতে উভয় দৈন্য সন্দর্শন হয়,  
 রণস্থলে নবাবের ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, ৫০ তোপ, ৪০  
 ফরাসিস, ইংরাজ পক্ষে ৯০০ গোরা, ২০০০ মাদরাজী সিপাহি,  
 ২৮ তোপ, অত্যশ্চর্য্য যুদ্ধ, মির মদনকে এক ভুলি লাগে, এবং  
 নবাবের সন্মুখে আনিয়া ফেলে, তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ, ইত্যাদি  
 নানা কৌতুক দৃষ্টে, তখন সেরাজের চৈতন্য জন্মিয়া, কাসিমের  
 পাদপদ্মে নিজ মুকুট সংস্থাপন, সৈন্য কে কোথায়, সেরাজ  
 প্রাণ লইয়া প্রস্থান, মুরসিদাবাদে গিয়া সিংহাসনাক্রুত হইয়া,  
 ভূত্যাগকে আজ্ঞা করেন, তাবৎ অবাধ্য, অবশেষে কিঞ্চিৎ  
 খন লইয়া প্রস্থান করত রাজনহলে প্রাচীন বন্ধুর হস্তে পতিত

অরসিদাবাদে পুনরা নয়ন ছসেন কুলিখার দ্বারা হত। এদিকে জাফর ক্রাইবের হস্ত গ্রহণ পূর্বক সিংহাসনোপবিষ্ট, তাবতের ধনাগারে প্রবেশ, সমভিব্যাহার শ্রীযুত মুনসিববন্ধু, ধন এক প্রকার অংশাংশী, কর্ম্ম শেষ। জাফরের পর নির কাসিম নবাব হইয়া সৈন্য উন্নত এবং রাজকোষ বৃদ্ধি করিয়া সুজেরে রাজধানী করে, ক্রাইব স্বদেশে গমন কোট আব ডাইরে কটর্শ এখান কার সাহেব নোকেব স্বাধীনবাণিজ্য করা প্রমত্তনবাবের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনা অবশ্যে তক্রপ উপদ্রব রহিতের অনুমতি সমভিব্যাহার উক্ত ক্রাইব লার্ড ক্রাইব হইয়া পুনরায় বঙ্গভূমিতে উপস্থিত, ইতিমধ্যে যুদ্ধ হইয়া কাসিম পলায়ন করিয়াছিল, লার্ড ক্রাইব পশ্চিম দেশ গিয়া, ১২ আগষ্ট ১৭৬৫ সালে, সাহ আলম হইতে বাঙ্গলা বেহার উড়িঙ্গ দেওয়ানি ভার ইন্টাইগিয়া কোম্পানির নামে প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য ২০০০০০ লক্ষ টাকা মাসিক প্রদান এই হির হইয়াছিল। দেওয়ানি ভার প্রাপ্ত হইয়া, রাজকর্মে অনভিজ্ঞ প্রযুক্ত, তাবৎ এতদেশীয় লোকের হস্তে অর্পিত ছিল, দেশ মধ্যে অত্যন্ত গোলযোগ, কে প্রধান ইহার হির নাই সারাজকের ন্যায়, ডাকাইত চোর দিবা রাত্রি গমনাগমন, রাজকোষ শূন্য, এইরূপ নানা অমঙ্গল, ৭ বৎসর পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল, পরে ইং ১৭৭২ সালে হেনরি সাহেব মাদরাজ হইতে পুনরাগমন করিয়া, গবরগর জেনেরেল পদে নিযুক্ত হইয়া, মহম্মদ রেজা ও সেতাবরায় প্রভৃতি তাবতের হস্ত হইতে দেশ অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া, জজ কালেকটর স্থাপিত করিয়াছিলেন, ১৭৭৪ সালে

সুপ্রমকোট স্থাপিত হয়, এবং ক্রমশঃ বঙ্গদেশ ২২ জেলায় তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিচার জন্য তিন প্রধান বিচার স্থান, যথা কলিকাতা, ঢাকা, এবং মুরসিদাবাদ, হয়। ইং ১৭৯৩ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস আশিয়া নিয়ম, অর্থাৎ আটন, এবং ভূম্যাধিকারির সহিত চিরকালের নিমিত্ত রাজকর অর্থাৎ দশ-সালি বন্দোবস্ত হয়। পরে ক্রমশঃ সন্ধি এবং যুদ্ধদ্বারা, নানা দেশ প্রাপ্ত হইয়া, এক্ষণে প্রায় তবৎ ভারতবর্ষের অধিপতি, ইং ১৮২৭ সালে লার্ড এমেরহাম্ট দিল্লী গিয়া বাদশাহকে পরিকার করিয়াছিলেন, যে এদেশ এক্ষণে ইংলণ্ডীয় বাদশাহের অধীন, অতএব তিনি তৈমুরবংশীয় ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ ইতি অভিমান ত্যাগ করণ, তাহার পর ইং ১৮৩৫ সালে মুজা হইতে সাহ আলমের নাম ত্যাগ হইয়া কিং দি ফোর্থ অর্থাৎ চতুর্থ বাদশাহের প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত হয় ॥

প্র। কলিকাতার অন্তঃপাতি কয় জেলা এবং তাহার নাম কি।

উ। নয় জেলা এবং নাম ১ সহর কলিকাতার চতুঃপার্শ্বের ৫৫ গ্রাম তাহার নাম হাওয়ার্লি ২ চব্বিশ পরগণা ৩ যশোর ৪ ছগলি ৫ নদীয়া ৬ বর্দ্ধমান ৭ জঙ্গলমহল ৮ মেদিনীপুর ৯ কটক ॥

প্র। ঢাকার অন্তঃপাতি কয় জেলা এবং তাহার নাম কি ॥

উ। ছয় তাহার নাম ১ ঢাকা জালালপুর ২ মৈমনসিংহ ৩ জীহট ৪ বাকরগঞ্জ ৫ ত্রিপুরা ৬ চট্টগ্রাম ইহা বারেন্দু ভূমির মধ্যে ॥

প্র। মুরসিদাবাদ জেলার বিবরণ কি ॥

উ। ইহার অন্তঃপাতি সাত জেলা তাহার নাম ১ নিজ মুর-  
সিদাবাদ, ২ রাজমহী, ৩ বীরভূম, ৪ পূর্ণিয়ারা, ৫ ভাগলপুর,  
৬ দিনাজপুর, ৭ রঙ্গপুর ॥

প্র। হাওরালি জেলার বিবরণ কি ॥

উ। ১০০ বৎসর পূর্বে কলিকাতা অতি ক্ষুদ্র নগর ছিল, এথম  
প্রধান রাজধানী ও বাণিজ্য স্থান প্রযুক্ত অতি বৃহৎ হইয়াছে,  
তাহার পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামের নাম চিতপুৰ, মাণকতলা, তাজহাট, নও  
রাজারি, মালিকা, ইহাতে ৫৭২২৫ ঘর এবং ২৮৬১২৫ লোক, ইং  
১৮০২ শকে গণা গিয়াছিল আর কলিকাতা সহরে ৬০০০০০ লক্ষ  
মনুষ্য সকলে প্রায় ৯০০০০০ লক্ষ লোক গণতি হইয়াছিল, কলি-  
কাতানগর সমুদ্র হইতে ৫০ ক্রোশ দূর ইহার চতুঃপার্শ্বের স্থান  
অতি নিম্ন এবং আর্দ্রভূমি এবং সুন্দরবন অতি নিকট এজন্যে  
বায়ু অতি মন্দ এবং পীড়াজনক স্থান ॥

প্র। চব্বিশ পরগণার বিবরণ কি ॥

উ। ইহার উত্তর সীমা যমুনার খাল, দক্ষিণ সীমা সুন্দরব  
দিয়াসমুদ্র, পশ্চিম সীমা গঙ্গা, পূর্ব সীমা নদীয়ার জেলা, এতাবতে  
দীর্ঘতা ৫০ ক্রোশ, প্রস্থ ৩০ ক্রোশ, লোক সংখ্যা ১২০০০০০ তাহার  
৫০ হিন্দু ১০ যবন, প্রধান গ্রামের নাম দমদমা, চানক, বালি, বরাহ-  
নগর, নবাবগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, এবং কলাগাছি, এজেলা ১৭৫৭ ইংরা-  
জিতে স্থাপিত হয় কিন্তু ১৭৩৫ অবধি অনেক পতিত ভূমির কর্ষণ  
আরম্ভ হওয়াতে এবং রাজধানী নিকট প্রযুক্ত, অনেক ঘাট, দেবা  
লয়, এবং উদ্যানাদিতে গঙ্গার দইধার অতি সুশোভিত ॥



প্র। যশোহর জেলার বিবরণ কি ॥

উ। এজেলার উত্তর সীমা পদ্মানদী, দক্ষিণ সমুদ্র পশ্চিম কক্স  
নগর জেলা ও ছগলি জেলা, পূর্ব ঢাকা জালালপুরের জেলা ও  
বাখরগঞ্জ জেলা, প্রধান গ্রামের নাম ভূষণা, মহম্মদপুর, নলডাঙ্গা,  
মুড়লী, মধুখালী, গোপালগঞ্জ, খুলনীয়া, এজেলার দক্ষিণভাগ সমু-  
দ্রের খাল আর্জ দ্বীপ এবং বনেতে পরিপূর্ণ, এজেলার নদীর নাম  
ভৈরব, চিত্রা, নবগঙ্গা, কুমার, মধুপতি, লোক সংখ্যা ১২০০০০০  
তাহার ॥ যবন ১৮ হিন্দু এস্থানের ভূমি ফলবতী তপ্তুলনীর গুড়  
যথেষ্ট জন্মে এজেলার পথ অতি মন্দ বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হয়  
কেবল কলিকাতা হইতে ঢাকা পর্যন্ত এক পথ আছে মাত্র  
এদেশে অটালিকা অতি অল্প ॥

প্র। ছগলি জেলার বিবরণ কি ॥

উ। ছগলি জেলাগজার দুইদিকে উত্তর সীমা বর্ধমান ওকক্স  
নগর জেলা দক্ষিণ সীমা সমুদ্র পূর্ব সীমা যশোহর জেলা পশ্চিম  
সীমা মেদিনীপুর জেলা প্রধান নগরের নাম জিরামপুর চুঁচড়া  
চন্দননগর সপ্তগ্রাম কুলপি কিজরী তমোলক চন্দুকোণা লোক-  
সংখ্যা ১০০০০০০ লক্ষ তাহার ৮০ হিন্দু ১০ যবন এজলা অল্পকাল  
হইল অন্যান্য জেলা হইতে বাহিস্কৃত করিয়া নূতন পত্তন হই-  
য়াছে এস্থানের ভূমিতাবৎ স্থান হইতে নিম্ন প্রতি বৎসর বন্য  
আইসে এজন্মে ফলবতী ধান্য অনেক উৎপত্তি হয় এখানকার  
অনেকানেক নদী আপন২ শাখা দ্বারা মিলিত প্রযুক্ত নৌকাপথে  
গমনাগমন করা যায় । যবনাধিকারে তাবৎ ইউরোপীয় ছগ-

লিতে বাণিজ্যার্থ বাস করিত পূর্ব এখানে অনেক জাহাজ অর্থাৎ  
অর্ণবযান আসিত, সপ্তগ্রাম যাহা ইদানী অতি সামান্য স্থানের  
মধ্যে গণ্য, তাহা পূর্ব অতি নামলুকা ছিল, সেখানেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
অর্ণবযান যাইত ॥

প্র। নদীয়া জেলার বিবরণ কি ॥

উ। ইহার উত্তর সীমা রাজসহীর জেলা, দক্ষিণ হুগলি, ও সুন্দর  
বন, পূর্ব সীমা যশোহর জেলা, পশ্চিম গঙ্গা বদ্বারী বর্জমান হইতে  
পৃথক, প্রধান নদী গঙ্গা, ও যমুনা লোকসংখ্যা ৭৫০০০০ তাহার ৮০  
হিন্দু ১০ ববন, এস্থান সর্বাপেক্ষ উষ্ণ, উৎপত্তি জব্য গম্য, কলাই,  
ফোঁটা, শোগ, তামাকু, গুড়, আউচ, পিঙ্গলী, তৈল, উত্তম আম্র,  
কিন্তু ধান্য অল্প, এস্থানে অনেক গুণবান শিম্পকার এবং পণ্ডি  
তের বাস, প্রধান গ্রামের নাম কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, উলা,  
রানাঘাট, চাকদহ, সুখনাগর, কুমারহাট, কাঁচরাপাড়া, তাহার  
বিচার স্থান কৃষ্ণনগর। প্রাচীন কালে এজেলার নাম উখড়া এবং  
বঙ্গদেশের প্রধান রাজধানী ছিল মহম্মদ বখতার কর্তৃক সম্পূর্ণ  
রূপে বিনষ্ট হওয়ার পর এক প্রধান বিদ্যার স্থান হয়, কিন্তু যব  
নাধিকারে ক্রমে নিয়মান মধ্যে ইংরাজী ১৮১১ সালে গবর্ণমে  
ণ্টের মনোযোগে কিঞ্চিৎ পুনর্জীবিত হয়, ইদানীন্তন ইহাকে  
কৃষ্ণনগর কহে তাহা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হইতে হইয়াছে, যিনি এখান  
কার ভূস্বামী এবং বিচক্ষণ মনুষ্য ছিলেন, তাহার উপাঙ্গ্য এক  
পুস্তক আছে ॥

প্র। বর্জমান জেলার বিবরণ কি ॥

উ। এজেলার উত্তর সীমা বীরভূম ও রাজসহীর জেলা, দক্ষিণ মেদিনীপুর, ও হুগলি জেলা, পূর্ব গঙ্গা, পশ্চিমে ঐ মেদিনীপুর, লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ, তাহার ৮/১০ হিন্দু ২/১০ যবনভূমি অতিউর্ব্বাশ্রী উৎপন্ন দ্রব্য তুলা রেশম নীল শস্য অধিক, প্রধান গ্রাম বর্দ্ধমান কাঞ্চননগর, কাটোয়া, অয়িকা, গুপ্তপাড়া, ক্ষীরপাই, নদী গঙ্গা দামোদর, শেষোক্ত নদীর ধারার ব্যুৎক্রম পূর্ব্বাপেক্ষ হইয়াছে হুগলি ও কাটোয়া মুখে নানা পথ হওয়াতে এজেলাতে বাণিজ্য কর্ম্মের অনেক বৃদ্ধি প্রযুক্ত মৌভাগ্যবস্থা, দুর্ভাগ্যের মধ্যে নৌকা গমনাগমনের পথ নাই ॥

প্র। জেলা জঙ্গলমহলের বিবরণ কি ॥

উ। ইহার উত্তর সীমা বীরভূম, দক্ষিণসীমা মেদিনীপুর, পূর্ব্ব সীমা হুগলি ও বর্দ্ধমান, উত্তর পশ্চিম এবং পশ্চিম সীমা রাম-গড় ও ছোটনাগপুর, ৩২ বৎসর হইল বীরভূম মেদিনীপুর এবং বর্দ্ধমান এই তিন জেলা হইতে জঙ্গলমহল নূতন জেলা হয়, এজেলার প্রধান নদী দামোদর অজয়, শিলাই, দানকীশ্বর, কাঁসাই, প্রধান নগর বাঁকুড়া তাহার বিচার স্থান। বিষ্ণুপুরের রাজার যত রাজ্য ছিল তাহা সকল এই জেলার অন্তর্গত, বিষ্ণুপুর প্রাচীন নগর, তাহার রাজা ১০২৯ বৎসর স্বাধীন কাণে রাজ্য করে ১৬৪৭ শকাব্দে জাকরখাঁর রাজ্যকালীন স্বাধীনতার বিনাশ হয় এক্ষণে কিয়দংশ বর্দ্ধমানের রাজা এবং কতক কোম্পানী বাহাদুর ক্রয় করিয়া সমূলস্য বিনশ্যতি, তত্রস্থ রাজা রাজপুত বংশ্য, এবং ৫৬ পুরুষ ক্রমিক রাজ্য করিয়াছিল ॥

প্র। মেদিনীপুর জেলার বিবরণ কি ॥

উ। এই জেলার উত্তর সীমা রামগড় ও বর্ধমান, দক্ষিণ সীমা ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর, পূর্ব সীমা বর্ধমান ও জগলি ও সমুদ্র, পশ্চিম সীমা ঐ ময়ূরভঞ্জ এবং রামগড়, এজেলাতে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক আছে তাহার। প্রায় হিন্দু প্রধান নগর মেদিনীপুর জলেশ্বর পিপলী নাগরগড় উৎপত্তি দ্রব্য গুবাক গুড় শানবস্ত্র ॥

প্র। কটক জেলার বিবরণ কি ॥

উ। এই জেলার উত্তর সীমা মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জ, দক্ষিণ সীমা ময়ূরভঞ্জ দেশ, পূর্ব সীমা বাঙ্গালার মহাখালি, পশ্চিম সীমা উড়িষ্যার অন্তর্গত ক্ষুদ্র রাজ্য, ৩৫ বৎসর হইল নাগপুরের রাজা হইতে এই জেলা ইংরাজরা অধিকার করিয়া লইয়াছেন, ইহার উত্তর ভাগ বালেশ্বর, দক্ষিণ ভাগ জগন্নাথ, এইরূপে দ্বিধা বিভক্ত আছে এজেলা সমুদ্রের নিকট, উৎপন্ন দ্রব্য কলাই, অস্ত্র, আর প্রস্তর ১২ লক্ষ লোক আছে প্রধান নদী মহানদী, তাহার ক্ষুদ্র সৌতা। প্রধান নগর বালেশ্বর, ভদ্রক, জগন্নাথ। এদেশের লোক বড় দুর্গম এবং খাদ্য সুখ অস্প ॥

প্র। ঢাকা নগরের বিবরণ কি ॥

উ। ইহা বারেন্দ্র ভূমির মধ্যে, ইহার পূর্ব সীমা বুদ্ধপুত্রনদ, কলিকাতা হইতে স্তলপথে ৮০ ক্রোশ দূরে, এনগর রাজমহলের পর ইংরাজী ১৬০৮ সনে স্থাপিত হইয়া ১০০ বৎসর পর্যন্ত বঙ্গ দেশের রাজধানী ছিল, ইহার পর মুরসিদাবাদ রাজধানী হয়, ইহাতে লোক সংখ্যা ১২০০০০ তাহার তাবৎ প্রায় যবন ॥

প্র। জেলা ঢাকার বিবরণ কি ॥

উ। এই জেলার উত্তর সীমা রাজসহী ও মৈমনসিংহ দক্ষিণ সীমা বাথুরগঞ্জ, পূর্ব সীমা ত্রিপুরা, পশ্চিম সীমা মশোহর ৩৮ বৎসর গত এই জেলার উত্তর ভাগ বিভাগ করিয়া বাথুরগঞ্জ নামে এক নূতন জেলা স্থাপিত হইয়াছে, এজেলার লোক সংখ্যা ৮ লক্ষ তাহার ১৮ হিন্দু ১৮ যবন ক্ষুদ্র নদী অনেক আছে কিন্তু প্রধান পদ্মা, তাহার জলে প্লাবিত হওয়াতে ভূমি উর্বরা, উৎপন্ন দ্রব্য অধিক ধান, গুণাক, বাজা, ডিমটি, ও খামাবস্ত্র, প্রধান নগর ফরিদপুর, সেই বিচার স্থান ॥

প্র। মৈমনসিংহ জেলার বিবরণ কি ॥

উ। এজেলার উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম সীমা গারোপর্ষত ও রঙ্গপুর জেলা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব সীমা ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলা পূর্ব সীমা খ্রীহট্ট পশ্চিম সীমা রাজসহী, এজেলাও প্রায় ৩৫ কি ৩৬ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে, ইহার লোক সংখ্যা ১৩৬০০০০ তাহার ১৮ হিন্দু ১৮ যবন, নদী বৃদ্ধপুত্রের অসংখ্য খাল প্রাতি বৎসর জলপ্লাবিত হয়, উৎপন্ন দ্রব্য বুকড়িচাউল, আর সর্ষপ, প্রধান নগরের নাম বৈকুণ্ঠবাটি, সেরাজগঞ্জ, তাহা বাণিজ্য স্থান এবং বৈকুণ্ঠবাটি বিচার স্থান ॥

প্র। খ্রীহট্ট জেলার বিবরণ কি ॥

উ। ইহার উত্তর ও পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ভাগে অনেক উচ্চ পর্ষত, দক্ষিণ সীমা ত্রিপুরা, পশ্চিম সীমা মৈমনসিংহ, লোক সংখ্যা ৫ লক্ষ তাহার ১৮ হিন্দু ১৮ যবন, উৎপন্ন দ্রব্য নিম্নভাগে ধান

কার্পাস ইক্ষু গোধূম, পর্বতেচূর্ণ অগুরু কমলালেবু, বনমধ্যে হস্তী  
ধরা গিয়া থাকে, নগর শ্রীহট্ট, আজমারগঞ্জ, নদী মেঘনা, সুরমা  
পূর্ব এজেলায় রাজকর করি ছিল এক্ষণে মুজা প্রচলিত হইয়াছে  
এজেলা অতি প্রশস্ত, অনেক পরগণা আছে ॥

প্র। বাথরগঞ্জের বিবরণ কি ॥

উ। উত্তর সীমা ঢাকা জালালপুর. পূর্ব সীমা মেঘনা, দক্ষিণ  
সীমা সমুদ্র, পশ্চিম সীমা যশোহর, দক্ষিণে সাহাবাদপুর নামে  
এক উপদ্বীপ আছে, এজেলাও নূতন স্থাপিত হইয়াছে, লোক  
সংখ্যা ১২০০০০০ লক্ষ, তাহার ১১৮ হিন্দু ১৮ যবন, প্রতি বৎসর  
জলপ্লাবিত হয়, বৎসরে দুইবার ধান হয়, প্রধান স্থান বরিসাল  
বাথরগঞ্জ, নুতানডা ॥

প্র। ত্রিপুরা জেলার বিবরণ কি ॥

উ। উত্তর সীমা শ্রীহট্ট ও মৈমনসিংহ, দক্ষিণ সীমা চট্টগ্রাম  
ও সমুদ্র, পূর্ব সীমা ত্রিপুরা এবং বুফরাজার অধিকার, পশ্চিম  
সীমা মেঘনানদ, লোক সংখ্যা অনুমান ৮ লক্ষ তাহার ১১৮ হিন্দু  
১৮ যবন, উৎপন্ন দ্রব্য গুণাক, বাস্ত্র কাপড়, প্রধান স্থান কুমিল্লা  
নুরনগর, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, এখানে মগেরা আসিয়া বাণিজ্য  
করে, এখানেও বন্য হস্তী ধরা পড়ে, এদেশ যবনেরা অনেকপরে  
অধিকার করে, বিচার স্থান এবং রাজধানী কুমিল্লা ॥

প্র। চট্টগ্রামের বিবরণ কি ॥

উ। উত্তর সীমা ত্রিপুরার রাজার দেশ ও বন, পূর্ব দক্ষিণ  
সীমা বোয়ান অর্থাৎ মগের দেশ, পশ্চিম সীমা বাঙ্গালার অখাত

লোক সংখ্যা অনুমান ১৫ লক্ষ, তাহার কিরিঞ্জি ব্যতিরেক ৮ মগ ১৮ ঘন ৮ হিন্দ, বাণিজ্য দ্রব্য গুঁড়ি, কাষ্ঠ, তক্তা মোটা-কাপড়, তুলা, ছাতা, সেখানে জাহাজ প্রাপ্ত হয়, তথায় সন্দাপ হাতিয়া, ও বামুনে, এই তিন উপদ্বীপ আছে, বাড়বাকুণ্ড নামে এক কূপ আছে, তাহার জল উষ্ণ, ও তাহার ৪ চারি ক্রোশ দূরে ধর্ম্মাগ্নি নামে এক কূণ্ড আছে, এতদুভয়ের মধ্যে এক প্রকার ঝায়র সংযোগ আছে, তাহাতে অগ্নি সংযোগ হইলে ইষ্ঠাৎ প্রজ্জ্বলিত হয়, তথাকার বিচার স্থান ইমলমাবাদ ॥

প্র। মুরসিদাবাদের বিবরণ কি ॥

উ। মুরসিদাবাদ মহরকলিকাতা হইতে ১২০ ক্রোশদূর, গঙ্গার দুই ধারে ইংরাজের অধিকার হওয়ার পূর্বে ৫০ বৎসর এমহর মুরসিদ আলিখা নামক নবাব কর্তৃক স্থাপিত হয়, এবং তৎকালে এস্থান বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তাহার চিত্র অদ্যাবধি সেখানে নবাবের সম্রাণেরা বানকলে, মহরে ববনই অধিক, তত্রস্থ লোক প্রায় হিন্দিকথা কহে, ৩০০০০ হাজার ঘর বসতি আছে, এবং ১৬৫০০০ লোক আছে, স্থান বড় পাঁড়া দায়ক, তাহার কারণ বনময়, এবং নদীর স্রোত অস্পষ্ট ॥

প্র। মুরসিদাবাদ জেলার বিবরণ কি ॥

উ। উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিম সীমা ভাগনপুর ও কীরভুমজেলা দক্ষিণ সীমা কুম্ভনগর ও যশোহর জেলা, পূর্ব সীমা পদ্মা, মহর ছাড়া জেলার লোক সংখ্যা ৮৫০০০০, তাহার হিন্দু অস্পষ্ট, উৎপন্ন অস্পষ্ট, এবং নীল অধিক, প্রধান নগর ভগবানগোলা, জঙ্গি

পুর, বহরমপুর, তাহার ভগবানগোলা বাণিজ্য স্থান, জজিপুর  
 রেসমের কুঠী, বহরমপুর ইংরাজের সৈন্য স্থান, কিন্তু জজের  
 সদর কাছারি মুরনিদাবাদ, ভাগীরথী নদী, সুতি দিয়া পদ্মাস্ব  
 মিলিতা, তাহার দক্ষিণ পূর্বকোণে জনাজি ঐক্যপ, আর ইংরা-  
 জেরা ১ এক খাল কাটিয়াছেন ॥

প্র। রাজমহীর বিবরণ কি ॥

উ। উত্তর সীমা দিনাজপুর ও রঙ্গপুর, পূর্ব সীমা মৈমন-  
 সিংহ, এবং পূর্ব দক্ষিণ ঢাকা জালালপুর যশোহর ও নদীয়া,  
 লোক সংখ্যা অনুমানিক ১৫ লক্ষ, তাহার ১৩ হিন্দু ১৩ মঘন,  
 প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য রেসম, পাটবস্ত্র, প্রধান স্থান কুমারখালি,  
 হাঁড়িয়াল, সরদহ, বোয়ালিয়া, নাটোর, শিবগঞ্জ, প্রভৃতি  
 অনেক স্থান আছে, তন্মধ্যে বিচার স্থান নাটোর, পূর্বকালে  
 সেই স্থানে মহারাজা ভবানীর বসতবাটী ছিল, এবং রাজমহল  
 এই জেলার অন্তঃপাতি ছিল, এক্ষণে তাহা ভাগলপুরের মধ্যে  
 প্রাবল্য হইয়াছে, প্রধান নদী নারদ, অজয়ী, করতোয়া, বালে-  
 খর, ইত্যাদি অনেক ॥

প্র। জেলা বীরভূমির বিবরণ কি ॥

উ। উত্তর সীমা ভাগলপুর, পূর্ব সীমা মুরসিদাবাদ ও নব-  
 দ্বীপ জেলা, দক্ষিণ সীমা বর্দ্ধমান হইতে জজলমহল বিভাগকারী  
 অজয়নদ, পশ্চিম সীমা রামগড়, এজেলার লোকসংখ্যা ১৬লক্ষ  
 তাহার দুই ভাগ হিন্দু একভাগ মঘন, উৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, আর  
 গুড়, কয়লার এবং লৌহের আকর আছে, কিন্তু ইওরোপীয়



লৌহ উত্তম প্রযুক্ত, তাহাই ব্যবহার্য, এজেলার, প্রধান নগর, সিউড়ি, নাগোর, সুকল, বৈদ্যনাথ, ইত্যাদি সিউড়িতে বিচার স্থান, নাগোর যবনাধিকারে কাছারি ছিল, সুকলে কোম্পানীর কুঠী, বৈদ্যনাথ তীর্থ, প্রধান নদী নোড়া, অজয়, এজেলাতে বর্ষা ভিন্ন নৌকা গমনাগমন হয় না ॥

প্র। পূর্ণিয়া জেলার বিবরণ কি ॥

উ। উত্তর সীমা মোরঙ্গ পক্ষত, দক্ষিণ সীমা ভাগলপুর জেলা ও পদ্মানদী, পূর্ব সীমা দিনাজপুর, পশ্চিম ত্রিহোত জেলা, পূর্ব কালে ইহার নাম ধর্মপুর ছিল, জেলার লোকসংখ্যা ২৯০০০০০ লক্ষ তাহার ১৮ হিন্দু ৮ যবন, উৎপন্ন দ্রব্য বৃহৎ বসদ, ধান্য, নীল, ঘৃত তৈল, গোম, এবং মালকাঠ, প্রধান নগর পূর্ণিয়া, নাথপুর, কসবা, তাহার বিচার স্থান পূর্ণিয়া, প্রধান নদী কুশা, কঙ্কা, এই দুই নদী নেপালের পাহাড় হইতে আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে, এনদী দিয়া মালকাঠ আইসে ॥

প্র। ভাগলপুর জেলার বিবরণ কি ॥

উ। উত্তর সীমা ত্রিহোত ও পূর্ণিয়া জেলা, পূর্ব সীমা রামগড় ও বীরভূম জেলা, পশ্চিম সীমা বেহার ও রামগড় জেলা, লোক সংখ্যা ২০ লক্ষের অধিক, তাহার ৮০ হিন্দু ১০ যবন, উৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, ও কাপাস, গোম, যব আলু, নীল, কিন্তু এখানে লোক অধিক প্রযুক্ত খাদ্যোৎপত্তি প্রচুর নহে, প্রধান নগর ভাগলপুর, রাজমহল, মুন্সের, তাহার ভাগলপুর বিচারস্থান, মুন্সেরে পূর্ব কালের এক দুর্গ আছে, রাজমহল পূর্বকালে রাজধানী ছিল

এখানে পাহাড়ী আসিয়া বাণিজ্য করে ॥

প্র। জেলা দিনাজপুরের বিবরণ কি ॥

উ। পূর্ব সীমা রঙ্গপুর, পশ্চিম সীমা পূর্ণিমা, দক্ষিণ সীমা রাজশাহী, এ জেলা ত্রিকোণ এজনে তিন দিকের সীমা লেখা যায় লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ, তাহার ১৮ যবন ১৮ হিন্দু, প্রায় তাবতেই দুঃখী, উৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, পাটফোফা, কোঁচড়া, তামাক, তিল কাগজ চাটাই, মেকলি, সুতা, প্রধান নগর দিনাজপুর, মালদহ, রাজগঞ্জ, ভবানীপুর, তাহার দিনাজপুর বিচার স্থান, প্রধান নদী মহানন্দা, পুনর্ভবা, এখানকার তাবৎ ইষ্টকালয় গৌড়নগরের ইষ্টক লইয়াই হয় ॥

প্র। জেলা রঙ্গপুরের বিবরণ কি ॥

উ। এই জেলা বঙ্গদেশের উত্তর সীমা, সুতরাং ইহার উত্তর সীমা কোচ ও ভোটেয় দেশ, দক্ষিণ সীমা নৈমগনসিংহ, ও রাজশাহী, পূর্ব সীমা আসাম, ও গারোপর্বত, পশ্চিম সীমা দিনাজপুর, লোকসংখ্যা ২৭ লক্ষ, তাহার অর্দ্ধেক হিন্দু অর্দ্ধেক যবন, উৎপন্ন দ্রব্য চূণ, পান, গোম, বাঁশ, তামাক, পলুপোকা, লাহার পোকা, বগাঘু, হস্তী, ভল্লক, বানর, এই সকল হিংস্র পশু পক্ষতে বিস্তর, প্রধান নগর রঙ্গপুর, ধাপ, গোয়ালপাড়া, মজল হাট, তাহার ধাপে বিচার স্থান, শেখোক্ত স্থানে আসাম দেশী যারা আসিয়া বাণিজ্য করে, প্রধান নদী তিস্তা ॥

সমাপ্তঃ ॥



